দেব-বালকের অমিয়-ভোগ

(সরল-সরস ও উপদেশ-পূর্ণ গল্প-মালা।)

প্রথম ভাগ।

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন"-প্রণেতা

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।



প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,

ষ্টুডেণ্ট্স্ লাইব্রেরী,

৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৪।

মূল্য এক টাকা।

Printed by
Priya Nath Das at the
FINE ART PRINTING SYNDICATE,
148, Baranashi Ghose St.,
CALCUTTA.

৭

উৎসর্গ।

যিনি,

রোগে, শোকে ও দারিদ্র্যে,

সান্ত্বনা, সদুপদেশ ও স্বার্থ-ত্যাগে,

আমার মানসিক সজীবতা-রক্ষণে একান্ত যত্নবতী,

সেই পতি-পরায়ণা সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী ব্রজবালা দেবীর নামে

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ,

পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

উপহার।

হৃদয়ে দেব-ভাব-প্রতিষ্ঠা-কামনায়,

[illegible] ।

শ্রী

কর-কমলে

"দেব-বালকের অমিয়-ভোগ"

আদরের সহিত

অর্পিত হইল।

[illegible]

সন [illegible]

তারিখ [illegible]

শ্রী

আত্ম-নিবেদন।

"দেব-বালকের অমিয়-ভোগ", প্রথম ভাগ, প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বপুরুষগণ, আমাদের জন্য যে অমূল্য ও অক্ষয় রত্ন অনন্ত কালের গর্ভে প্রোথিত রাখিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছে। যেরূপ পিতৃ-পিতামহ-স্থাপিত ৺বিগ্রহ-দেবতার প্রসাদই, নিঃস্ব পুরাতন ধনি-পরিবারের জীবন-সম্বল, সেইরূপ, আমরাও যখন দেব-প্রতিম আর্য্য-ঋষির সন্তান হইয়াও, কাল-ক্রমে, মানসিক দরিদ্রতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি, তখন জন-শ্রুতি ও গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান, তদীয় দয়া, ধর্ম্ম ও বুদ্ধিমত্তার "কাহিনীই", এ দুর্দ্দিনে আমাদের মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের প্রধান সহায়; বিশেষতঃ সুন্দর ও শিক্ষা-প্রদ "প্রসঙ্গ", সুকোমল বালক-বালিকার চরিত্র-গঠনে যেমন ফল-প্রদ, আর কিছুই তেমন নহে। এই কারণে, আমি সেই "দেবত্র-সম্পত্তি" হইতে দেবতার প্রসাদ আহরণ-পূর্ব্বক, বালক-বালিকা-সমাজে উপনীত হইলাম। বালক-বালিকাগণ, যে যেখানে থাক, একবার আসিয়া, সেই "অমিয়-ভোগ" গ্রহণ কর। প্রসাদ অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও, উপেক্ষণীয় নহে; ভক্তি-পূর্ব্বক সেবন করিলে; দেবতার প্রসন্নতা-লাভেরই সম্ভাবনা।

অমিয়-ভোগের প্রথম দশটি গল্প জন-শ্রুতি-মূলক; অবশিষ্ট আটটি গল্প এবং "স্বর্গ ও নিরয়গামি-মানব" নামক প্রস্তাবটি মহাভারত হইতে গৃহীত। পরিশিষ্টে "পতি-ব্রতা-ধর্ম্ম ও মাহাত্ম্য," "ভার্য্যার গৌরব-গাথা" এবং "ঈশ্বরের প্রিয় ও অপ্রিয় মানব" নামক শ্লোকগুলি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট হইল, আশা করি, তৎসমস্তই পাঠার্থি-গণের হিত-সাধন করিবে। যদি "দেব-বালকের অমিয়-ভোগ"-পাঠে, একটি মাত্র বালক-বালিকার অন্তঃকরণেও দেব-ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল ও অর্থ-ব্যয় সার্থক হইবে।

মহাভারত হইতে গৃহীত বিষয় গুলির বর্ণনায়, স্থানে স্থানে, অনুবাদকের ভাষাই রক্ষিত হইয়াছে; এইজন্য, আমি, সেই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদের স্বত্বাধিকারিগণের নিকট, আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থে যে ত্রুটি দৃষ্ট হইবে, সুধী-পাঠক-পাঠিকাগণ, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে, একান্ত বাধিত হইব এবং আগামী সংস্করণে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিব।

আউটসাহী,
ঢাকা।
শ্রাবণ, ১৩২৪

বিনয়াবনত
শ্রীকেদারেশ্বর শর্ম্মণঃ।

সূচী-পত্র।

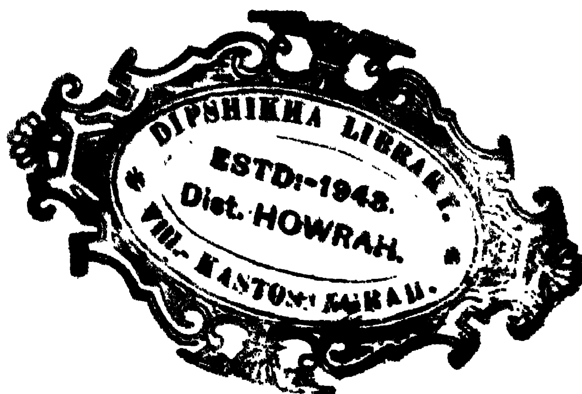
বিষয়। পৃষ্ঠা।

জনশ্রুতি-মূলক কাহিনী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

পৌরাণিক হিত-কথা ও কাহিনী।

পরিশিষ্ট।


DIPSHIKHA LIBRARY.
ESTD:-1943.
Dist. HOWRAH.
Vill.- KASTOSANGRAH.

আমাদের রাজা।



প্রার্থনা।

সুখে থাক্ রাজা-রাণী, রাজ-পরিবার,
অভাব-অশান্তি যাক্, ভারত-মাতার।
ভারতের নর-নারী, স্বর্গীয় ভূষণে,
সুশোভিত হক্, প্রভো! এই সাধ মনে॥





দেব-বালকের অমিয়-ভোগ।

প্রথম ভাগ।

এক উৎসাহী সওদাগর পুত্রের প্রসঙ্গ।

(উদ্দেশ্য যাঁহার মহান্, ভগবান্ তাঁহার সহায় হন)



এ দেশে, পূর্ব্বকালে, এক সাধু সওদাগর বাস করিতেন। তিনি, বয়সে প্রৌঢ় হইলেও, শিশুর ন্যায় সরল, যুবকের ন্যায় শ্রমশীল এবং বৃদ্ধের ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও, প্রকৃত গৃহ-লক্ষ্মীর ন্যায় অবস্থিতি করিয়া, স্বামি-সেবা ও সাধু-অনুষ্ঠানে দিন-যাপন করিতেন। মাতা-পিতার পুণ্য-প্রভাবেই, সাধারণতঃ, ধার্ম্মিক-ভাগ্যবান্ পুত্র প্রসূত হয়। এই কারণে,

তদীয় গৃহে দুইটি পুত্র-রত্ন জন্ম-গ্রহণ করিল; ভূষণলাল জ্যেষ্ঠ, আর, কিষণলাল কনিষ্ঠ। ভূষণলাল, সদ্ভাবে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন; কিয়ৎকাল পরে, তিনি একজন দেশ-হিতৈষী, বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন। কিষণলালও, বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন; সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠালাভ হইল।

একদিন কিষণলাল সবিনয়ে পিতৃদেবকে বলিলেন, "পিতঃ, আমার ইচ্ছা হয়, "স্বনাম-পুরুষো ধন্যঃ", এই মহাবাক্যটি, মূল-মন্ত্র-রূপে গ্রহণ করি; আমাকে পাঁচশত টাকা মূলধন দিন্; আমি, জাতীয় ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তী না হইয়া, স্বতন্ত্রভাবে জীবিকার্জ্জনের পন্থা বাহির করিব"। পিতা, পুত্রকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর, এক শুভদিনের শুভক্ষণে, কিষণের যাত্রার দিন স্থির হইল। ঈশ্বরের নাম স্মরণ, আর, মাতা-পিতার পদ-ধূলি গ্রহণ করিয়া, বিশ্বস্ত মাঝি-মাল্লা-সহ, তিনি, এক নূতন নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে শিবগঞ্জ ও ভবানীগঞ্জের বন্দর অতিক্রম করিয়া, পরে, রাধা-গঞ্জের বন্দরে উপনীত হইল। বৃদ্ধ মাঝি বলিল, "কিষণ, এই বন্দরে, তোমার পিতার বেশ "নাম-কাম" আছে; এস্থানে কাজের বেশ সুবিধা হইবে"। "না গো দাদা! পিতার নামে বিকাইব না, আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হও", এই বলিয়া, কিষণ, মাঝি-

দিগকে নৌকা চালাইতে আদেশ দিলেন। অনুকূল বায়ুযোগে, নৌকা, কল-কল-ধ্বনি তুলিয়া, অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল।

এক, দুই, তিন করিয়া, দিন যাইতে লাগিল; অবশেষে, একবিংশতি দিবসের প্রাতঃকালে, নৌকা, দেব-পুর-বন্দরে পঁহুছিল। কিষণ, "শিব", "শিব" বলিতে বলিতে, এস্থানে অবতরণ করিলেন। এই বন্দরের শোভা অনির্ব্বচনীয়; অনুপম বিপণিশ্রেণী, সুশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান; রাস্তা-ঘাট বেশ পরিপাটী,—কিন্তু, জনশূন্য পরিদৃষ্ট হইল। কোথায়ও মনুষ্যের সাড়া-শব্দ নাই; দোকানগুলি নিস্তব্ধ ও অর্গল-রুদ্ধ। দোকান-সমূহের সম্মুখভাগে, প্রশস্ত স্বর্ণ-ফলকে, হীরকাক্ষরে লিখিত আছে, "সংযমের বিপণি"; কোথায়ও বা "ভক্তি-প্রীতি-সত্য-সরলতা এবং বিদ্যা-বিনয় ও বিবেকের বিপণির" বিজ্ঞাপন পরিলক্ষিত হইল। কষণ, এই বন্দরের অলৌকিক ভাব-দর্শনে, বিস্মিত হইয়া, বিভ্রান্ত মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। "উদ্দেশ্য যাঁহার মহান্, ভগবান্, তাঁহার সহায় হন", এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য, বিধাতা-পুরুষ, এই সময়, এক গলিত-দেহ, স্খলিত-কেশ, বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণরূপে, তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কিষণ, তাঁহার পদধূলি লইয়া, এস্থানে, আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন।

ব্রাহ্মণ, কিষণের সরলভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, বলিলেন, "বৎস! এটি মায়া-পুরী; এস্থান, তোমার উপযোগী নহে; এস্থানে দেবতাদের ব্যবসায়, নীরবে পরিচালিত হয়; বিবিধ

পণ্য, বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা বিদ্যমান ; অথচ, কিছুই তোমার নয়ন-গোচর হইবে না। তোমাকে দেব-স্বভাব জানিয়া, চারিটি মূল্যবান্ উপদেশ, সামান্য চারিশত টাকা মূল্যে বিক্রয়ের জন্য, আমি, এই বিল্ববৃক্ষ-মূলে বসিয়া রহিয়াছি। কৃষি ও বাণিজ্য অর্থাগমের প্রধান-সাধন ; পক্ষান্তরে, এই উপদেশ-চতুষ্টয় প্রভাবেও তোমার এক বিশাল সাম্রাজ্য-লাভের সম্ভাবনা।

উক্ত উপদেশ-চতুষ্টয় এই :—

১। যখন যেমন, তখন তেমন,
সময় বুঝিয়া কাজ।

২। দেখ্‌বে, শুন্‌বে, বল্‌বে না,
কোনও আপদে পাবে না।

৩। যে যেমন কাজে রত,
কথা বল্‌বে, তার মনের মত।

৪। সকাল বেলা আদর পেলে,
(কভু) যাবেনাকো তাহা ফেলে।"

"ঠাকুর, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য", এই বলিয়া, কিষণলাল, চারিশত টাকা মূল্যে, উক্ত উপদেশ-চতুষ্টয় ক্রয় করিলেন।

ব্রাহ্মণ, মূল্য-গ্রহণ-পূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন। কিষণলালও, মাঝিদিগকে বিদায় দিয়া, স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। কিষণ পদ-ব্রজে চলিতে লাগিলেন ; বহু নদ-নদী, নগর-প্রান্তর, বন-উপবন অতিক্রম করিয়া, অবশেষে,—কেশব-পুরের রাজ-ভবনে উপনীত হইলেন।

রাজা, প্রজা-বৎসল; দীন-দুঃখীর বাপ মা; নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; দুষ্টের দমন, আর, শিষ্টের পালনে একান্ত যত্নশীল। রাজ-ভবনে, দেব-সেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও অতিথি-সেবার উৎসব নিত্য চলিত; বহু বিপন্ন লোক সাহায্য পাইত; বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইতেন। এই রাজ-পুরীতে আশ্রয়-লাভ করিয়া, কিষণলাল শান্তি-লাভ করিলেন। অতিথি-শালায়, তাঁহার আহার ও বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি পরম-সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। কিষণ, সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, "ভগবন্, আমার উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় হও; তোমার নাম লইয়া, আমি, নিরাশ্রয় ভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি; প্রভু, তুমি আমার বল; তুমিই আমার ভরসা"। ভগবান্, সেই বিনীত নিবেদন শুনিলেন; রাজ-ভবনে, তাঁহার পরিচয়ের পথ প্রশস্ত করিলেন।

সুধু প্রার্থনা করিলে হয় না, কঠোর কর্ম্ম ব্যতিরেকে, ভগবানের প্রসন্নতা-লাভ সুকঠিন; এই হেতু, কিষণলালের এক ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত হইল। অতিথি-শালায়, দৈবাৎ এক কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত অতিথির মৃত্যু ঘটিল; অধ্যক্ষ, মহা বিপদে পড়িলেন; কেহই শব-দাহ করিতে স্বীকৃত হইল না; অবশেষে, তিনি, বিষয়টি কিষণের কর্ণ-গোচর করিলেন। সেই সময়, মহা-পুরুষ-প্রদত্ত প্রথম উপদেশটি তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইলঃ—

যখন যেমন, তখন তেমন,

সময় বুঝিয়া কাজ।

তিনি অধ্যক্ষকে বলিলেন, "আমি, অম্লান-বদনে শব-দাহ করিব"। অধ্যক্ষ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর, একখানা ক্ষুদ্র হস্ত-চালিত শকটে শব তুলিয়া, কিষণ, ইহা, এক নদীর ধারে লইয়া গেলেন; দাহ-ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল; কিন্তু, পরিত্যক্ত উপাধানের * অভ্যন্তরে বহু স্বর্ণ-মুদ্রা দৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! তখন মহাপুরুষ-প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটি, তাঁহার মনে পড়িল :—

দেখ্‌বে, শুন্‌বে, বল্‌বে না,
কোনও আপদে পাবে না।

তিনি ভাবিলেন, এই মুদ্রা-সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু বলিবেন না; অতঃপর, এক আম্র-বৃক্ষ-তলে মুদ্রাগুলি পুতিয়া রাখিয়া, অতিথি-শালায় পুনরাগমন করিলেন। অধ্যক্ষ ও অন্যান্য রাজ-অমাত্যগণ, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে ক্রমে, কিষণের গুণ-গ্রামের কথা, মহারাজের কর্ণ-গোচর হইল। যখন কাহারও উপর, ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি নিপতিত হয়, তখন যাবতীয় বিষয়ই, তাহার অনুকূল হইয়া উঠে। কিষণের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তিনি রাজ-সমীপে আহূত হইলেন। মহারাজ, তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও বিনয়ের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রধান "খাস অমাত্য" নিযুক্ত করিলেন। তিনি, কিষণলালের কার্য্য-কলাপ ও আচার-ব্যবহার দর্শনে, এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, রাজ-নৈতিক অতীব গুপ্ত বিষয়েও, তাঁহার

* বালিশ।

উপদেশ ভিন্ন কার্য্য করিতেন না। প্রকৃত পক্ষে, কিষণই, এখন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তাঁহার উপদেশে রাজ-কার্য্য অধিকতর সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতে লাগিল। রাজ্য মধ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল; স্থানে স্থানে বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং কূপ-খনন, বৃক্ষ-রোপণ ও পান্থ-নিবাস-স্থাপনের ব্যবস্থা হইল; প্রজা-বৃন্দ, রাম-রাজ্যের ন্যায়, পরম-সুখে বাস করিতে লাগিল।

সংসারে অবিরাম একভাব কোথায়ও নাই। আলোকের পর অন্ধকার; অন্ধকারের পর আলোক; সুখের পর দুঃখ; আবার, দুঃখের পর সুখ; কেশব-পুরের রাজ-ভবনেও তাহাই হইল। একদিন মহারাজ, কতিপয় অমাত্য ও কিষণলাল-সহ মৃগয়ায় গমন করিলেন; বহুদূর অগ্রসর হইলে, তাঁহার মনে পড়িল, নূতন তরবারি ফেলিয়া আসিয়াছেন। তিনি কিষণকে বলিলেন, "কিষণ, অবিলম্বে রাজ-ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া, আমার নূতন তরবারি আনয়ন কর; এ বিষয়ে কেবল তুমিই সমর্থ"। "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য", এই বলিয়া, কিষণ, এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

পাতা মুড়িবেন না।

বিধাতার বিধান অতি বিচিত্র! পৃথিবীতে সমভাবাপন্ন স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন অতি বিরল! যে স্থানে স্বামি-হৃদয়ে, প্রেম-প্রীতির পুণ্য-প্রস্রবণ নিত্য প্রবাহিত, আবার, প্রায় সেই স্থানেই, স্ত্রী-হৃদয়ে, পৈশাচিক নির্দ্দয়তা পূর্ণ প্রকাশিত! যে স্থানে, স্ত্রী-

হৃদয়, শান্তির আলয়, আবার, প্রায় সেই স্থানেই, স্বামি হৃদয়, অশান্তির আবাস-ভূমি! যে স্থানে, স্বামী, স্ত্রীর অমিয়-প্রেমের অনুরাগী, আবার, প্রায় সেই স্থানেই, স্ত্রী, স্বামি-দ্বেষিণী ও বিশ্বাস-ঘাতিনী! যে স্থানে, স্ত্রী, পতি-গত-প্রাণা, আবার, প্রায় সেই স্থানেই, স্বামী,—পর-স্ত্রী-পরায়ণ!

ভগবন্! তোমার এ রহস্য-ভেদ আমাদের অসাধ্য! কেশব-পুরের রাণী, দেব-দুর্লভ স্বামি-লাভ করিলেও, বিশ্বাস-ঘাতিনী ও বিপথ-গামিনী! সংসারে, এরূপ দৃশ্য, নয়ন-গোচর হইলে, বাস্তবিকই, মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত হয় এবং বিশ্ব-বিধাতার কার্য্য-কলাপে অশ্রদ্ধা জন্মে।

অনন্তর, কিষণলাল, রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, অলক্ষ্যে রাণী ও কোতোয়ালের ঘৃণিত স্বভাব-দর্শনে, স্তম্ভিত হইলেন! সেই সময়, মহাপুরুষ-প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটি, তাঁহার মনে পড়িল :—

দেখ্‌বে, শুন্‌বে, বল্‌বে না,
কোনও আপদে পাবে না।

তাঁহার মনে নূতন বলের সঞ্চার হইল। তিনি, রাণীর কক্ষা হইতে কিয়দ্দূর পশ্চাৎগমন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রাণী মা! আমি এসেছি; আমি এসেছি; মহারাজের নূতন তরবারিখানা দিন্"। কিষণের শব্দ শুনিয়া, রাণী ও কোতোয়াল যেন বজ্রাহত হইলেন; কিয়ৎকাল পরে, রাণী ক্ষিপ্তের ন্যায় বহির্গত হইয়া, নিঃশব্দে কিষণকে তরবারি

অর্পণ করিলেন। কিষণ, তরবারিসহ, অগৌণে মহারাজ-সন্নিধানে পঁহুছিলেন; রাণীর চরিত্র-হীনতা সম্বন্ধে, কোন কথাই বলিলেন না। মহারাজ, কিষণকে দেখিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "কিষণ, এসেছ, বেশ হয়েছে; দেখ, এবার আমাদের যাত্রা অশুভ; জল-পিপাসায় মৃত-প্রায় হইয়াছি; অমাত্য ও ভৃত্যগণ, এক এক করিয়া, সকলেই জল-আনয়ন করিতে গমন করিয়াছে; এ পর্য্যন্তও, কেহই প্রত্যাগমন করিল না। কিষণ, সত্বর জল-আনয়ন করিয়া, আমার জীবন-রক্ষা কর"। "মহারাজ, কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন; আমি, এই মুহূর্ত্তেই যাইতেছি", এই বলিয়া, কিষণ যাত্রা করিলেন; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, দেখিলেন, এক সুন্দর সরোবর; পূর্ণ-চন্দ্রের কিরণ-মালা, স্ফটিক-স্বচ্ছ জল-রাশিতে নিপতিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সরোবর-সন্নিধানে, পিশাচ ও পিশাচীগণ অশ্লীল আমোদে প্রমত্ত; তাহাদের সন্নিকটে রাজ-অমাত্য ও ভৃত্যগণের মৃতদেহ-দর্শনে, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! তিনি, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন! এমন সময়, কতকগুলি পিশাচ ও পিশাচী, হঠাৎ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মানুষ! আচ্ছা, বল ত, আমাদের নৃত্য-গীত ভাল, কি মন্দ? তখন মহাপুরুষের তৃতীয় উপদেশটি, তাঁহার মনে পড়িল :—

যে যেমন কাজে রত,

কথা বল্‌বে, তার মনের মত।

কিষণ উত্তর করিলেন, "অতি উত্তম, অতি উত্তম; এমন নৃত্য-গীত, দেব-লোকেও নাই"। পিশাচ ও পিশাচীগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া, এক এক কলসী সুপরিষ্কৃত ও সুমিষ্ট জল-সহ, তাঁহার অনুগমন করিল।

"দেখ্‌বে, শুন্‌বে, বল্‌বে না,
কোনও আপদে পাবে না"।

এই নীতি-বাক্য স্মৃতি-পথে উদিত হওয়ায়, কিষণ, যাবতীয় বিষয় গোপন করিলেন, মহারাজ-সমীপে কোনও কথাই বলিলেন না। রাজা স্বেচ্ছাক্রমে জল-পান করিয়া, শান্তি-লাভ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে, রাজা ও কিষণ, যাত্রা অশুভ ভাবিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অমাত্য ও ভৃত্যগণের মৃত-দেহ, সরোবর-সন্নিকটেই পড়িয়া রহিল।

এ দিকে, রাণী ও কোতোয়ালের মনে, এই চিন্তার উদয় হইল, "কিষণ, হয়ত, সমস্ত বিষয় মহারাজের কর্ণ-গোচর করিয়াছে"। এ হেতু, কিষণের বধ-সাধনই, তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল।

এই সঙ্কল্প-সাধনের জন্য, রাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ভূমিতে পতিতা হইয়া রহিলেন। মহারাজ, রাণীর অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে, একি! এরূপ ভাব কেন!" রাণী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! এ জীবন আর রাখিব না; কেবল, আপনার শ্রীচরণ-দর্শনের জন্যই, এ পর্য্যন্ত রাখিয়াছি;—আপনার আদরের, সোহাগের, প্রাণের কিষণ, আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে"। মহারাজ, ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া,

বলিলেন, "কি ! বিশ্বাস-ঘাতক, পামর কিষণ ! আচ্ছা, এখনই তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি-প্রদান করিতেছি" !

মহারাজ প্রাণ-প্রতিম কিষণকে রাজধানীতে হত্যা করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, শ্যালকের নিকট পত্র লিখিলেন ; তাহার মর্ম্ম এই,—"প্রেরিত লোক উপস্থিত হওয়া মাত্র দ্বিখণ্ড করিবে"। কিষণ, উক্ত পত্র-সহ, পরমানন্দে যাত্রা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "পত্র নিতান্ত গোপনীয় ; এই জন্যই, মহারাজ, আমাকে প্রেরণ করিলেন ; তাহা না হইলে, কোতোয়াল প্রেরিত হইতেন"।

ন্যায়বান্ বিধাতা পাপের দণ্ড, আর, নিষ্পাপের মুক্তি-বিধানের জন্য সতত ব্যস্ত। তাঁহার ইঙ্গিতে, অসাধ্য-সাধন, অসম্ভব সম্ভব, এবং চিন্তার অতীত ও বুদ্ধির অগম্য বিষয় সংঘটিত হয়।

কবি সত্যই গাহিয়াছেন ঃ—

"যদ্যপি না থাকে দোষ, কারে তব ভয় ?
"আছাড়ে রজক, ম্লান বসন-নিচয়।"

অন্যত্র লিখিত আছে,—

"পড়ুক পড়ুক স্বর্গ, ভাঙ্গিয়ে মাথায়"
তথাপি ন্যায়ের রাজ্য, থাকুক বজায়"।

যিনি সর্ব্বদা ন্যায়-দণ্ড পরিচালনা করেন এবং যাঁহার কঠিন শাসন হইতে, কাহারও অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই, সেই ন্যায়বান্ বিধাতা, আজ, নিরপরাধ কিষণলালের জীবন-রক্ষার উপায় করিলেন !

এ দিকে, কিষণ চলিতে লাগিলেন। বিধাতার চক্রে, পথি-মধ্যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভূষণলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভূষণ, বহু ধন-দৌলত লইয়া, গৃহ-গমনোম্মুখ হইয়াছেন। উভয় ভ্রাতা সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন; বলিতে বলিতে অনেক সময় অতীত হইল। ভূষণ, কিষণকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। কিষণ ভাবিলেন, পত্রখানা জরুরী বটে, পক্ষান্তরে, মহাপুরুষের উপদেশ আছে:—

সকাল বেলা আদর পেলে,
(কভু) যাবেনা কো, তাহা ফেলে।

অতএব, তিনি অপেক্ষা করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

এ দিকে, কোতোয়ালের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি ভাবিলেন, "মহারাজের যাবতীয় পত্র, আমিই বহন করিয়া থাকি; বখ্‌সিস্‌ও আমারই প্রাপ্য; বোধ হয়, এই চিঠির বখ্‌সিস্‌ মূল্যবান্‌ সামগ্রী হইবে; এই জন্যই, কিষণ প্রেরিত হইয়াছে"। তিনি, ছলে, অথবা অনুনয়-বিনয়ে, কিষণলাল হইতে, পত্রখানা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অশ্বারোহণে, তাঁহার অনুগমন করিলেন। ঘটনাক্রমে, পথি-মধ্যে, ভূষণের নৌকায়, কিষণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। "যাহার মরণ যথায়, নাও করে যায় তথায়",—কোতোয়ালের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তিনি, কিষণলাল হইতে পত্র-গ্রহণ-পূর্ব্বক রাণীর পিতৃ-গৃহে পঁহুছিলেন। অমাত্যগণ, পত্র-পাঠমাত্র তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিলেন।

কোতোয়ালের ছিন্ন-মুণ্ড রাজ-গৃহে প্রেরিত হইল। "কি করিলাম! আর, কি হইল!" এই ভাবিয়া, রাজা নির্ব্বাক্, আর, রাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

পরদিন, কিষণলাল রাজ-ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া, দারুণ দুর্ঘটনার সংবাদ-শ্রবণে, মর্ম্মান্তিক যাতনানুভব করিলেন। রাজা, ন্যায়ের একান্ত পক্ষ-পাতী: তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস, বিধাতা, অপরাধীরই দণ্ড-বিধান করেন। কিষণলালের বিনিময়ে কোতোয়াল-হত্যায়, তাঁহার মনে, এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। ইহার মীমাংসার জন্য, তিনি রাজ্যের পণ্ডিতমণ্ডলী ও সুধীপ্রজাবৃন্দকে আহ্বান করিলেন। এক নির্দ্দিষ্ট দিনে, তাঁহারা সমবেত হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিষণ-লালের পরিবর্ত্তে কোতোয়াল-হত্যার কারণ কি"? তাঁহারা বহুক্ষণ সমালোচনার পর, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন,— "কোতোয়ালই দোষী, আর, কিষণলাল নির্দ্দোষ; এই কারণে, ভগবান্, কোতোয়ালের প্রাণদণ্ড, আর, কিষণলালের জীবন-রক্ষা করিয়াছেন"। অতঃপর, মহারাজ, কিষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিষণ, তোমার কিছু বক্তব্য আছে কি?"

কিষণ। আজ্ঞে, হাঁ, মহারাজ!

মহারাজ। কি বক্তব্য আছে, বল?

কিষণ, আনুপূর্ব্বিক যাবতীয় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—

মহারাজ! আমি, এক সওদাগর-পুত্র; সুখ-বিলাসে লালিত পালিত; মনে ভাবিলাম, পৈত্রিক ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তী না হইয়া,

স্বতন্ত্রভাবে জীবিকার্জ্জনের পন্থা বাহির করিব; এই অভিপ্রায়ে, পাঁচশত টাকা মূলধন সহ, বিদেশযাত্রা করি; পথিমধ্যে, এক মহাপুরুষ হইতে, চারিশত টাকা মূল্যে, চারিটি মূল্যবান্ উপদেশ ক্রয় করি; উক্ত উপদেশ-চতুষ্টয় এই:—

(১) যখন যেমন, তখন তেমন;
সময় বুঝিয়া কাজ।

(২) দেখ্‌বে, শুন্‌বে, বল্‌বে না,
কোনও আপদে পাবে না।

(৩) যে যেমন কাজে রত,
কথা বল্‌বে, তার মনের মত।

(৪) সকাল বেলা আদর পেলে,
(কভু) যাবেনা কো, তাহা ফেলে।

উক্ত নীতি-বাক্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই, আমি অতিথিশালায় মৃত, জনৈক কুষ্ঠ-রোগীর শব-দাহ করি; মৃত ব্যক্তির ছিন্ন-উপাধানে বহু স্বর্ণ-মুদ্রা দৃষ্ট হইলেও, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, আম্র-বৃক্ষ-তলে পুতিয়া রাখি; নূতন তরবারি আনয়ন-কালে, রাণী ও কোতোয়ালের পৈশাচিক কার্য্য-কলাপ-দর্শনে, মর্ম্মাহত হইলেও, তাহা অপ্রকাশিত রাখি; মৃগয়ার্থ বন-বাস-কালে, আপনি পিপাসায় আকুল হইলে, পিশাচ-রক্ষিত সরোবর হইতে সুমিষ্ট জল-আনয়নে সমর্থ হই, এবং রাজ-অমাত্য ও ভৃত্যগণের মৃতদেহ-দর্শনে, ব্যথিত হইলেও, নীরব থাকি; আপনার পত্র সহ, রাণী-মাতার পিতৃ-গৃহে গমন-

কালে, পথিমধ্যে, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাতঃকালীন নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া, কোতোয়ালের প্রার্থনানুসারে, পত্রখানা তাঁহার হস্তে অর্পণ করি। আমি, অপেক্ষা না করিলে, কোতোয়ালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত না ; আমার মুণ্ডই ছিন্ন হইত ; আমি নিরপরাধ ; এই হেতু, ন্যায়পরায়ণ বিধাতা, প্রকৃত অপরাধীর প্রাণ-দণ্ডের বিধান করিয়াছেন !

"ধন্য কিষণলাল ! তুমি ধন্য ! আমি অপুত্রক ! তুমিই আমার পুত্র ! আমার এই বিশাল রাজ্য তোমাকেই অর্পণ করিলাম ! আজ হইতে তুমিই রাজা ! স্ত্রী-চরিত্র বুঝিয়া উঠা কঠিন ! আমি পিশাচীর বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া, তোমার ন্যায় একজন দেব-স্বভাব মানবের জীবন-নাশে উদ্যত হইয়াছিলাম ! আমায় ক্ষমা কর" ; উপস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলী ও প্রজা-বৃন্দ-সমক্ষে, মহারাজ, ক্ষিপ্তের ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে উক্ত কথাগুলি বলিলেন।

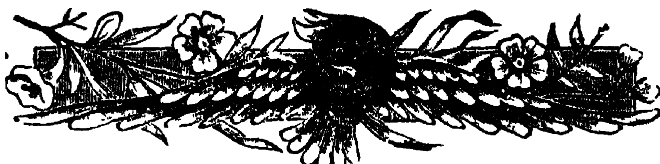
অতঃপর সভা-ভঙ্গ হইল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। আম্র-বৃক্ষ-তলে প্রোথিত স্বর্ণ-মুদ্রা আনয়নের জন্য, মহারাজ আদেশ দিলেন। পাপীষ্ঠা রাণী নির্ব্বাসিতা হইলেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল ; তিনি, অতীত কলুষ-ময় জীবনের বিষাদ-মন্থর রোমন্থনদ্বারা দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। কিষণ, মহারাজকে বলিয়া, তাঁহার মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন !

কিষণলালের জীবন-পুস্তিকার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। তাঁহার মাতা-পিতা রাজ-ভবনে আনীত হইলেন। তাঁহার

বিবাহ ও অভিষেক-ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। মহারাজ, তাঁহাকে রাজ-পাটে স্থাপন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইলেন; তথায় তদ্গত-চিত্তে ভগবানের উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। রাজ-সরকার হইতে, তাঁহার বার্ষিক দশ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।

একদিন রাত্রিকালে, কিষণ, মাতা পিতার নিকট, স্বকীয় জীবনের অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন; এমন সময়, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-রূপি-বিধাতা-পুরুষ আবার আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "কিষণ, তুমি ধন্য! তোমার জনক-জননীও ধন্য! তুমি, আমার উপদেশ-চতুষ্টয় জগতে প্রচার করিয়া, আমাকেও ধন্য করিয়াছ! জানিও, 'উদ্দেশ্য যাঁহার মহান্, ভগবান্ তাঁহার সহায় হন।' তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; তুমি এখন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। বৎস! যশস্বী হও এবং শান্তিময় দীর্ঘ জীবন-যাপন করিয়া, জন্মভূমির মঙ্গল-সাধনে নিরত থাক"। অনন্তর, তিনি অদৃশ্য হইলেন।

কিষণলাল, মাতা-পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশক্রমে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্য হইতে দুঃখ দারিদ্র্য ও হাহাকার উঠিয়া গেল; সর্ব্বত্র ধর্ম্ম ও সুখ-শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।



অসাধারণ প্রতিভাশালী জহুরুল-হকের উপাখ্যান।

(বুদ্ধির প্রখরতা)



এক প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজা-বৎসল বাদসাহ, বন-ভ্রমণ-কালে, পথিমধ্যে পরিত্যক্ত একটি বালক দেখিতে পাইয়া, তাহাকে রাজ-প্রাসাদে প্রেরণ করেন। তাহার মাতাপিতার কোনও সন্ধান না হওয়ায়, সে রাজ-গৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। বাদসাহ তাহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, তাহার নাম রাখিলেন জহুরুল-হক। জহুর, যেমন প্রিয়-দর্শন, তেমনই প্রিয়-ভাষী; অত্যল্প কাল-মধ্যেই সর্ব্বজন-প্রিয় হইয়া উঠিল। রাজ-ভবনে একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী ছিলেন; জহুর তাঁহার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিতে লাগিল। মৌলবী-সাহেব এই নবাগত ছাত্রের অসাধাবণ প্রতিভা-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তাহাকে মুসলমান-কুলের একটি "রত্ন" বলিয়া মনে করিলেন। সে, ক্রমে ক্রমে

বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল; এই সময়-মধ্যে, সে, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, গণিত ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি-লাভ করিল। মৌলবী-সাহেবও আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

বাদসাহ জহুরুল-হকের উন্নতি, প্রতিভা ও সচ্চরিত্রতার কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে এক প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিলেন।

মানুষ, "ভাবে এক, হয় আর"; বিধাতার এই বিচিত্র-বিধানে, সর্ব্বজন-প্রিয় জহুরুল-হক্‌কেও, কিয়ৎকালের জন্য লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হইল!

একদিন জহুর সর্ব্বাগ্রে পাঠ-গৃহে গমন-পূর্ব্বক, একটি জটিল অঙ্ক চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে; স্বপ্নে তাহার মুখে হাসির উদ্রেক্ হয়; হঠাৎ, এই সময় মৌলবী-সাহেব গৃহে প্রবেশ করেন। জহুরের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; তাহাকে হাস্য করিতে দেখিয়া, মৌলবী-সাহেব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "জহুর! একি! এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার কেন! আমায় উপহাস করিতেছ! কি! তুমি এতদূর অভদ্র! অহঙ্কারী! অকৃতজ্ঞ!" জহুর অতিশয় বিনীতভাবে উত্তর করিল, "মৌলবী-সাহেব! আমায় ক্ষমা করুন; স্বপ্নে হাসির উদ্রেক্ হইয়াছে; "উপহাস করিয়াছি", এ ভাবটি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান দিবেন না"।

মৌলবী। কি স্বপ্ন-দর্শন করিলে?

জহুর। জনাব, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

মৌলবী। বৎস, তাহা না বলিলে, তোমার অশিষ্টাচরণের বিষয় বাদসাহের কর্ণ-গোচর করিব।

জহুর নীরব রহিল; তাহার অনুনয়-বিনয়ে মৌলবী-সাহেব সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু, জনৈক দুষ্টলোক বাদসাহকে যাবতীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। বাদসাহ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া জহুরকে আহ্বান করিলেন। জহুর বাদসাহ-সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলি-পুটে, দণ্ডায়মান রহিল। বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জহুর, তুমি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্; তবে, শিক্ষা-গুরুকে অবমানিত করিলে কেন?"

জহুর। জাঁহাপনা, আমি কি এতই অবোধ যে, গুরুকে অবমানিত করিব? সর্ব্বাগ্রে পাঠ-গৃহে গমন করিয়া, একটি জটিল অঙ্ক চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ি; এক অভাবনীয় স্বপ্নে আমার মুখে হাস্যের উদ্রেক্ হয়। এই সময় মৌলবী-সাহেব গৃহে প্রবেশ করেন; তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে উপহাস করিলাম, কিন্তু, বাস্তবিক তাহা নহে।

বাদসাহ। বৎস! কি স্বপ্ন-দর্শন করিয়াছ?

জহুর। জনাব, আমায় ক্ষমা করুন; তাহা প্রকাশ করিবার বিষয় নহে।

বাদসাহ। বৎস! স্বপ্ন-বৃত্তান্ত না বলিলে, তোমাকে শাস্তি-ভোগ করিতে হইবে!

জহুর। জাঁহাপনা! আপনার আদেশ অবশ্যই প্রতি, পালন করিব।

অতঃপর, রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনের অপরাধে জহুরুল-হকের কারাবাস হইল; কর্ম্মচারিগণ তাহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন; তাঁহারা, তাঁহাদের এই প্রতিভাশালী বন্ধুকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে তুরস্কের সুলতান বাদসাহ-সমীপে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"বাদসাহ, আপনি বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী; আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণ সর্ব্ব-প্রযত্নে আমাদের মনস্তুষ্টি-সাধন করিতেন। আশা করি, আপনিও সেই পথ অনুসরণ করিবেন। আমাকে নিম্নলিখিত দ্রব্য-চতুষ্টয় প্রদান করিলে একান্ত সুখী হইব।"

দ্রব্য-চতুষ্টয়ের নাম। যথা:—

১। অমৃতে বিষ।

২। বিষে অমৃত।

৩। নগর-শ্বা।

৪। অভিষিক্ত-গর্দ্দভ।

বাদসাহ সুলতানকে পত্রোত্তরে জ্ঞাপন করিলেন, "মহাশয়ের বাঞ্ছিত দ্রব্য-চতুষ্টয় সত্বর সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিব"।

এই দ্রব্য-ক্রয়ের জন্য, দেশ-দেশান্তরে শত শত লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু, কোথায়ও, কোন দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। বাদসাহ বিষণ্ণ, বিপন্ন ও ব্যাকুল হইলেন; তাঁহার বিষাদ-কাহিনী জহুরের কর্ণ-গোচর হইল। জহুর

মনে ভাবিল, "কি! আমি জীবিত থাকিতে, আমার ধর্ম্ম-পিতার এরূপ মর্ম্ম-বেদনা! খোদা! আমার সহায় হউন! আমি আমার অন্ন-দাতার মান-রক্ষা করিব!"

জেলের কর্ম্মচারিগণ জহুরুল-হকের অভিপ্রায় বাদসাহকে জ্ঞাপন করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজ-প্রাসাদে নীত হইল; তাহার সম্মানের সীমা রহিল না; সকলেই, তাহার মনস্তুষ্টি-সাধনে ব্যগ্র হইলেন। বাদসাহ বলিলেন, "জহুর! তোমায় ক্ষমা করিলাম। বৎস! এক্ষণে সুলতানকে তাঁহার বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রদান করিয়া, আমার মান-রক্ষা কর।" জহুর উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চিন্ত হউন; খোদার কৃপায়, তাহা অবশ্যই হইবে; কিন্তু, ইহা বহুব্যয়-সাপেক্ষ।"

বাদসাহ। বৎস! তজ্জন্য চিন্তা করিও না; আমি এই উদ্দেশ্যে বিশ-লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিব।

জহুর। জনাব, তাহাতেই চলিবে; কিন্তু, দ্রব্য সুলতানের রাজধানী ভিন্ন অন্যত্র মিলিবে না।

বাদসাহ। আচ্ছা; তুমি দশ লক্ষ মুদ্রাসহ অগৌণে তথায় গমন কর; অবশিষ্ট মুদ্রা পরে প্রেরিত হইবে।

জহুর। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

অনন্তর, জহুর বাদসাহের একখানা পত্র ও দশ-লক্ষ মুদ্রা-সহ তুরস্ক-দেশে যাত্রা করিলেন।

যে দ্রব্য, বাদসাহের শত শত অমাত্য, বহু চেষ্টা ও চিন্তা দ্বারাও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই, মাতা-পিতা

কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জহুর, তাহা অতি সুলভ সামগ্রী বলিয়া মনে করিলেন! বুদ্ধির কি মহীয়সী শক্তি! চিন্তা-শীলতার কি দুর্জ্জেয় নীতি! পাঠক-পাঠিকা! আজ নিরাশ্রয় মুসলমান যুবকের বুদ্ধির প্রখরতার কথা শ্রবণ করিয়া, স্তম্ভিত হউন!

জহুর তুরস্কের রাজধানী, কনষ্টেণ্টিনোপোল নগরে পঁহুছিয়া, নদীতীরস্থ এক সুরম্য দ্বিতল-বাটী ক্রয় করিলেন। কুঠরীগুলি বিবিধ চিত্র ও মনোরম দ্রব্যে সুরঞ্জিত হইল; বহু অমাত্য, দাস-দাসী ও পাইক-বরকন্দাজ নিযুক্ত হইল। তিনি সহরবাসী সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে মূল্যবান্ উপহার, আর, ভিক্ষার্থিগণকে মুক্ত-হস্তে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

পুলিস-কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বেতন-ভোগী ভৃত্যের ন্যায়, আদেশ-প্রতিপালন করিতে লাগিল। সহরবাসী যাবতীয় লোকই যেন তাঁহার পরম বন্ধু অথবা পরমাত্মীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল; কোনও না কোনও প্রকারে উপকৃত নহে, সহরে এমন লোক প্রায় রহিল না। চতুর্দ্দিকে জহুরের ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল; সকলেই বলিতে লাগিল, "এমন লোক, কখনও হয় নাই, হবেও না"। ইতিমধ্যে, অবশিষ্ট দশ-লক্ষ মুদ্রা তাঁহার হস্তগত হইল। ধন-দৌলত-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক, অজ্ঞাত-কুল-শীল জহুরুল-হকের হস্তে তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দরীকন্যা সমর্পণ করিতেও দ্বিধা-বোধ করিলেন না। শ্বশুরের পরিবারবর্গ জামাতৃগৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

অহোরাত্র-ব্যাপী উৎসব ও আনন্দ চলিতে লাগিল। পর্ব্বত-প্রমাণ পলান্ন, খিচুড়ী ও মিষ্টান্ন, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে মুক্ত-হস্তে বিতরিত হইতে লাগিল!

এইরূপ সুখের প্রবাহ পঞ্চবর্ষকাল চলিল। জহুরের কোষাগার প্রায় শূন্য হইয়া আসিল। এবার ভাঁটার টান দেখা দিল। নিমন্ত্রণ ও নৃত্য-গীত, ক্রমে ক্রমে, বন্ধ হইতে লাগিল; সৌভাগ্যের সহচর বন্ধু-বান্ধব, ক্রমে অদৃশ্য হইল! অমর কবি মধুসূদন সত্যই গাহিয়াছেন :—

"ফিরান বদন যবে, মাধব-রমণী,
সকলে পালায় র'ড়ে, দে'খে যেন ফণী"।

জহুরের ভাগ্যেও, তাহাই ঘটিল। শ্যাম-বিহীন শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায়, তাঁহার আনন্দ-নিকেতনও, আজ নীরস, নীরব ও নিরানন্দ হইয়া উঠিল!

এ দিকে, আজন্ম-মাতা-পিতার স্নেহ-লাভে বঞ্চিত জহুরও, কিয়দ্দিবস প্রেয়সীর বিধু-মুখ-দর্শন ও প্রেম-পূর্ণ-সম্ভাষণে, আর, শ্বশুর-শাশুড়ীর মায়া-জালে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছিলেন; আজ তাহা স্বপ্নে পরিণত হইল!

একদিন অপরাহ্নে, জহুর সান্ধ্য-সমীরণ-সেবনে বহির্গত হইয়া, গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিতেছিলেন; সর্ব্বত্রেই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইলেন; অনন্তর, রাত্রি দ্বি-প্রহরের সময়, বহুমূল্য অলঙ্কার ও একটি মৃণ্ময় পাত্র সহ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, গৃহিণীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, সময়ের চক্রে,

কপর্দ্দক-শূন্য হইয়াছি ; তাই, এক স্ত্রী-হত্যা করিয়া, এই অলঙ্কার আনয়ন করিলাম ; তাহার মাংস পাত্রে পূরিয়া, পালঙ্কের তলে রাখিয়া দিলাম ; দেখিও, কেহ যেন, ইহার সন্ধান না পায়”। গৃহিণী নীরব রহিলেন।

জহুরের আহার হইল ; তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে, তাঁহার স্ত্রী গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চীৎকার করিলেন, “বাবা গো! কি লোকের সাথে আমায় বিয়ে দিয়েছ গো! কি লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছ!” তৎক্ষণাৎ, তাঁহার মাতা-পিতা, শয়ন-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, জামাতার বিবরণ শ্রবণে, ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন!

কোনও বিপদে পতিত হইতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে, জহুরের শ্বশুর, জামাতৃকর্ত্তৃক জনৈক স্ত্রীহত্যার কাহিনী পুলিসের কর্ণ-গোচর করিলেন ; তাঁহার স্ত্রীও সাক্ষ্য দিলেন, ‘ঘটনা সত্য’ ; হত-স্ত্রীর অলঙ্কারও প্রদর্শিত হইল।

অতঃপর, সশস্ত্র পুলিস জহুরের গৃহ-পরিবেষ্টন করিল ; তিনি নিদ্রিত ছিলেন ; গৃহাভ্যন্তরের গোলমালে, হঠাৎ জাগরিত হইলেন ; ধীরে ধীরে দারোগা-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বন্ধু, অসময়ে যে”? দারোগা উত্তর করিলেন, “আমরা পুলিসের লোক ; আমাদিগকে “বন্ধু” বলিলে, চলিবে না ; এস, তোমায় গ্রেপ্তার করিব।”

জহুর। বন্ধু, কি অপরাধ!

দারোগা। তোমার স্ত্রী ও শ্বশুরের সাক্ষ্যে, তুমি, স্ত্রীহত্যাপরাধে অপরাধী হইয়াছ।

জহুর। তবে আর কথা কি! চল বন্ধু, কোথায় যাইতে হইবে।

দারোগা। মিয়া, "বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করিও না। কুতব খাঁ! ইহার হস্তে কড়া লাগাও।

কুতব খাঁ তাহাই করিল। অনন্তর, সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত হইয়া, জহুর রাজ-সমীপে প্রেরিত হইলেন; বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাকালে, জহুরের স্ত্রী ও শ্বশুর মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিলেন "আসামী অপরাধী"। সুলতান তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেন।

ক্রমে ক্রমে, ফাঁসির দিন সমাগত হইল। সহর-বাসী ধনী-নির্ধন, অন্ধ-আতুর, মুটে-মজুর, দোকানদার, ভদ্রাভদ্র, সকল শ্রেণীর লোকই, ফাঁসি-কাষ্ঠ-সমীপে উপস্থিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, "এমন লোকের ফাঁসি হইবে! হাঁ! খোদা! তোমার বিচার নাই!" জহুর ম্লান-গম্ভীরভাবে ফাঁসি-কাষ্ঠ-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "খোদা! আমার উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় হও; এ নরাধম সন্তানের মান রক্ষা কর।"

যথাসময়ে সুলতান উপস্থিত হইলেন। এই সময় দেখা গেল, জনৈক রমণী, "ওকে ফাঁসি দিও না, ওকে ফাঁসি দিও না, উহার পরিবর্ত্তে, আমায় ফাঁসি দাও, আমায় ফাঁসি দাও,"—

এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। সুলতান স্তম্ভিত হইলেন; সমাগত ব্যক্তিগণও নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল!

স্ত্রীলোকটি সুলতানের পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সুলতান তাহাকে হাঁস-পাতালে প্রেরণ করিলেন; কিয়ৎকাল পরে, জহুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তোমার কিছু বক্তব্য আছে কি"? "আজ্ঞে, হাঁ জনাব! আপনার ঋণ-শোধের পূর্ব্বে যেন, আমার প্রাণ-বিনাশ না হয়," এই বলিয়া, জহুর একখণ্ড পত্র সুলতানের হস্তে অর্পণ করিলেন।

সুলতান। কি! অনুরোধ-পত্র! তবে, ইহা অগ্রে প্রদান করিলে না কেন?

জহুর। জাঁহাপনা! তাহা নহে; আপনি বাদসাহ-সমীপে যে দ্রব্য-চতুষ্টয় চাহিয়াছিলেন, ইহা তদ্বিষয়ে লিখিত হইয়াছে।

সুলতান। হাঁ, সে ত অনেক দিনের কথা! সেই জিনিষগুলি কোথায়?

জহুর। জনাব! তাহা, আপনার সমক্ষেই বিদ্যমান।

সুলতান। সে কি!

জহুর। আজ্ঞে, হাঁ, জনাব! আপনার সমক্ষেই বিদ্যমান!

সুলতান। বটে; আচ্ছা, "অমৃতে বিষ" দাও দেখি?

জহুর। জাঁহাপনা! আমার স্ত্রীই, "অমৃতে বিষ।" আমার প্রেম-প্রীতি, আদর-সোহাগ, সকলই বিফল! স্ত্রী, স্বামীর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবেন, দোষের বিনিময়ে, গুণকীর্ত্তন

করিবেন, স্বামীকে শোকে সান্ত্বনা ও বিপদে সদুপদেশ দিবেন, ইহাই স্ত্রী-ধর্ম্ম ; কিন্তু, এস্থলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ! প্রকৃত-পক্ষে, আমি নির্দ্দোষ, অথচ, স্ত্রীই, আমার প্রাণ-দণ্ডের একমাত্র কারণ ! সুতরাং স্ত্রীকে "অমৃতে বিষ" ভিন্ন, আর কি বলিব !

সুলতান। সাবাস্ ! বাবা ! সাবাস্ ! আচ্ছা "বিষে অমৃত" কোথায় ?

জহুর। জাঁহাপনা, এই যে, "ফাঁসি দিও না, ফাঁসি দিও না," বলিয়া, জনৈক স্ত্রীলোক চীৎকার করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল, এটিই "বিষে অমৃত"। এই রমণী আমার পূর্ব্বতন পরিচারিকা ; সে কোনও অপরাধে পদচ্যুতা, লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইলেও, আমার নিকট বহু অর্থ-গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, আপন জীবন-বিনিময়ে, আমার জীবন-ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে; সুতরাং, ইহাকে অবশ্যই "বিষে অমৃত" বলা যাইতে পারে।

সুলতান। বেশ ! বাবা ! বেশ ! আচ্ছা, "নগর-শ্বা" কোথায় ?

জহুর। জনাব, "নগর-শ্বা" অর্থাৎ নগরের কুকুর, আপনার পুলিস-কর্ম্মচারিগণ ; যেরূপ কুকুর, যে বাটীতে নিমন্ত্রণ, সেই বাটীতেই পদার্পণ করে, সেইরূপ, ইহারাও, আমার গৃহে নিত্য উৎসব-ভোজনে যোগদান করিত : আমাদ্বারা যথেষ্ট উপকৃতও হইত। এক্ষণে আমার বিপদ্কালে, ইহারা সব বিস্মৃত হইল ! আমার "বন্ধু-সম্বোধনও" প্রত্যাখ্যান করিল ! তাই, দেখিতেছি, ইহারা "নগর-শ্বা" অর্থাৎ "নগরের কুকুর," এই নামের সম্পূর্ণ যোগ্য।

পাতা খুলিবেন না।

সুলতান। ঠিক! বাবা! ঠিক! আচ্ছা, "অভিষিক্ত-গর্দ্দভ" কোথায়?

জহুর। জাঁহাপনা! আমায় ক্ষমা করুন; ইহা বলিতে পারিব না।

সুলতান। বৎস, নির্ভয়ে বল।

জহুর। তবে, জাঁহাপনা! তাহা, আপনি।

সুলতান। বাবা! কিরূপে আমি "অভিষিক্ত-গর্দ্দভ" হইলাম?

জহুর। জনাব, প্রকৃত পক্ষে, আমি কোনও স্ত্রী-হত্যা করি নাই; মিথ্যা কথার কল্পনা, কেবল আমার স্ত্রীর পরীক্ষার জন্য! পালঙ্কের তলে, মৃণ্ময় পাত্রে, পচামান কুকুরের মাংস বিদ্যমান! স্বর্ণালঙ্কারের জন্য, সুবর্ণ-বণিক্ই সাক্ষী। জনাব! আপনি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেন, অথচ, কোন্ স্ত্রীলোক, কোথায়, কি ভাবে, হত হইল, এবং তাহার মৃতদেহই বা কোথায়, কিছুই অনুসন্ধান করিলেন না! এ অবস্থায়, জাঁহাপনা, আপনাকে "অভিষিক্ত-গর্দ্দভ" ভিন্ন, আর কি বলা যাইতে পারে!

সুলতানের আদেশ মাত্র, সুবর্ণ-বণিক্ খাতাপত্রসহ উপস্থিত হইলেন; কুকুরের মাংসপূর্ণ পাত্রও আনীত হইল।

সুলতান দেখিলেন, জহুর দুই হাজার টাকা মূল্যে, অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছেন; পাত্রটিও কুকুরের মাংস-পূর্ণ; জহুর প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দোষ; স্ত্রী ও শ্বশুরের বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক, তিনি এক নির্দ্দোষ জীবন-বিনাশে উদ্যত হইয়াছেন!

"না, ফাঁসি হইবে না; এস বাবা! জহুর! এস," এই বলিয়া, সুলতান, তাঁহাকে লইয়া রাজকীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক, রাজ-ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই সুখী হইল। "খোদা! জহুরের মঙ্গল কর; তোমার লীলা, বুঝিয়া উঠা কঠিন!" এই চিন্তা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

সুলতান ও মহিষী জহুরের প্রতিভা-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। শুভ-দিনের শুভক্ষণে, জ্যেষ্ঠা সুলতান-দুহিতা জহুরের হস্তে সমর্পিতা হইলেন। বর ও কন্যা উভয়েরই আনন্দের সীমা রহিল না! পথের ভিখারী জহুর, আজ সুলতান-জামাতা; এতদিন পরে, ভগবান্ গুণীর পুরস্কারের বিধান করিলেন।

জামাতা ও কন্যার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, বার্ষিক দশ-লক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। তাঁহারা পরম-সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন সুলতান জহুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার বাটী ও দ্রব্যাদির কি হইবে"? জহুর উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা"! বাদসাহের অর্থে ক্রীত গৃহ ও দ্রব্যাদিতে আমার কোনও অধিকার নাই; তাহা, তাঁহারই প্রাপ্য; আমার ইচ্ছা, আপনি ইহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া, "অর্থ" তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিন"। সুলতান উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, বাবা! তাহাই হইবে"।

জহুর পূর্ব্ব স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য, মাসিক একশত টাকা বৃত্তিরব্যবস্থা করিলেন; আর, যে রমণী, তাঁহার জীবন-রক্ষার্থ আপন জীবন বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাকে বার্ষিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আয়ের এক জায়গীর প্রদান করিলেন।

এদিকে, জহুরের সফলতা ও বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণে, বাদসাহের পরিবার মধ্যে এক আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল! সকলেই আপনাকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতে লাগিল! বাদসাহ মহাসমারোহে একদল লোক প্রেরণ করিয়া, বর-কন্যাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। তিনিও, আপন একমাত্র কন্যা অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন জহুরকে সম্প্রদান করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। ঈশ্বরের কৃপায়, জহুরের জীবন-পুস্তিকার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। তাঁহার ভার্য্যাদ্বয় পরস্পর ভগিনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন; ইহাতে তাঁহার মানসিক শান্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। বাদসাহ, কন্যা-জামাতার বাসের জন্য এক মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মাণ, আর, ভরণ-পোষণের জন্য, বার্ষিক পাঁচ-লক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন।

একদিন বাদসাহ বৈঠকখানায় উপবেশন পূর্ব্বক, মৌলবী-সাহেবের সঙ্গে জহুরের অগাধ বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; এমন সময়, জহুর, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। বাদসাহ ও মৌলবী-সাহেব,

উভয়েই বলিলেন," এস বৎস! এস, আমরা তোমারই কথা বলিতেছিলাম"। জহুর উত্তর করিলেন, "জনাব, আমি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত গোপন করিয়া, আপনাদের উভয়েরই নিকট অপরাধ করিয়াছি; দেখিলাম, বাদসাহ-দুহিতা, আর, সুলতান-দুহিতা, উভয়েই আমার পদ-সেবা করিতেছেন; ঈশ্বরেরকৃপায়, সেই অমূলক স্বপ্ন, এক্ষণে কার্য্যে পরিণত! সেই সময় আমি পথের ভিখারী; এরূপ অসম্ভব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, নিশ্চয়ই, আমার প্রাণ-দণ্ড হইত! অতএব, জনাব, আপনারা উভয়েই আমায় ক্ষমা করুন"।

"না, বৎস! পূর্ব্ব-স্মৃতি মনে আনয়ন করিও না; খোদা তোমার মঙ্গল করুন," এই বলিয়া, বাদসাহ ও মৌলবী, উভয়েই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর, জহুর তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, গৃহে গমন করিলেন। তিনি পরোপকার, বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পবিত্র-প্রভাবে, উভয় শ্বশুরালয়ই পুণ্যময় ও মধুময় ভাব ধারণ করিল!

এ দিকে মৌলবী-সাহেব, জহুরের চরিত্র-মাধুর্য্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেন, "হাঁ খোদা! তুমি, গৃহে গৃহে জহুরুল-হকের ন্যায় দেব-স্বভাব মানব-সৃষ্টি করিয়া, এ পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত কর"!

এ দিকে জহুরুল-হকের অপূর্ব্ব-কাহিনী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য, প্রতিদিন বাদসাহ-ভবনে

বিভিন্ন-দেশ-বাসী ও বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী শত-সহস্র লোকের সমাগম হইতে লাগিল! ইহা একটি পবিত্র "তীর্থ"রূপে পরিণত হইল!

বাদসাহ, জহুর ও তাঁহার পদ-সেবা-নিরত-ভার্য্যাদ্বয়ের সুরঞ্জিত চিত্র সমাগত যাত্রিগণকে উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। চিত্রের নিম্নে লিখিত ছিল :—

* * * *

"গুণের পুরস্কার।"

("বিদ্যা-বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা প্রভাবে, পিতৃ-মাতৃ-হীন ধার্ম্মিক-দরিদ্রবালকও রাজ্য-লাভে সমর্থ হয়"।)

* * * *

তাঁহারা, ইহা সাদরে গ্রহণ-পূর্ব্বক, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

জহুরুল-হক্, সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে এরূপ প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিলেন যে, মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজন, বালক-গণকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, "বাছা, তোমরা জহুরের ন্যায় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হও।"





এক ভক্ত চর্ম্মকারের কাহিনী।

(ভক্তি ও কর্ম্ম-প্রসূত)





এক ব্রাহ্মণ, কঠোর তপস্যা-প্রভাবে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিলেন। "ঈশ্বরের আরাধনা, আর তাঁহার প্রিয়-কার্য্য-সাধন, উভয়ই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কার্য্যই শ্রেষ্ঠ," এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য, ঈশ্বর অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন, "আজ সর্ব্বপ্রথম যে লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তিনিই তোমার গুরু ; তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলেই, তুমি অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হইবে।"

ব্রাহ্মণ, এক পরিচিত জনাকীর্ণ নগরে আগমন করিলেন। নগরের শোভা অনির্ব্বচনীয় ; পথ-ঘাট পরিপাটী ; সুদৃশ্য গৃহাবলী, শ্রেণীবদ্ধ-রূপে দণ্ডায়মান ; কিন্তু, ইহা জন-শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল ! তিনি দেখিলেন, সুপরিষ্কৃত রাজ-পথে

শৃগাল, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতি পশু সকল স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে; দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ সকল ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আবাস-ভূমি; কোথায়ও শৃগাল-শিশু পাঠশালায় গমন করিতেছে: কোথায়ও বৃদ্ধ বিড়াল, বিচারাসনে সমাসীন এবং ভল্লুকগণ নগরের শান্তি-রক্ষণে নিযুক্ত। এই সকল অস্বাভাবিক দৃশ্য-দর্শনে, প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া, তিনি আপন দৃষ্টি-শক্তির দোষা-রোপ করিতে লাগিলেন; অনন্তর, জীবনের আশা-পরিশূন্য হইয়া নগর পরিভ্রমণ করিলেন; কোথায়ও মনুষ্য-সমাজ পরিলক্ষিত হইল না; অবশেষে নগরের এক প্রান্তে অবস্থিত পর্ণ-কুটীরে জনৈক বৃদ্ধ মনুষ্য দর্শন করিয়া, তাঁহার হতাশ প্রাণে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই রে! এ কি! এ সহরের লোক-জন কোথায় গেল! তুমি ভিন্ন ত আর মানুষ দেখিতেছি না! আহা! এমন সুন্দর সহর, এক পশু-শালায় পরিণত হইয়াছে! বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "সে কি! কেন! ঐ দেখ, রাজ-পথে অবিশ্রান্ত মনুষ্য যাতায়াত করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ। মানুষ! কোথায়? ঐ সব ত পশু!

বৃদ্ধ। আচ্ছা, বুঝিলাম, তুমি দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছ। ভাই! বল ত বিষয়টি কি? এ নরাধমের গৃহে কি জন্য আগমন করিয়াছ?

ব্রাহ্মণ। ভাই! আমি, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া, এই বর লাভ করিলাম, "প্রথমতঃ যে লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ

হইবে, তিনিই আমার গুরু; তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলেই, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে"। ভাই! তোমাকেই একমাত্র মানুষ দেখিতেছি; কিয়দ্দিবস তোমার নিকট অবস্থিতি করিয়া উপদেশ-গ্রহণ করিব। তুমিই আমার গুরু।

বৃদ্ধ। ভাই! আমি চর্ম্মকার; তুমি ব্রাহ্মণ; এ অধম কি, তোমার গুরু হওয়ার যোগ্য? এ অধম তোমাকে কি উপদেশ দিবে?

ব্রাহ্মণ। এই বিশাল সহরে যখন তুমিই একমাত্র মানুষ, তখন তোমার নিকট শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠঃ হরি-ভক্তি-পরায়ণঃ"।

বৃদ্ধ। ভাই! আমার দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই; বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই; ভয় নাই, ভক্তি নাই; আমার শাস্ত্র-জ্ঞান নাই; ঈশ্বরের নাম ভিন্ন, আমি অন্য জপ-তপ জানি না। ভাই রে! তুমি আমার নিকট কি শিক্ষা করিবে?

ব্রাহ্মণ। ভাই! আমি তোমার নিকট তাঁহার নামের "মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই" শিক্ষা করিব।

বৃদ্ধ। আচ্ছা; ভাই! এ অধম দ্বারা যদি কোনও উপকার হয়, তবে এ অধম চরিতার্থ হইবে।

বৃদ্ধের একখানা ক্ষুদ্র অতিথিশালা ছিল; তিনি ব্রাহ্মণকে তাহাতে আশ্রয় দিলেন। ভৃত্য তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বৃদ্ধ তাহার উপার্জ্জিত অর্থের এক সিকি-অংশ, ভাবী বিপৎকালের জন্য সঞ্চয় করেন; দুই সিকি,

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, আর, এক সিকি, পরোপকারার্থ ব্যয় করেন। পথ-শ্রান্ত ও পথ-ভ্রান্ত বহুলোক তাঁহার গৃহে আশ্রয় লয়; তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; গরীব দুঃখীর বাপ মা; জাতিতে চর্ম্মকার হইলেও "নর-দেব" শব্দের বাচ্য।

ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন; ভাবিলেন, "ঈশ্বর, এজন্যই আমাকে এই নর-দেবতার নিকট প্রেরণ করিলেন"। তিনি তাঁহার সহবাসে পরমানন্দে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, দিবসের অর্দ্ধভাগে সদ্ভাবে স্বকীয় ব্যবসায় পরিচালনা করেন; অবশিষ্টার্দ্ধ, ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ত্তন করেন।

প্রতিদিন অপরাহ্নে, তিনি নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হন; ব্রাহ্মণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধের অনুষ্ঠানসমূহ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন :—

১। বৃদ্ধ, নগরে যত অন্ধ-আতুর দেখিতে পান, প্রত্যেককেই যথা-যোগ্য ও যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

২। পথ-ভ্রান্ত লোকদিগকে তাহাদের সহচরের ন্যায় অনুগমন করিয়া, গন্তব্যস্থানে পঁহুছাইয়া দেন।

৩। তিনি বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-বিধান করেন।

৪। প্রতিবেশিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, তিনি নিজে মধ্যবর্ত্তী হইয়া, তাহার মীমাংসা করেন।

৫। তিনি সাধ্যানুসারে দেশ-মধ্যে সংযম, শিক্ষা ও শান্তির ব্যবস্থা করেন।

৬। পর-নিন্দা ও পরানিষ্ট-সাধন হইতে, তিনি সর্ব্বদা বিমুক্ত থাকেন।

৭। তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থী কখনও বিমুখ হয় না।

৮। তিনি বিপদে অধীর, অথবা সম্পদে উৎফুল্ল হন না।

৯। তাঁহার ব্যবহার বালকের ন্যায় সরল; তিনি, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার কোনও ধার ধারেন না।

১০। তাঁহার আত্মা সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধগামী; অন্তঃসলিল-বাহিনী নদীর ন্যায়, তাঁহার অন্তঃকরণে ভক্তি-প্রবাহ সর্ব্বদা বিরাজমান।

১১। "ভগবন্! অপরাধ মার্জ্জনা কর," ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র!

১২। যখন তাঁহার প্রাণ আকুল হয়, তিনি "দয়াময় হরি" বলিয়া ক্রন্দন করেন। শান্তি-দাতা, তাঁহার প্রাণে অচিরেই শান্তি-আনয়ন করেন। তিনি ঈশ্বরকে দেখিতে পান না বটে, কিন্তু, তাঁহার অস্তিত্ব বেশ অনুভব করিতে পারেন।

১৩। তিনি স্ত্রী-পুত্র-পরিবৃত হইলেও, আসক্তি-শূন্য; তিনি শিশুর ন্যায় সরল; ঋষির ন্যায় উদার; বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্; তিনি দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্, অতিথি-সেবক ও বিশ্ব-প্রেমিক; তিনি হিংসা-দ্বেষ-পরিশূন্য এবং সমগ্র মানব-জাতির উন্নতি-বিধানে একান্ত যত্নশীল; তিনি গুণের আধার, দয়ার-সাগর ও প্রেমের প্রস্রবণ।

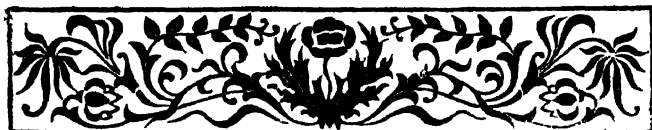
ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধকে মনে মনে গুরুত্বে বরণ করিয়া বলিলেন, "দেব, আমি বহু বর্ষ তপস্যা করিয়া, যে জ্ঞান-লাভ করিয়াছি,

কিয়দ্দিবস আপনার কার্য্য-প্রণালী দর্শনে, তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান-লাভ করিলাম"। বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "ঠাকুর! যদি কোনও জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে, তবে, ইহা আমার সৌভাগ্য"।

"দেব, এক্ষণে আমায় বিদায় দিন্;

ঈশ্বর-চিন্তার ন্যায় সমগ্র জীব-জগতের হিত-সাধনও ভক্তের প্রধান কর্ত্তব্য," এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বৃদ্ধের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা, প্রাণী-মাত্রেরই বিশেষ উপকার সাধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর দেখিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি যথাকালে হিরণ্ময় রথ প্রেরণ করিয়া, ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গুরুদেবকে স্বর্গে আনয়ন করিলেন।





এক সরল বিশ্বাসী দরিদ্র বালকের কথা।

(ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর)



এক ধর্ম্মশীলা দুঃখিনী রমণী, একটি শিশু-পুত্র লইয়া বিধবা হন; তিনি তাহাকে বহু ক্লেশে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিশুর বয়স পঞ্চবর্ষ হইল; বিধবা তাহার "হাতে খড়ি" দিলেন; সে ক, খ, শিখিল; কিয়দ্দিবস মধ্যে ফলা-বানানেও তাহার অধিকার জন্মিল; পরে সে শিশু-শিক্ষা "প্রথম-ভাগ" শেষ করিয়া, "দ্বিতীয়-ভাগ" পড়িতে আরম্ভ করিল। শিশুটি সরল, সুশীল ও সুবোধ; প্রিয়-দর্শন ও প্রিয়-ভাষী; সকল লোকেই তাহাকে ভালবাসিত; বড়ই দুঃখে লালিত-পালিত বলিয়া, তাহার মা, তাহাকে "দু'খে" বলিয়া ডাকিতেন।

বালক-বালিকাগণ, সাধারণতঃ, মাতা পিতার স্বভাব অনু-করণ করে। মা বলিতেন, "দয়াময় দীন-বন্ধু হরি! তুমিই

বিপদে ফেলেছ, আবার তুমিই উদ্ধার করিবে; ঠাকুর! তুমিই বল, তুমিই ভরসা"। বালকও মাতার ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে শিখিল। একদিন বালক মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তুমি প্রতিদিন যে হরিকে ডাক, সেই হরি কে? কোথায় থাকেন? তাঁহাকে ডাকিলেই বা কি হয়"? মা উত্তর করিলেন, "বাছা! তিনিই সকলের রক্ষা-কর্ত্তা; গরীব দুঃখীর বাপ মা; সকল স্থানেই তাঁহার বাস, তবে "স্বর্গ" প্রিয়-স্থান; তাঁহাকে ডাকিলে শোক-তাপ নাশ হয়, দুঃখ-কষ্ট দূরে যায়, আর অন্ধকার মনে আলো আসে। তাঁহাকে কেহ হরি, কেহ ঈশ্বর, কেহ আল্লা, কেহ বা প্রভু বলিয়া ডাকেন"।

বালক। মা! স্বর্গে কিরূপে যাওয়া যায়?

মাতা। বাছা! আমাদের ন্যায় মহাপাপী তথায় যাইতে পারে না; কেবল পুণ্যবান্ লোকই যাইতে পারেন।

অতঃপর, মাতা গৃহ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন, আর, বালক স্থিরভাবে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

"এমন দয়াময় হরি, আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা, তবে আমরা এত কষ্ট পাই কেন! আচ্ছা, স্বর্গে যাওয়া যায় না বটে, কিন্তু "পত্র" অবশ্যই পঁহুছিবে," এই ভাবিয়া, বালক ঈশ্বরের নিকট একখানা পত্র লিখিল :—

শ্রীশ্রীচরণেষু,—

ঈশ্বর, আমি একজন গরীব বালক; আমার বাবা নাই; মা বলেন, তুমিই বাবা। তুমি ত সকলেরই দুঃখ দূর কর, তবে

আমাদের দুঃখ দূর কর না কেন! মা, দিবারাত্রি কাঁদেন, আর তোমাকে ডাকেন; তুমিও, বোধ হয়, গরীব বলিয়াই ঘৃণা কর। ঠাকুর, একবার এস; আমাদের দুঃখ দূরের উপায় কর। ইতি—

সেবক

তোমার দু'খে।

বালক, এই পত্র লিখিয়া খামে পূরিল; অতঃপর ঠিকানা লিখিল ঃ—

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত দয়াময় দীনবন্ধু হরি,

পোঃ স্বর্গধাম।

খাম বন্ধ করিয়া, বালক পত্রসহ গ্রাম্য ডাকঘরে গেল; চিঠির বাক্সটি কিছু ঊর্দ্ধে স্থাপিত ছিল; সে হস্ত-প্রসারণ করিয়া, নিম্নস্থান হইতে পত্র নিক্ষেপ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, এক ইষ্টক-স্তুপের উপর দণ্ডায়মান হইল; এমন সময়, এক সদাশয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! কোথায় পত্র দিবে? সে উত্তর করিল, "স্বর্গে ঈশ্বরের নিকট; আমরা বড় গরীব, তাই, তাঁহার সাহায্যের জন্য পত্র লিখিতেছি"।

ব্রাহ্মণ, তাহার সরল বিশ্বাস-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, পত্রখানা লইয়া বলিলেন, "বাছা, আমি ইহা ঈশ্বরের নিকট দিব, আর, ইহার উত্তরও আগামী রবিবার, আমার নিকটই পাইবে"। তিনি তাহার নাম ও

ঠিকানা লিখিয়া লইয়া, গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। সে সাতিশয় আহ্লাদিত মনে গৃহে আসিয়া, মাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল ; কিন্তু, তাহার মা, পাগলের প্রলাপ মনে করিয়া, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

রবিবার মধ্যাহ্নে, সত্য সত্যই সেই ব্রাহ্মণ আসিলেন ; তাঁহাকে দর্শনমাত্র, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, বালক মাকে বলিল, "মা ! ঐ দেখ, ঠাকুর আস্‌ছেন"। বালক তাঁহাকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, দশটি টাকা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন ; আর, বলিলেন, "বাছা ! ঈশ্বর তোমার পত্র পাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য, আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন"। বালক টাকা সহ মায়ের নিকট গেল। তাহার মাতা ব্রাহ্মণের উদারতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ভক্তি-ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক, বলিতে "লাগিলেন, ঠাকুর, অবোধবালক, আপনার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছে ; আপনি উহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না"।

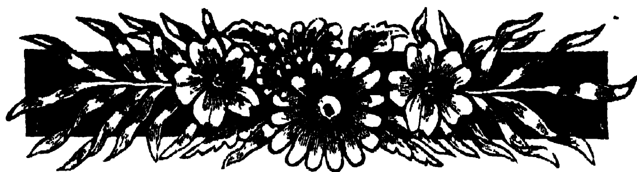
"না, মা ! চিন্তা করিও না, অদ্য হইতে তোমাদের প্রতি-পালনের ভার আমি লইলাম ; তোমার বালকের সরল বিশ্বাস দর্শনে, আমি যে কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না ; তুমি আমার মা,—আর দু'খে আমার ভাই,"—এই কথাগুলি, ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন। অতঃপর, তিনি দু'খের বিদ্যা-শিক্ষা, আর, তাহার মাতার ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে, দু'খে একজন বিশিষ্ট লোক হইয়া উঠিল ;

তাহার ধন মানের অভাব রহিল না। দুঃখিনী বাল-বিধবা, আজ রাজমাতার ন্যায় রাজ-প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। দু'খে, ৫০টি দরিদ্র বালক, ও ৫০টি অসহায়া বিধবার প্রত্যেকের জন্য, মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা, আর, তাঁহাদের প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে এককালীন দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন।

"ঈশ্বরে যাহার নির্ভর ও বিশ্বাস, ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করেন," দু'খে ও তাহার মা, সর্ব্বত্র এই সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন।

পাতা মুড়িবেন না।





এক দানশীল রাজার উপাখ্যান।

(দান-মাহাত্ম্য)



পূর্ব্বকালে, হিমালয়ের পাদ-দেশে নারায়ণপুর নামে এক নগর ছিল; তথায় "রাধা-শ্যাম" নামে এক দানশীল নরপতি বাস করিতেন। রাজা, যেমন পুণ্য-শীল, রাণী শোভনা দেবীও তেমনই ধর্ম্মশীলা। উভয়ের সম্মিলনে, সোণায় সোহাগা-মিশ্রণের ন্যায়, এক অপূর্ব্ব ভাব সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

উভয়ের আত্মা, একই ভাবে উর্দ্ধগামী; উভয়ের প্রাণ, একই বিষয়ের জন্য ব্যাকুল; উভয়ে একই মন্ত্রের উপাসক এবং একই তন্ত্রের সেবক। একদিন রাজা, রাণীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, শাস্ত্রে কথিত আছে,—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরি-নদী—বেগোপমং যৌবনম্,
আয়ুষ্যং জল-বিন্দু লোল চপলং ফেণোপমং জীবিতম্,
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিন্দিত-মতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্,
পশ্চাত্তাপ—যুতো জরা-পরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥

অর্থাৎ ধন পায়ের ধূলার ন্যায়, যৌবন পাহাড়ে নদীর বেগের ন্যায়, পরমায়ু জল-বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, আর জীবন ফেণার ন্যায়, ইহা জানিয়াও, যে মন্দ-মতি, স্বর্গের অর্গলের উদঘাটক যে ধর্ম্ম, তাহা না করে, সেই ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় জরাক্রান্ত হইলে, তাপিত হইয়া, শোক-রূপ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে থাকে।

অতএব প্রিয়ে, দেখ, 'ধর্ম্ম ভিন্ন লোকের গতি নাই; ধর্ম্মই ইহকাল ও পরকালের সহায়; ধর্ম্মই আমাদের সঙ্গে যাইবে: এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এই আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ, এই বিলাস-বিভ্রম, কিছুই সঙ্গে যাইবে না'। প্রিয়ে! দানের তুল্য ধর্ম্ম নাই,—পক্ষান্তরে, আমরাও নিঃসন্তান। আমার ইচ্ছা, আমাদের এই বিশাল সম্পত্তি পরোপকারের জন্য উৎসর্গ করি"। রাজার কথা শ্রবণে, রাণী উত্তর করিলেন, "প্রভো! এ অতি উত্তম সঙ্কল্প; আমিও শাস্ত্রাদিতে পাঠ করিয়াছি,— 'দানের তুল্য ধর্ম্ম নাই'; ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'আমি, এ বিশ্বে যে মানবের উপবন রচনা করিলাম, ইহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য, যিনি যতটুকু যত্ন করিবেন, আমি, তাঁহার নিকট ততটুকু ঋণী'। অন্যত্র লিখিত আছে,—

'অপরে করিলে দয়া, এই ফল হয়,
অধমর্ণ হয় তব, বিভু দয়াময়'।

অতএব, প্রভো! আপনার প্রস্তাব-শ্রবণে যে, কতদূর সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

রাজা। প্রিয়ে, তোমার ন্যায় স্ত্রী-রত্ন লাভ করিয়া, আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। কি প্রণালীতে আমাদের দান-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইতে পারে, এস, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখি।

অনন্তর, রাজা ও রাণী স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির হইল। রাজা স্বকীয় ও বিভিন্ন পরকীয় রাজ্যে এই ঘোষণা করিলেন, "লোক, যেরূপ দায়-গ্রস্তই হউক না কেন, নারায়ণপুর উপস্থিত হইলে, রাজা "রাধা-শ্যাম" তাহাকে সেই দায়-মুক্ত করিবেন।" এই ঘোষণাবলে, নারায়ণপুর বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। যাবতীয় অন্ধ-আতুর, পিতৃ-মাতৃ-দায়গ্রস্ত, ঋণজালে জড়িত ও কন্যার বিবাহ-ব্যয়-ভার-বহনে অসমর্থ ব্যক্তি, প্রতিদিন, স্ব স্ব প্রার্থনানুরূপ অর্থ-লাভে পরমোপকৃত হইতে লাগিল। নারায়ণপুরের রাজ-ভবন, একটি প্রকৃষ্ট "অন্ন-ক্ষেত্র" হইয়া উঠিল; রাজ্য হইতে দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাব-জনিত হাহাকার একরূপ উঠিয়া গেল।

আজ নারায়ণপুরের রাজ-ভবন, একটি পবিত্র "তীর্থ"-স্থান! কত শত মহাত্মা যে পদধূলি দিয়া এ স্থান গৌরবান্বিত করিলেন, কত শত 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক মানব যে, এ স্থানে শান্তি-লাভ করিলেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন! এ স্থানে, রাজা রাধা-শ্যাম, বিশ্বেশ্বররূপে, আর রাণী শোভনা দেবী, অন্ন-পূর্ণারূপে বিরাজমান!

নারায়ণপুর রাজভবনের এরূপ সৌভাগ্য পনর বৎসর কাল চলিল। অনন্তর, অজস্র অর্থ-ব্যয়ে রাজ-কোশ শূন্য হইয়া পড়িল। রাজা, রাজ্যের এক এক অংশ বিক্রয় করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে, হীরা-জহরত, এমন কি, রাজধানী পর্য্যন্তও বিক্রীত হইল। অবশেষে তাঁহারা গ্রামের একপ্রান্তে, পর্ণ-কুটীরে অবস্থিতি করিয়া, পথের কাঙ্গালের ন্যায়, বহু আয়াসে আহার্য্য-সংগ্রহে বাধ্য হইলেন। রাজা-রাণীতে কোনরূপ অনুতাপ, অসন্তোষ অথবা অবসাদ পরিলক্ষিত হইল না; তাঁহাদের মানসিক শান্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল।

রাজার এরূপ দুঃসময়ে, একদিন মধ্যাহ্নে, জনৈক ব্রাহ্মণ, তদীয় পর্ণ-কুটীরে আশ্রয় লইলে, রাজ-দম্পতী একান্ত আগ্রহের সহিত তাঁহার সেবা করিলেন; তাঁহারা নিজে সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া, রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ গ্রহণ করিলেন। এইরূপ, বহুক্লেশে কতিপয় বৎসর অতীত হইল। রাজা, দুর্ভাগ্যের চরম-সীমায় উপনীত হইলেও, দৈনিক শ্রম-লব্ধ সামান্য অর্থেরও কিয়দংশ পরোপকারার্থ ব্যয় করিতে বিরত হইলেন না।

রাজা ও রাণী সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতেন, "ভগবন্! তোমারই প্রদত্ত ধন-দৌলত, তোমারই সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি। প্রভু, এই কর, যেন জন্মে জন্মে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারি"

"কর্ম্ম-ফল", এক সময়ে না এক সময়ে, অবশ্যই ফলে। পণ্ডিতগণ বলেন, "ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্ম-ফলানুবন্ধঃ," অর্থাৎ,

কর্ম্ম-ফল, নিজ ছায়ার ন্যায়, সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। রাজ-দম্পতী, যে দান-যজ্ঞে, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেন, তাহারই অমোঘ ফল-প্রভাবে, ভগবানের অচল আসন বিচলিত হইল। তিনি তাঁহাদের মুক্তির জন্য, এক জ্যোতির্ম্ময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে তদীয় পর্ণ-কুটীরে উপনীত হইলেন! তাঁহারা এ বিরাট পুরুষের অমানুষিকতা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর, ব্রাহ্মণ ও রাজা-রাণী-মধ্যে বিবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমার সঙ্গে আপনাদের শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হইবে।

রাজা। অর্থ পাব কোথায়! এখন আমি আর মহারাজ নহি; দীন-হীন পথের কাঙ্গাল!

ব্রাহ্মণ। তা সত্য বটে, আপনি "মহারাজ" নহেন, কিন্তু, "রাজাধিরাজ"! আপনার ন্যায় মহাপুরুষ অতি বিরল! আপনার আবার অর্থের অভাব কি! পুণ্য-রাশির কিয়দংশ বিক্রয় করুন, প্রচুর অর্থ দিব!

রাজা ও রাণীর শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার বাসনা সাতিশয় প্রবল ছিল; তাঁহারা পাথেয় সংগ্রহের আশায়, ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। ব্রাহ্মণ, "পুণ্য" ওজন করিবার জন্য, এক অভিনব হিরণ্ময় "পালা" বাহির করিয়া, তাহার একদিকে একটি মোহর, আর অন্য দিকে রাজ-দম্পতী-কথিত দান-সমষ্টির তালিকা স্থাপন করিলেন; এই উভয়ের ওজন সমান হইল!

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এই সমস্ত পুণ্যের মূল্য এক মোহর মাত্র; যদি আরও কোন পুণ্য থাকে, তবে বলুন"। এই কথা শ্রবণে, রাজা-রাণী, বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সব নিষ্ফল! না, না, প্রভো! নিষ্ফল নয়! সব সফল! শ্রীচরণে সমর্পিত অঞ্জলি, সমস্তই নিজস্ব করিয়া লইয়াছ! তাহাতে আমাদের কোনও অধিকার নাই। তোমার সামগ্রী, তুমিই গ্রহণ করিয়াছ!" অনন্তর, রাণী বলিলেন, "মহারাজ! আমরা এই পর্ণকুটীরে বাসকালে যে অতিথি-সেবা করিয়াছি, তাহা একবার উল্লেখ করুন দেখি"? রাজা তাহাই করিলেন। ইহার বিবরণ সম্বলিত একখণ্ড কাগজ তুলা-দণ্ডে স্থাপন করিলেন।

ইহার মূল্য নির্ণয়ের জন্য, ব্রাহ্মণ "তুলার" বিপরীত দিকে, ক্রমে, এক, দুই, তিন, চারি, শত, সহস্র মোহর দিলেন, কিন্তু, কিছুতেই অপর দিকের সমান হইল না। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনারা ধন্য! আমি আপনাদের অতিথি-সেবার মূল্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইলাম! ইহার মূল্য এত বেশী যে, আমার তহবিলে তত মোহর নাই"! অনন্তর, ব্রাহ্মণ আত্ম-প্রকাশ করিলেন। তখন রাজ-দম্পতী, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম-মূর্ত্তি-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, "নারায়ণ," "নারায়ণ" বলিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে, তাঁহার পদ-তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভগবান্, তাঁহাদিগকে সুস্থ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! মহারাণি

আর ভয় নাই! তোমাদের মুক্তির জন্যই আমি আসিয়াছি! তোমরা হয় ত বিস্মিত হইয়া থাকিবে, 'কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিলে, তাহার মূল্য হইল এক মোহর; আর, শাকান্নে অতিথি-সৎকার করিলে, তাহার মূল্যই নির্ণীত হইল না।' দেখ, সুসময়ের দান, কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়; আর দুঃসময়ের দান, অমূল্য; এই হেতু, দরিদ্রের একটি পয়সা দান, ধনীর সহস্র মুদ্রা দানের তুল্য। কথিত আছে,—

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ—
যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্,
ইচ্ছা-নিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাম্
দয়া চ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি।

অর্থাৎ, দরিদ্র ব্যক্তির দান, ক্ষমতাপন্নের ক্ষমা, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌনভাব, সুখীর সুখে অনিচ্ছা, আর, সর্ব্বভূতে দয়া, এ সকলই স্বর্গ-গমনের উপায়।

দেখ, তোমরা দরিদ্রতার চরম-সীমায় উপনীত হইয়াও, দান-যজ্ঞ বিস্মৃত হও নাই এবং মানসিক সজীবতাও রক্ষা করিয়াছ; ইহাতে তোমাদের স্বর্গ-গমনের পথ অধিকতর প্রশস্ত হইয়াছে। এস, আমরা এক সঙ্গে বৈকুণ্ঠে যাই," এই বলিয়া, নারায়ণ, জগতে "দান-মাহাত্ম্য" প্রচার করিবার জন্য, রাজ-দম্পতীকে ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক, হিরণ্ময়-রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গ-ধাম যাত্রা করিলেন।



কবি ও পণ্ডিত।

(পরশ্রী-কাতরতা।)



এক বিদ্যোৎসাহী রাজার সভাতে [illegible] পণ্ডিত, আর, একজন কবি ছিলেন। পণ্ডিতগণ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের সমালোচনা, আর, কবি, নিত্য নূতন কবিতা রচনা করিয়া, মহারাজের মনোরঞ্জন করিতেন। কবির প্রতি রাজার অধিকতর অনুরাগ-দর্শনে, ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া, একদিন পণ্ডিতগণ বলিলেন,—"মহারাজ, আমরা সকলেই আপনার অন্নে প্রতিপালিত ও গৌরবের সামগ্রী; তবে কবির প্রতি অধিকতর স্নেহ দৃষ্টি কেন? মহারাজ উত্তর করিলেন, "ইহা আপনাদের ভ্রম; সকলের প্রতিই, আমার ভালবাসা সমান; তবে, কবি আমার আদেশমত কবিতা রচনায় সমর্থ বলিয়া, তাহার প্রতি চক্ষুঃ প্রীতি একটুকু বেশী জন্মে"।

পণ্ডিতগণ।—মহারাজ! আদেশ করুন, আমরাও কবিতা রচনা করিব।

মহারাজ। (প্রথম পণ্ডিতের প্রতি) আচ্ছা, "বঁড়শি গিলিল যেন চাঁদে," এই বাক্যটি পূর্ণ করুন দেখি?

পণ্ডিত ঐ বাক্যটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "চাঁদে আবার কি করিয়া বঁড়শি গিলে"!

মহারাজ। "যেন" পদের প্রয়োগ দেখিতেছেন।

রাজার কথা শ্রবণ করিয়া, পণ্ডিত নীরব হইলেন। অতঃপর, রাজা, কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবি, আপনি ঐ বাক্য পূর্ণ করিয়া দিন্ দেখি"? কবি কিয়ৎকাল চিন্তার পর, উত্তর করিলেন;—

নন্দের নন্দন হরি, মৃত্তিকা ভক্ষণ করি,
"মা, মা" বলিয়া কাঁদে,
ধেয়ে এসে নন্দরাণী, অঙ্গুলী বাঁকায়ে টানে,
বঁড়শি গিলিল যেন চাঁদে!

মহারাজ। সাবাস্! কবি! সাবাস্!

মহারাজ। (দ্বিতীয় পণ্ডিতের প্রতি) আচ্ছা, "কি বাহারের খাইটা," এই বাক্যটি আপনি পূর্ণ করুন দেখি?

তিনিও, পূর্ব্ব পণ্ডিতের ন্যায়, উক্ত বাক্য পূর্ণ করিতে অপারগ হইয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর, কবি বলিতে লাগিলেন:—

কি নর, কিন্নর, খায় যাঁর আঁইটা,
সেই প্রভু জগন্নাথ, কি বাহারের খাইটা!

মহারাজ। বেশ! কবি! বেশ!

মহারাজ। (তৃতীয় পণ্ডিতের প্রতি) আচ্ছা, পণ্ডিত মহাশয়, "মৃত্যু-দিনে হাস যেন, কাঁদে সর্ব্বজন," এই ব ক্যটি পূর্ণ করুন দেখি?

তিনিও উক্ত বাক্যটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া, পরে নীরব হইলেন।

অনন্তর কবি, কিছুকাল চিন্তার পর বলিতে লাগিলেন ঃ—

যে দিন জনম ল'য়ে, ছিলে এই ভবে,
তুমি মাত্র কেঁদেছিলে, হেসেছিল সবে।
এরূপে জীবন তব, করহে যাপন,
মৃত্যুদিনে হাস যেন, কাঁদে সর্ব্বজন

মহারাজ। অতি উত্তম! অতি উত্তম!

মহারাজ। (চতুর্থ পণ্ডিতের প্রতি) আচ্ছা, "ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিতানাম্," এই সংস্কৃত কবিতাটি পূর্ণ করুন দেখি? তিনিও কবিতা পূরণে অসমর্থ হইলেন। অতঃপর কবি বলিতে লাগিলেন।

রবেঃ কবেঃ কিং
সমরস্য সারঃ?
কৃষের্ভয়ং কিম্?
কিমদস্তি ভৃঙ্গাঃ?
সদা ভয়ঞ্চাভয়ঞ্চ কেষাম্?
ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিতানাম্।

প্রশ্ন—

রবি, কবি ও সমরের সার কি? কৃষির ভয় কি? ভৃঙ্গ অর্থাৎ মৌমাছি সকল খায় কি? সর্ব্বদা ভয় কাহার এবং অভয়ই বা কাহার?

উত্তর—

ভা-গীর্-রথী-ঈতি-ইরং-আশ্রিতানাম্ অর্থাৎ রবির সার "ভা" (আলো, তেজ) কবির সার গীর্ (বিদ্যা,) কৃষির ভয়,—ঈতি (অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, পক্ষী, রাজগণের শিবির স্থাপনাদি;) মৌমাছি সকল—ইরং অর্থাৎ মধু খায়; আশ্রিত লোকের সর্ব্বদাই ভয়;—আর, গঙ্গাতীরবাসী লোক ভয়শূন্য।

মহারাজ। ধন্য! কবি! ধন্য!

মহারাজ। (পঞ্চম পণ্ডিতের প্রতি) আচ্ছা, "আবার ফিরিয়া পাই," এই কবিতাটি পূর্ণ করুন দেখি?

তিনিও, পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত—চতুষ্টয়ের ন্যায়, "আবার ফিরিয়া পাই," "আবার ফিরিয়া পাই," এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া, নীরব হইলেন। অনন্তর, কবি, মহারাজের আদেশ-ক্রমে বলিতে লাগিলেন :—

গৃহ-গ্লানি, নাশ আগে,
স্বেচ্ছাচার, স্বার্থ-নীতি,
তবে ত উজল রাগে,
জাগিবে স্বদেশ-প্রীতি!

ক্ষুদ্র মনে, আশা হেন,—
ডাকিয়া আনরে ভাই,—
ঋষির ভারত যেন,
আবার ফিরিয়া পাই!

মহারাজ। অতি উত্তম! অতি উত্তম!

অনন্তর মহারাজ, রাজ-পণ্ডিতগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি আপনাদের পাঁচজনকেই পাঁচটি কবিতা পূর্ণ করিতে দিলাম, কিন্তু, আপনারা কেহই, একটি কবিতাও পূর্ণ করিতে পারিলেন না,—পক্ষান্তরে, কবির প্রতিভার পরিচয়ও পাইলেন; এখন দেখুন, কেন কবিকে বেশী ভালবাসি। দেখুন, মনুষ্যের অনুগ্রহ-দৃষ্টিই হউক, আর ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিই হউক, প্রায়ই অযোগ্য পাত্রে নিপতিত হয় না। "কবিত্ব," আর "পাণ্ডিত্য," দুটি ভিন্ন জিনিষ;—"কবিত্ব ঈশ্বর দত্ত, আর পাণ্ডিত্য, শ্রম-লব্ধ সম্পত্তি। যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমন শাস্তি। অতএব হিংসা-দ্বেষ-পরিশূন্য হইয়া, বিশ্ব-প্রেম শিক্ষা করুন। পরশ্রী-কাতরতা পণ্ডিতের লক্ষণ নহে"। মহারাজের উপদেশ-শ্রবণে, পণ্ডিতগণ লজ্জিত হইয়া, স্ব স্ব বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।





গঙ্গা-মাহাত্ম্য।

(মনের বলই মুক্তির মূল)



প্রভু, "আজ অর্দ্ধোদয় যোগ ; লক্ষ লক্ষ লোক পতিত-পাবনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া, স্বর্গবাসী হইবেন ; আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে," এ কথা ভগবতী মহাদেবকে বলিলেন। মহাদেব উত্তর করিলেন, "প্রিয়ে, ইহা তোমার ভ্রম ; বহু লোক গঙ্গা-স্নান করিবেন সত্য ; কিন্তু, "স্বর্গ-লাভ" অত্যল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিবে"।

ভগবতী। কেন, প্রভু! আপনি না "গঙ্গা-মাহাত্ম্য" প্রতিদিনই বর্ণনা করেন! আপনার প্রিয়-ভক্ত শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

"তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ,
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।

নরক-নিবারিণি, জাহ্নবি, গঙ্গে,
কলুষ-বিনাশিনি, মহিমোত্তুঙ্গে ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ,
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনঃ,
তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥”

তবে প্রভু, মর্ত্ত্যবাসীর এরূপ দুর্ভাগ্য কেন!

মহাদেব। প্রিয়ে, সে সরল বিশ্বাস কোথায়! লোকের ভাব-পরীক্ষার্থ, একটি উপায় অবলম্বন করিতেছি,—তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিবে।

আমি গঙ্গা-তীরে, এক গলিত-দেহ বৃদ্ধের শব-রূপে শয়িত থাকি; আর তুমি, এক সুন্দরী যুবতী-স্ত্রী-রূপে আমার পার্শ্বে বসিয়া থাক; গঙ্গা-স্নাত নর-নারীগণকে বল, ‘যদি কেহ নিষ্পাপ থাক, তবে আমার মৃত স্বামীকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া, আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর; কিন্তু সাবধান, পাপী-ব্যক্তি আমার স্বামীর দেহ স্পর্শ-মাত্র, তাঁহার ন্যায় গলিত রোগ-গ্রস্ত হইবে।’

অতঃপর, শিব-পার্ব্বতী গঙ্গা-তীরে গমন করিলেন। শিব শবরূপে, আর পার্ব্বতী, এক অনুপম সুন্দরী-স্ত্রীরূপে যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

গঙ্গা-তীর লোকে লোকারণ্য; জনতা-প্রবাহ নদীর স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। কোথায়ও হুলুধ্বনি, কোথায়ও ‘গঙ্গামায়ী’ কি জয়-ধ্বনি, কোথায়ও পুরোহিতগণের মন্ত্র-পাঠ,

কোথায়ও বা যাত্রিগণের কোলাহল ও দান-দক্ষিণা হইতেছে। কেহ "গঙ্গা" "গঙ্গা" বলিতেছেন; কেহ "শিব" "শিব" বলিতেছেন; কেহ—

ওঁ সদ্য-পাতক-সংহন্ত্রি,
সদ্য দুঃখ—বিনাশিনি,
সুখদে, মোক্ষদে, গঙ্গে,
গঙ্গৈব পরমা গতি।

এই মন্ত্র-পাঠ করিতেছেন। সর্ব্বত্র আনন্দ ও আবেগ লক্ষিত হইতেছে। বাহ্য-ভাব দৃষ্টে অনুমিত হয়, যেন অন্যূন অৰ্দ্ধ লক্ষ লোক আজ স্বর্গ-বাসী হইবেন; তাই ভগবতী বড়ই আশা করিয়া, গঙ্গা-স্নাত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি আপনি নিষ্পাপ হন, তবে আমার মৃত স্বামীর শব গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া, আমায় মুক্ত করুন; কিন্তু সাবধান, নিষ্পাপ না হইলে, শব-স্পর্শ মাত্র, এইরূপ গলিত রোগ-গ্রস্ত হইবেন।" এক, দুই, তিন করিয়া, শত শত লোক চলিয়া গেল, কিন্তু, কেহই শব-স্পর্শে সাহসী হইল না। ভগবতী হতাশ হইয়া, মানবের অধঃপতন-চিন্তায় মর্ম্মাহত হইলেন।

অনন্তর যোগের শেষ-ভাগে, জনৈক পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, হঠাৎ শুনিলেন, "আজ গঙ্গা-স্নান"; অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন; "মা, মা, প্রাণ শীতল হইল, আজ নিষ্পাপ হইলাম," এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

স্নানের পর, ব্রাহ্মণ তীরে উঠিয়া দেখিলেন, এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী, এক শবের পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র, সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, আপনি, যদি নিষ্পাপ হন, তবে আমার স্বামীর শব গঙ্গা-জলে নিক্ষেপ করিয়া, আমাকে মুক্ত করুন; কিন্তু সাবধান, নিষ্পাপ না হইলে, শব-স্পর্শ মাত্র, এইরূপ গলিত রোগ-গ্রস্ত হইবেন"।

ব্রাহ্মণ। "হাঁ, মা! আমি নিষ্পাপ, এই মাত্র গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিয়াছি; আমার শরীরে পাপের লেশমাত্রও নাই। মা! আমি আপনার স্বামীকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া, আপনাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতেছি; মা! আপনি নিশ্চিন্ত হউন।" এই কথা শ্রবণমাত্র, মহাদেব বলিলেন, "দেবি, দেখ, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে, এই এক মাত্র লোক, প্রকৃত গঙ্গা-স্নান করিয়াছেন। কেবল, ইনিই স্বর্গ-বাসী হইবেন"।

অনন্তর, শিব-পার্ব্বতী অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ, "ধন পাইয়া হারাইলাম," এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে আসিলেন। সেই দিবসই ব্রাহ্মণের মৃত্যু ঘটিল; ভগবান্ তাহাকে স্বর্গে আনয়ন করিলেন। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, মনের বলই মুক্তির মূল; মনে বল না থাকিলে, দান-স্নান, দক্ষিণা ও উপাসনা, কিছুতেই কিছু হয় না। অনেকেই গঙ্গা-স্নান করেন বটে, কিন্তু "নিষ্পাপ হইলাম," এ বিশ্বাস, অত্যল্প লোকের মনেই উপস্থিত হয়। ইহাতে "গঙ্গা-মাহাত্ম্যের" লাঘব হয় না, বরং লোকের অধোগতিরই পরিচয় পাওয়া যায়"।



গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর কথা।

(সরল বিশ্বাস)



পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী-তীরে, এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। সন্ন্যাসী, কখনও অনশনে অথবা অর্দ্ধাশনে, কখনও ঊর্দ্ধমুখে কি অধোমুখে এবং কখনও বা অগ্নি-কুণ্ড পরিবৃত হইয়া তপস্যা করিতেন। পল্লী-বাসি-জনগণ, তাঁহার সাধন-প্রণালী-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে প্রতিদিন ফল, মুল প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিত। একদা দেবর্ষি নারদ, বৈকুণ্ঠ-গমনকালে, এ আশ্রমে উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর, কত যুগ-যুগান্তর যাবৎ নারায়ণের আরাধনা করিতেছি, তথাপি এ যাবৎ তাঁহার কৃপার অধিকারী হইলাম না ; দয়া করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কখন আমি স্বর্গ-ধামে স্থান পাইব"। দেবর্ষি, তাঁহার বাক্যে সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান

করিলেন। অদূরে এক ব্রাহ্মণের আবাস ছিল; নাম হরিদাস; "হরিদাস", বাস্তবিকই "হরিদাস"; তাঁহার অন্তঃকরণে, হরি-ভক্তির অমৃত-প্রবাহ সর্ব্বদা বিরাজ করিত; পুত্র-পৌত্র-পরিবৃত হইয়া বাস করিলেও, সংসারে তাঁহার আসক্তি ছিল না; "নামে রুচি, জীবে দয়া ও সজ্জন-সেবন," এই বাক্যটির মর্ম্ম, তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন; পরোপকার ও অতিথি-সৎকার না করিয়া, দৈনিক অন্ন-গ্রহণ করিতেন না; উদরান্নের জন্য দাস-বৃত্তি অবলম্বন, মানসিক অবনতির একটি প্রধান কারণ বলিয়া, মনে করিতেন; এ হেতু, কৃষিই, তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় ছিল।

নারদ, এ পুণ্য-ভবনের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে দেখিলেন, হরিদাস অতিথি-সংগ্রহের জন্য পথি-পার্শ্বে দণ্ডায়মান। দেবর্ষিকে দর্শনমাত্র, তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম-পূর্ব্বক, একান্ত আগ্রহের সহিত গৃহে আনয়ন করিলেন। দেবর্ষি, সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া, এই ব্রাহ্মণ-পরিবারকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ঠাকুর, নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কখন আমার পাপ-দেহ মুক্ত হইবে"। "হাঁ, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিব," এই বলিয়া দেবর্ষি গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্র-পৌত্র ও বধূগণসহ, তাঁহার পদ-ধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন।

দেবর্ষি, বৈকুণ্ঠ-ধামে পঁহুছিয়া, "ত্বদ্দাস-দাস-দাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো!" এই বলিয়া নারায়ণকে প্রণাম করিলেন।

উভয়ের মধ্যে, মর্ত্ত্যের পাপ-পুণ্য, দয়া-ধর্ম্ম ও ভয়-ভক্তি সম্বন্ধে বিবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল। অনন্তর দেবর্ষি, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর কথা উত্থাপন করিলেন :—

দেবর্ষি। প্রভো! ভাগীরথী-তীরে এক সন্ন্যাসী বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিতেছেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখন তাঁহাকে স্বর্গে আনয়ন করিবেন।

নারায়ণ। বৎস! এরূপ কোনও ভক্ত আছে বলিয়া ত মনে হয় না।

দেবর্ষি। প্রভো! হরিদাস নামে, এক ব্রাহ্মণও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখন তাঁহার পাপ-দেহ মুক্ত করিবেন।

নারায়ণ। হাঁ, এরূপ এক ভক্ত আছে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, বৎস! তাঁহাদের উভয়কেই বলিও, "যে দিন সূঁচের ছিদ্র দ্বারা "হাতী" প্রবেশ করিতে পারিবে, সেই দিন তাঁহাদের মুক্তি হইবে।"

"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য", এই বলিয়া দেবর্ষি, নারায়ণকে প্রণাম পূর্ব্বক, মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে সন্ন্যাসী ভাবিতেছিলেন, "আমি একজন পরম ভক্ত; নারায়ণ, অবিলম্বে আমার স্বর্গ-গমনের শুভ সংবাদ অবশ্যই প্রেরণ করিবেন"। ইতিমধ্যে একদিন প্রাতঃকালে, বৈকুণ্ঠ-প্রত্যাগত নারদমুনি, তাঁহার আশ্রমে পুনরাগমন করিলেন। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আমার স্বর্গ-গমনের আর কত দিন বাকী?"

দেবর্ষি উত্তর করিলেন, "স্বর্গ-গমন! আপনাকে ত নারায়ণ ভক্ত বলিয়াই স্বীকার করিলেন না!"

সন্ন্যাসী। কি! এরূপ কঠোর তপস্যাদ্বারাও, "ভক্ত" হইতে পারিলাম না! না, নারায়ণ নিশ্চয়ই পক্ষপাতী! তাঁহার আরাধনা আর করিব না!

দেবর্ষি। সন্ন্যাসী ঠাকুর! শান্ত হউন; আর একটি কথা শ্রবণ করুন ঃ—নারায়ণ বলিলেন, "যে দিন সূঁচের ছিদ্রদ্বারা "হাতী" প্রবেশ করিতে পারিবে, সেই দিন আপনার মুক্তি হইবে"।

"অসম্ভব! তাহাও কি কখন হয়! কেবল প্রতারণা! কপটতা! কুটিলতা! উপাসনা বৃথা! জপ তপ বৃথা! এমন নারায়ণের স্তব-স্তুতি আর করিব না," এই বলিয়া সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধভাবে একদিকে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর, নারদ ব্রাহ্মণের গৃহে আসিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। অতঃপর, তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল ঃ—

ব্রাহ্মণ। ঠাকুর! এ নরাধমের কথা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?

নারদ। হাঁ; নারায়ণ বলিলেন, যে দিন সূঁচের ছিদ্র দ্বারা হাতী প্রবেশ করিতে পারিবে, সেই দিন আপনার মুক্তি হইবে।

ব্রাহ্মণ। কি?

নারদ। যে দিন সূঁচের ছিদ্র দ্বারা হাতী প্রবেশ করিতে পারিবে, সেই দিন আপনার মুক্তি হইবে।

ব্রাহ্মণ। এই ত কথা ?

নারদ। হাঁ ; এই কথা।

"তবে ত আমার মুক্তি অতি নিকট ; যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, সূঁচের ছিদ্রদ্বারা কেন, তদপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম ছিদ্রদ্বারাও, সহস্র সহস্র হাতী যাইতে পারে। এতকাল পরে শ্রীবৃন্দাবন-স্বামী আমায় কৃপা করিলেন," এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন ; তাঁহার পুত্র-পৌত্র ও বধূগণও এই উৎসবে যোগ দিল ; তাঁহারাও, "হরি বোল" "হরি বোল" ধ্বনি করিতে লাগিল ; দেবর্ষি, বীণা বাজাইতে লাগিলেন। হরি-গুণ-গানে, ব্রাহ্মণের গৃহখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর, নারদ আহারান্তে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে, একদিন প্রাতঃকালে, সেই ব্রাহ্মণ-গৃহে দিব্য শঙ্খ-ধ্বনি হইতে লাগিল ; তাহা তিনি ভিন্ন, অন্য কাহারও কর্ণ-গোচর হইল না ; ক্রমে ক্রমে, একখানি অপূর্ব্ব স্বুবর্ণ-রথ তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। তিনি স্ত্রী-পুত্রের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া, সরল ভক্তি ও বিশ্বাসের জয় ঘোষণা করিতে করিতে, সেই রথে পরমানন্দে স্বর্গ-ধাম যাত্রা করিলেন।





সিদ্ধাশ্রমে বন্ধু-চতুষ্টয়।

একাগ্রতা, কঠোর কর্ম্ম-শীলতা ও বুদ্ধির প্রখরতা।



দ্ধাশ্রম একটি প্রসিদ্ধ স্থান; জন-মানবের সংশ্রব-বিহীন, গভীর হিমালয়-প্রদেশে অবস্থিত। কথিত আছে, বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র, সে স্থানে সুরক্ষিত; সেস্থানে ঋষিগণ বাস করেন; *বিশেষতঃ ইহা অশ্বথামা প্রভৃতি চিরজীবিগণের আবাস-ভূমি। পথ-ঘাট অতি দুর্গম ও বিপদ্-সঙ্কুল; সাধারণ মানবের অগম্য। চারিজন বন্ধুর মনে এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল; তাঁহারা সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণের শিষ্যত্ব গ্রহণে অভিলাষী হইয়া হিমালয়-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; সকলেই সুশিক্ষিত ও সুগঠিত; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন", এই মূল-মন্ত্রের উপাসক।

* অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য ও পরশুরাম, এই সপ্ত চিরজীবী মধ্যে, বলি পাতালে বাস করেন।

তিব্বতদেশীয় বাজারে সিদ্ধাশ্রমের সেবকগণ সময় সময় ঘৃত, ময়দা ও ফলমূলাদি ক্রয়ের জন্য আগমন করেন। বন্ধু-চতুষ্টয়, কতিপয় সেবকের সঙ্গে, পার্ব্বত্যপথ, অনশন ও অর্দ্ধাশনের বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়া, পঞ্চদশ দিবস পদব্রজে গমনের পর, সেই পবিত্র আশ্রমের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, গৈরিক বসন-পরিহিত, শুভ্র শ্মশ্রুবিশিষ্ট, কমনীয়-কান্তি, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম পূর্ব্বক, আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আশ্রম-স্বামী উত্তর করিলেন, "বৎসগণ! তোমাদের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি; এস্থানে প্রবেশের কি প্রয়োজন?"

বন্ধু-চতুষ্টয়। প্রভু, আমরা আপনাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব।

আশ্রম-স্বামী। বৎসগণ, তোমরা এখনও যোগ্য হও নাই; কেবল, ভক্ত ও কর্ম্মী লোকই, এ আশ্রমে প্রবেশ করিতে সমর্থ, শিষ্যত্ব-গ্রহণ ত দূরের কথা!

বন্ধু-চতুষ্টয়। প্রভু, আমরা কিরূপে যোগ্য হইব?

আশ্রম-স্বামী। বৎসগণ, তোমাদের অনুরাগ প্রবল, কিন্তু, কর্ম্মের অভাব। ঈশ্বরের উপাসনা প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু সমগ্র জীব-জগতের উন্নতি-বিধানই, এস্থানে প্রবেশের প্রধান সহায়।

বন্ধু-চতুষ্টয়। প্রভু, আমরা কে কি কর্ম্ম করিব?

আশ্রম-স্বামী। বৎসগণ, যাহার মন যে দিকে ধাবিত, সে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। তোমরা কতিপয় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানে

সমর্থ হইলে, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব ; আর, তোমাদিগকে প্রথম প্রদেশ প্রদর্শন করিব।

বন্ধু-চতুষ্টয়। প্রভু, বলুন দেখি, আমরা প্রশ্নোত্তর-প্রদানে সমর্থ হই কিনা ?

আশ্রম-স্বামী। (প্রথম বন্ধুর প্রতি) বৎস! তোমাকে প্রেমিক বলিয়া বোধ হইতেছে,—আচ্ছা, "প্রেমামৃত পানে তার, রহিব বিভোর", এই কবিতাটি পূর্ণ কর দেখি ?

প্রথম বন্ধু,—কিয়ৎকাল চিন্তার পর, বলিতে লাগিলেন :—

নয়নে মাধুরী যার,
কণ্ঠে যার বীণা ;
মুখ-রুচি, তনু-শুচি,
কালিমা-বিহীনা।
অমৃতের খনি যে গো,
প্রেম-মন্দাকিনী ;
মধুময়ী, আদরিণী,
প্রীতি-নির্ঝরিণী ;
পতি-গত প্রাণ যার,
সেই প্রিয়া মোর ;
প্রেমামৃত পানে তার,
রহিব বিভোর।

আশ্রম-স্বামী। বেশ! বাবা! বেশ! তুমি, দাম্পত্য-প্রেমের মধুর রসাস্বাদনের যোগ্য ব্যক্তি ; যাও, এই ধর্ম্ম

প্রতিপালন ও প্রচার কর গিয়ে; তবে অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে।

প্রথম বন্ধু। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

আশ্রম-স্বামী। (দ্বিতীয় বন্ধুর প্রতি) বৎস! তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে! আচ্ছা, "ক" বানানের অর্থ কি, বল দেখি?

দ্বিতীয় বন্ধু। প্রভু, যাহা বেদে নাই, পুরাণে নাই, তাহা আমি কি করিয়া বলিব?

আশ্রম-স্বামী। বৎস! বুদ্ধি-প্রভাবে, নূতন তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে।

বুদ্ধিমান্ বন্ধু, কিয়ৎকাল চিন্তার পর, বলিতে লাগিলেন :—

ক, কা, কি, কী, কু, কূ, কে, কৈ, কো, কৌ, কং, কঃ।

ক = কহ, বল;

কা = কাক; অর্থাৎ, হে কাক! বল।

কি, কী = কি বলিব?

কু, কূ = (কু, পৃথিবী; কূ পিশাচী) পৃথিবীর মধ্যে পিশাচী কে?

কে, কৈ = অর্থাৎ রামের বিমাতা "কেকৈ" পৃথিবীর মধ্যে পিশাচী।

কো, কৌ = কে বলেন?

কং, কঃ = (কঙ্ক। যুধিষ্ঠির) অর্থাৎ, যুধিষ্ঠির বলেন, "পৃথিবীর মধ্যে "কেকৈ" পিশাচী", হে কাক! তুমি এই কথা বল। ইহাই "ক" বানানের কল্পিত অর্থ।

আশ্রম-স্বামী। সাবাস্! বাবা! সাবাস্। তুমি বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই; লোক-সমাজে গিয়ে, অন্যূন একটি কার্য্যে প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও; তবে তুমি অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হইবে।

বুদ্ধিমান্ বন্ধু। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

আশ্রম-স্বামী। (তৃতীয় বন্ধুর প্রতি) বৎস! তোমাকে অভিজ্ঞ লোক বলিয়া বোধ হইতেছে; আচ্ছা, বল ত,—

(১) প্রকৃতপক্ষে "চোর", অথচ, তাহাকে চোর বলিতে পারিবে না,—এ ব্যক্তি কে?

(২) প্রকৃতপক্ষে "বেশ্যা", অথচ, তাহাকে বেশ্যা বলিতে পারিবে না,—এ স্ত্রীলোক কে?

(৩) প্রকৃতপক্ষে "ডাকাত" অথচ, তাহাকে "ডাকাত" বলিতে পারিবে না,—এ ব্যক্তিই বা কে?

বহুক্ষণ চিন্তার পর, অভিজ্ঞ বন্ধু উত্তর করিলেন:—প্রভু! প্রথমোক্ত ব্যক্তি, স্বর্ণকার; স্বর্ণকার, অপরের কথা দূরে থাকুক, মায়ের কাণের সোণা পর্য্যন্তও চুরি করে; তবু, সে চোর শব্দের বাচ্য নহে।

দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি, বৈষ্ণবী; অধিকাংশ বৈষ্ণবী প্রকৃতপক্ষে বেশ্যা; তবু, কেহ তাহাকে বেশ্যা বলে না।

তৃতীয়োক্ত ব্যক্তি, অত্যাচারী রাজা বা জমিদার। তাহারা প্রকৃতপক্ষে "ডাকাত"; নিরীহ প্রজার ধন-রত্ন-লুণ্ঠন তাহাদের প্রধান কার্য্য,—অথচ, কেহ তাহাদিগকে "ডাকাত" বলে না।

আশ্রম-স্বামী। ঠিক! বাবা! ঠিক! তোমার চিন্তা-শীলতা প্রশংসনীয়। বৎস! তুমি, উক্ত সম্প্রদায়ত্রয়-মধ্যে উপদেশ প্রদান কর গিয়ে; তবে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

অভিজ্ঞ বন্ধু। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

আশ্রম-স্বামী। (চতুর্থ বন্ধুর প্রতি) বৎস! তোমাকে সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; আচ্ছা, বল ত,

(১) কাহার ধন সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত?

(২) সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়ই বা কে?

বহুক্ষণ চিন্তার পর, সূক্ষ্মদর্শী বন্ধু উত্তর করিলেন, প্রভো!

(১) কৃপণের ধন সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত।

(২) আশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়।

আশ্রম-স্বামী! ঠিক! বাবা ঠিক! বৎস! তুমি উক্ত বাক্যদ্বয়ের সত্যতা লোক-সমাজে প্রত্যক্ষ কর গিয়ে; তবে তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে।

সূক্ষ্মদর্শী বন্ধু। প্রভুর আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করিব।

আশ্রম-স্বামী। (বন্ধু-চতুষ্টয়ের প্রতি) "বৎসগণ! স্ব স্ব আদিস্ট বিষয়-প্রতিপালন করিয়া, আবার বিশ বৎসর পর আসিও; তোমাদিগকে সেবকরূপে সাদরে গ্রহণ করিব; পরে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও কর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তোমাদের শিষ্যত্ব, ঋষিত্ব, এমন কি, আশ্রমাধিপতিত্ব-লাভও ঘটিবে। আমার প্রশ্ন সমূহের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়া, আমাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছ। বৎসগণ! একবার প্রথম প্রদেশে আমার সঙ্গে

এস।" অনন্তর, বন্ধু-চতুষ্টয়, আশ্রম-স্বামীর অনুগমন-পূর্ব্বক, অভ্যন্তরের অলৌকিক ভাব-দর্শনে বিমোহিত হইলেন; দেখিলেন, আশ্রম, হিংসা-দ্বেষ-পরিশূন্য; সর্ব্বত্রই ভ্রাতৃভাব প্রকাশিত; সকলের আত্মাই এক মহান্ উদ্দেশ্যে প্রধাবিত। কোথায়ও বেদাধ্যয়ন, কোথায়ও দর্শনের মীমাংসা, কোথায়ও বা জ্যোতিস্তত্ত্ব-নিরূপণে, শিষ্যগণ-ব্যতিব্যস্ত! একস্থানে সহস্র লোকের বাস, তথাপি, কোথায়ও কোলাহল বা বাদ-বিসম্বাদ নাই;—সকলেই নদীর প্রবাহের ন্যায়, মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, অনন্ত সাগরে বিলীন হইবার জন্য ব্যাকুল!

আশ্রম-স্বামী বলিলেন, "বৎসগণ! ইহাই প্রাথমিক সোপান; বিংশ বর্ষ পরে, পুনরাগমন করিলে, তোমাদিগকেও সর্ব্বপ্রথম, এই সোপানেই আরোহণ করিতে হইবে"।

"প্রভো! আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন, আদিষ্ট বিষয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া আসিতে পারি; এই বিশ বৎসর যেন, বিশ দিনের ন্যায়, অতি সত্বর চলিয়া যায়। আমরা পুনরাগমন করিয়া, ভবদীয় শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণের জন্য, ব্যাকুল হইয়াছি; এক্ষণে আমাদিগকে বিদায় দিন, "এই বলিয়া বন্ধু-চতুষ্টয়, আশ্রম, শিষ্যমণ্ডলী ও স্বামীজীকে প্রণাম-পূর্ব্বক, ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

উৎসাহ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অদম্য মানসিক বলের নিকট সকলই পরাজিত। তাহারা দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করেন; যাবতীয় অন্তরায় অতিক্রম করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর

হন। এই কারণে, পার্ব্বত্য দুর্গম পথের দুঃসহ ক্লেশ, তাঁহাদিগকে হতাশ অথবা হতবুদ্ধি করিতে পারিল না; তাঁহারা অম্লানবদনে, তিব্বতের রাজধানী লাসার বন্দরে উপনীত হইলেন; অনন্তর, "বিংশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার শেষ দিবস, এই স্থানে পুনর্মিলিত হইবেন," এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক, স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

বন্ধু-চতুষ্টয় গৃহে পঁহুছিয়া, আশ্রম-স্বামীর আদেশ প্রতিপালনে ব্রতী হইলেন। প্রথমতঃ প্রেমিকের কাহিনী বর্ণিত হইতেছে :—

প্রেমিক বিবাহ করিলেন; এক সুরূপা সুশীলা রমণী, তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। উভয়ের একই মন, একই প্রাণ; একই আশা, একই ভাষা; উভয়েরই আত্মা সমভাবে ঊর্দ্ধগামী; উভয়েরই অন্তঃকরণে ভক্তি-প্রবাহ সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজমান। স্ত্রী, পতি-প্রাণা, আবার স্বামীও স্ত্রী-গত জীবন; স্বামীর মুখ-মণ্ডল ম্লান দেখিলে, স্ত্রী জগৎ অন্ধকার দেখিতেন, আবার স্বামীও স্ত্রীর মুখ-কমল মলিন দেখিলে, পৃথিবী নীরস ও নিরানন্দ মনে করিতেন; স্ত্রী, স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন, আবার স্বামীও, স্ত্রীকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী বলিয়া জানিতেন; স্ত্রী, স্বামীকে ইন্দ্রিয়-সেবার প্রধান সাধন, আর স্বামীও স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করিতেন না; স্ত্রী, প্রতিদিন স্বামীর "পাদোদক"-গ্রহণে ধন্য হইতেন, আবার স্বামীও স্ত্রীকে "সাবিত্রী-সমা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন; স্ত্রী, স্বামি-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা মনে স্থান দিতেন না, আবার স্বামীও অন্য স্ত্রীর মুখ-পানে দৃষ্টি-পাতও মহাপাপ মনে করিতেন; স্বামী এক পয়সার সূঁচ ক্রয়

করিয়া আনিলেও, স্ত্রী তাহা প্রফুল্ল মুখে গ্রহণ করিয়া, যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন, আবার স্ত্রী-প্রদত্ত সামান্য গুবাক-খণ্ডও স্বামী হাসি-মুখে ভক্ষণ করিতেন; স্ত্রী, স্বামীর সুখ ও সন্তোষের জন্য, সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, আবার স্বামীও স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় অবলম্বন করিতেন; স্ত্রী, স্বামীর আদেশ অবনত মস্তকে প্রতিপালন, আবার স্বামীও স্ত্রীর সদুপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেন; মুখরা ললনা অথবা ক্রোধ-পরায়ণ পুরুষের ন্যায়, উভয়ে কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদ অথবা ঝগড়া-বিবাদ করিতেন না; উভয়েই, কথা-বার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে ও ভাব-ভঙ্গীতে পরস্পর মধুবর্ষণ করিতেন; গৃহে নানারূপ অশান্তি থাকিলেও, স্ত্রী, স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া, নীরব থাকিতেন, আবার স্বামীও প্রেমময়ী প্রণয়িনীর মুখ-চন্দ্র দর্শনে, পৃথিবীর দুঃখ-রাশি অম্লান-বদনে সহ্য করিতেন; স্ত্রী, অন্যান্য রমণীগণকে স্বামি-ভক্তি, আর স্বামীও পুরুষগণকে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণতা শিক্ষা দিতেন।*

তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিল; স্ত্রী মনে করিতেন, "সাত জন্ম যেন আমার এমন স্বামী হয়"; আবার স্বামীও মনে করিতেন, "জন্মে জন্মে যেন, এরূপ স্ত্রী-লাভ করি"; তাঁহারা একহাড়, একপ্রাণ হইয়া, পরম সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন; অতঃপর, দাম্পত্য-প্রেমের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বর প্রেমের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলেন; তখন প্রেমিক, স্ত্রীর নয়নে প্রকৃত পক্ষেই মাধুরী, আর কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কার

---

* পরিশিষ্ট (১) দেখুন।

অনুভব করিতে লাগিলেন ; তাঁহার হৃদয়ও প্রেম-মন্দাকিনীরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল ; তিনি ভাবিলেন, "এতদিনে আশ্রম-স্বামীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল"। এইরূপে প্রেমিক আদিষ্ট বিষয় প্রতিপালন করিয়া, সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশের যোগ্য হইলেন।

অতঃপর আমাদের বুদ্ধিমান বন্ধুর কাহিনী বর্ণিত হইতেছে :—

তিনি নর-নারী-সমাজে ঈশ্বরের প্রিয় ও অপ্রিয় মানব-নিচয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন।* সমগ্র জীব-জগতের হিত-সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। এক দিকে যেমন মনুষ্য বিপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতেন,—অন্যদিকে আবার পতঙ্গাদি জল-মগ্ন অথবা ছিন্ন-পক্ষ হইলেও, তাঁহার দয়া-লাভে বঞ্চিত হইত না। তিনি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন ; ভ্রমণ করিতে করিতে এক রাজ-ভবনের অনতি দূরে অশোক-কুঞ্জে আসিয়া উপনীত হইলেন ; দেখিলেন, তথায় জনৈক সুশ্রী-যুবক বিষণ্ণ-বদনে কর-তলে কপোল ন্যস্ত করিয়া, বসিয়া রহিয়াছেন। যুবকের ভাব-দর্শনে ব্যথিত হইয়া, বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই রে ! তুমি এরূপ ভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন ? তোমার মলিন-বদন-দর্শনে আমি মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছি। ভাই ! বল ত বিষয়টি কি ?"

যুবক। দাদা ! আপনার দয়ার সীমা নাই ! বোধ হয়, এ হতভাগ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্যই, ভগবান্ আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার দুঃখ-পূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করুন :—

---

* পরিশিষ্ট (২) দেখুন।

আমি এক গরীবের ছেলে; কুটীর আমাদের বাস-গৃহ; শাক-সব্জী আমাদের ভক্ষ্য; মাঠ আমাদের মল-মূত্র ত্যাগের স্থান; ভাগ্যক্রমে এ দেশের রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিলাম; বাসর-গৃহে শয়নের সাজ-সজ্জায় আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছে! সুরঞ্জিত দ্বিতল গৃহে, এক সুদৃশ্য পালঙ্ক! তাহার উপর সাটিনের গদি! সাটিনের বালিস! আর বহুমূল্য রেশমী কাপড় নির্ম্মিত মশারি! আমি মনে করিলাম, এরূপ মনোরম ও মহামূল্য দ্রব্য নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন; এজন্য পালঙ্কের তলে একটি নূতন মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিলাম। রাজ-কন্যা ইহা দর্শনমাত্র বলিতে লাগিল,—"বাবা, আমায় এরূপ লোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন যে, সে কি কখনও শয্যায়ও শয়ন করে নাই!" অতঃপর, সে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি-যাপন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে একজন ভৃত্য, মল-মূত্র ত্যাগের জন্য, দ্বিতল-গৃহেই নির্ম্মিত এক "পায়খানা" আমাকে প্রদর্শন করিল। আমি মনে করিলাম, "পায়খানা কি আবার দ্বিতল-গৃহে হয়! অবশ্যই ইহা দেবালয়"; এজন্য সেস্থানে প্রণাম করিলাম এবং নিম্নভূমে যাইয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিলাম। আমার স্ত্রী ইহা দর্শন করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হা! ভগবন্! এই কি আমার ভাগ্য! স্বামী হয় মুর্খ, না হয় দরিদ্র!" কথাগুলি আমার প্রাণে বড় লাগিল; আমি ব্যথিত হইলেও, নীরব রহিলাম। মধ্যাহ্নে আহারের জন্য আহূত হইলাম; দেখিলাম, পলান্ন, খিচুড়ী, বিবিধ মিষ্টান্ন ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন বিদ্যমান; পলান্ন

প্রভৃতির সঙ্গে আমার জীবনে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, তাই আমি ব্যঞ্জন সহ কেবল শাদা অন্নই ভক্ষণ করিলাম; উপাদেয় সামগ্রীগুলি সমস্তই পড়িয়া রহিল। ইহা দেখিয়া, আমার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সমস্ত বিষয় শ্বশুর-শাশুড়ীর কর্ণ-গোচর হইল; সকলেই আমাকে "বোকা ও ছোট লোক" বলিয়া গালি দিতে লাগিল; তাই আমি মনের দুঃখে রাজ-ভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি; আজ তিন দিবস যাবৎ অভুক্ত আছি; তথাপি আমার অনুসন্ধানের জন্য, কোনও লোক প্রেরিত হয় নাই। দাদা! চণ্ডীদাসের কবিতাটি আমার পক্ষে বেশ খাটে,—

"(সখিরে) সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল,
অমিয় সাগরে সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল!"

দাদা! গরীবের ছেলে রাজ-জামতা হইলাম; ভাবিলাম অদৃষ্ট ফিরিল,—কিন্তু কর্ম্ম-দোষে সব বিপরীত হইল!

বুদ্ধিমান্। ভাইরে! দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর কন্যা বিবাহ করিলে, এরূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সম অবস্থাপন্ন না হইলে, প্রায়ই দম্পতীর পরস্পর মনোমিলন হয় না; "দাম্পত্য-প্রেম" জিনিষটি গরীবের গৃহেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। ভাই! কোনও চিন্তা করিও না; রাজ-গৃহে তোমার চতুর্গুণ সম্মান বৃদ্ধির উপায় করিতেছি।

যুবক। দাদা! তোমার শরণাপন্ন হইলাম; আমায় রক্ষা কর; তোমার ভৃত্যরূপে দেশে দেশে ভ্রমণ করিব,—রাজ-গৃহে আর যাইব না, রাজ কন্যার মুখও আর দেখিব না।

বুদ্ধিমান্। ভাইরে! ইহা ভাল কথা নয়; মনের দুঃখে রাজ-ভবন পরিত্যাগ তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হইলেও, তাহাতে কাপুরুষত্ব প্রকাশিত হয়; যাহাতে তোমার স্ত্রী পদানত হন এবং শ্বশুর-শাশুড়ী স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক, তোমাকে সাদরে গ্রহণ ও সম্মানিত করেন, সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিব।

যুবক। দাদা! এরূপ স্ত্রী কি আবার কখনও পদানত হইতে পারে?

বুদ্ধিমান্। হাঁ ভাই! অবশ্যই হইতে পারে। স্বামীর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইলে, কিম্বা স্বামীকে সর্ব্বত্র সম্মানিত দেখিলে, কোন্ স্ত্রী আনন্দে উৎফুল্ল না হন?

যুবক। দাদা! আমি হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়াছি; তুমি যে আদেশ কর, তাহাই প্রতিপালন করিব।

অনন্তর, যে উপায়ে রাজা, রাণী ও রাজ-কন্যার বিদ্বেষ বিদূরিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে "বুদ্ধিমান্", জামাতাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার শয়ন, ভোজন ও মল-মূত্র ত্যাগের ত্রুটি, তিনি সুন্দর যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিলেন। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি-প্রভাবে, সরল-প্রকৃতি জামাতা, আজ বিচক্ষণ লোক-রূপে পরিণত হইলেন!

যুবক। দাদা! আমি রাজ-ভবনে এ কাল মুখ কিরূপে দেখাইব?

বুদ্ধিমান্। ভাই! তুমি এক ব্রাহ্মণ-বেশে, পণ্ডিত-সভায় গমন কর; একবার দেখে এস, রাজ-পণ্ডিতগণ কোন্ শাস্ত্রের সমালোচনায় নিযুক্ত আছেন। তোমাদ্বারা একটি জটিল প্রশ্ন-মীমাংসা করাইব; তাহা দেখিয়া, রাজা ও রাজ-পণ্ডিতগণ সকলেই স্তম্ভিত হইবেন। সেই সংবাদ রাণী ও রাজ-কন্যার কর্ণগোচর হইবে; তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়া, তোমার মনস্তুষ্টি-সাধনে ব্যাকুল হইবেন।

অনন্তর, জামাতা বুদ্ধিমানের উপদেশ-ক্রমে, এক ব্রাহ্মণ-বেশে পণ্ডিত-সভায় উপনীত হইয়া, দেখিলেন, "পণ্ডিতগণ মহারাজের আদিষ্ট একটি শ্লোকের শেষ চরণ পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া রহিয়াছেন; তিনি উক্ত শ্লোকের তিন চরণ লিখিয়া লইয়া, বন্ধু-সমীপে পুনরাগমন করিলেন। তাহা এই :—

জম্বু ফলানি পক্কানি,
পতন্তি বিমলে জলে,
কথং মৎস্যা ন খাদন্তি!

শ্লোক-পাঠে বুদ্ধিমান্ বলিলেন, "ভাইরে! কোন চিন্তা নাই; চতুর্থ চরণ অতি সহজেই পূর্ণ হইবে; কিছুকাল অপেক্ষা কর।" অনন্তর, তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন; ঈশ্বরের কৃপায়, "জাল-গোটক শঙ্কয়া," এই কথাটি হঠাৎ তাঁহার মনে উদিত হইল। বন্ধুর উপদেশ-ক্রমে, জামাতা তৎক্ষণাৎ ইহা

কণ্ঠস্থ করিয়া, পুনরায় প্রধান রাজ-পণ্ডিত-সমীপে উপনীত হইলেন; তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আদেশ করিলে, শ্লোকটি আমি পূর্ণ করিয়া দিতে পারি।" প্রধান পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "বাবা, বেশ! পূর্ণ কর দেখি?" অতঃপর জামাতা বলিলেন, "চতুর্থ চরণ, 'জাল-গোটক-শঙ্কয়া,' হইবে।"

"জম্বু ফলানি পক্কানি,
পতন্তি বিমলে জলে,
কথং মৎস্যা ন খাদন্তি!
জাল-গোটক-শঙ্কয়া।"

প্রধান পণ্ডিত। ঠিক্ হ'য়েছে; বেশ! বাবা! বেশ!

পাকা কাল জাম পরিষ্কৃত জলে পতিত হইয়াছে; মৎস্যে কেন খায় না! জালের "কাঁটি" আর কাল জাম, একই রকম বলিয়া, কেহ জাল পাতিয়াছে, এই ভয়ে, মৎস্যে তাহা খায় না।

বাবা! তুমি যে এরূপ পণ্ডিত, তাহা জানিতাম না।

অন্যান্য পণ্ডিতগণও সমবেত হইয়া, জামাতাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

জামাতার পাণ্ডিত্যের কথা, রাজা, রাণী ও রাজ-কন্যার কর্ণ-গোচর হইল। তিনি রাজ-গৃহে আহূত হইলেন। মহারাজ বলিলেন, "বাবা, তুমি এত বড় পণ্ডিত, তবে, শয়ন, ভোজন ও মলমূত্র-ত্যাগে অবোধের কার্য্য করিলে কেন?" জামাতা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! অন্তঃপুরে যাইয়া তাহা প্রকাশ করিব।"

অনন্তর জামাতা, রাজা ও অমাত্যগণ সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে বলিতে লাগিলেন ঃ—

মহারাজ!

প্রথমতঃ,—সুকোমল শয্যা পালঙ্কোপরি স্থাপিত বটে, কিন্তু ছারপোকার আবাস-ভূমি; আমি সর্ব্বপ্রথম ইহাতে শয়ন করিয়া, অর্দ্ধ দণ্ডের অধিক কাল স্থির থাকিতে পারি নাই; তাই মনের দুঃখে, পালঙ্কের তলেই শয়ন করিলাম।

দ্বিতীয়তঃ,—পায়খানা দ্বিতল গৃহেই নির্ম্মিত বটে, কিন্তু দুর্গন্ধময়; এহেতু, নিম্নভূমিতে মলমূত্র ত্যাগ করিলাম; "হা ভগবন্! আর যেন এরূপ দুর্গন্ধময় "পায়খানা" দর্শন করিতে না হয়," এই ভাবিয়া, ঈশ্বরকে প্রণাম করিলাম।

তৃতীয়তঃ,—শাক-সব্জীর ব্যঞ্জন-সমূহ, অতি উপাদেয় হইয়া-ছিল, তাই তাহা ভক্ষণ করিলাম; পলান্ন, খিচুড়ী ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য হইলেও, দুর্গন্ধময় ঘৃতে প্রস্তুত বলিয়া, উহা পরিত্যাগ করিয়াছি; আমি রাজাধিরাজ বিশ্বনাথের পুত্র; আমার পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও, আমি কোন আড়ম্বরের পক্ষপাতী নহি। আরামদায়ক পদার্থই, আমার নিকট অধিকতর আদরণীয়। যদি অশান্তিজনক হয়, তবে খট্টার বিনিময়ে, শান্তিকর ভূমিশয্যায় শয়নেই বা দোষ কি? যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, তবে পলান্নের বিনিময়ে, শাকান্ন-সেবনেই বা অপরাধ কি? অতএব মহারাজ, দেখুন, আমার প্রতি আপনাদের বিদ্বেষ সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন।

মহারাজ দেখিলেন, শয্যা প্রকৃতপক্ষেই ছারপোকা-পূর্ণ এবং ঘৃত ও "পায়খানা" দুর্গন্ধময়। "এস, বাবা! এস; মনে কিছু করিও না, আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিও না," এই বলিয়া রাজদম্পতী জামাতাকে নানারূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অমাত্যগণেরও আনন্দের সীমা রহিল না; তাহারাও জামাতার মনস্তুষ্টি-সাধনে ব্যগ্র হইলেন। রাজা, রাণী ও অমাত্যগণ, স্থানান্তরে গমন করিলে, রাজকন্যা আসিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে পতিতা হইল। "প্রভো! আমি না বুঝিয়া আপনার মনে ব্যথা দিয়াছি; আমায় ক্ষমা করুন," এই বলিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইল।

জামাতা উত্তর করিলেন, "প্রিয়ে! কাঁদিও না, তোমায় ক্ষমা করিলাম। স্বামী, স্ত্রীর ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি। ধনী কি নির্ধন, বিদ্বান্ কি মূর্খ, যাহার কর্ম্মফলে যেরূপ স্বামী ঘটে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। স্বামীর মনোরঞ্জন, স্ত্রীর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। অতএব স্বামীর আদেশ অগ্রাহ্য, অথবা তাহার ত্রুটি লোক-সমাজে প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে লজ্জিত, অবমানিত ও ব্যথিত করিও না"।

রাজ-কন্যা। নাথ! এ অবোধ বালার ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না; তাহাকে শ্রীচরণে স্থান দিন। অদ্যাবধি আপনার আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিব।

রাজ-কন্যা ও জামাতা, উভয়েরই মনে শান্তি আসিল; নবীন ভাব, নবীন আশা ও নবীন ভাষায়, উভয়েরই হৃদয় পূর্ণ হইল!

কন্যা, জামাতাকে বিবিধ উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিলেন; জামাতা তাহা ভক্ষণ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জামাতা, বুদ্ধিমান্ বন্ধুকে রাজ-ভবনে আনয়ন করিয়া, তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। উভয়েরই আনন্দের সীমা রহিল না; উভয়েই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পর, জামাতা বুদ্ধিমান্‌কে বলিলেন, "দাদা! তুমিই আমার সৌভাগ্যের মূল; তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি-প্রভাবেই, আমি রাজ-বাটীতে সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছি; তাহা না হইলে, রাজ-প্রাসাদে আমার পুনরাগমন অসম্ভব হইত; দাদা! আমি কিরূপে তোমার ঋণ-শোধ করিব?"

বুদ্ধিমান্ উত্তর করিলেন, "ভাই! তজ্জন্য ব্যস্ত হইও না; আমি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি; ভগবান্ যে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, এ আনন্দই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার"।

বুদ্ধিমান্, আত্ম-গোপন পূর্ব্বক, তাঁহার বন্ধুর প্রীতির জন্য, কিয়দ্দিবস রাজ-ভবনে অবস্থিতি করিলেন; তাঁহার আদর যত্নের কোনরূপ অভাব রহিল না; রাজা, রাণী ও রাজ-কন্যা সাদর-সম্ভাষণ ও বিবিধ উপঢৌকন দ্বারা তাঁহার মনস্তুষ্টি-সাধন করিলেন।

একদিন বুদ্ধিমান্ তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "ভাইরে! আজ আমায় বিদায় দাও; যাওয়ার সময় তোমাকে কয়েকটি কথা বলিয়া যাইতেছি, মনে রাখিও,—

"তুমি গরীবের ছেলে ; পরাশ্রু-মোচন যেন, তোমার জীবনের ব্রত হয় ; আর ঈশ্বরের প্রতি যেন সর্ব্বদা ভক্তি থাকে। ভাই ! আরও একটি কথা,—এই পৃথিবীতে চারি শ্রেণীর লোক আছে ; যথা ঃ—উত্তম, মধ্যম, অধম ও অধমাধম।

উত্তম ঃ—যে নিজে বুঝে, অথচ অন্যের উপদেশও গ্রহণ করে।

মধ্যম ঃ—যে নিজে বুঝে, অথচ অন্যের উপদেশ গ্রহণ করে না।

অধম ঃ—যে নিজে বুঝে না, কিন্তু অন্যের উপদেশানুসারেই কার্য্য করে।

অধমাধম ঃ—যে নিজে বুঝে না, অথচ অন্যের উপদেশও গ্রহণ করে না।

অতএব, ভাই ! যখনই কোন বিপদে পতিত হও, তখনই কোন বিচক্ষণ লোকের উপদেশ গ্রহণ করিও ; তাহাতে মঙ্গল হইবে ; সদুপদেশ-গ্রহণে, ইষ্ট ভিন্ন কখনও অনিষ্ট হয় না। ইহাতে মর্য্যাদারও কোন লাঘব হয় না। ভাই ! রাজ-কন্যাসহ সুখে থাক ; আমি চলিলাম," এই বলিয়া তিনি স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। জামাতা, তাঁহাকে স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ, একটি হীরকাঙ্গুরী প্রদান করিয়া, অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে বিদায় দিলেন।

বুদ্ধিমান্, এইরূপে জগতের হিত-সাধন ও কার্য্যসমূহে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া, সিদ্ধাশ্রমের সেবকত্ব লাভের যোগ্য হইলেন।

এ দিকে রাজ-কন্যা ও জামাতার বাসের নিমিত্ত, এক মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। মহারাজ, তাঁহাদিগকে বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের এক জায়গীর প্রদান করিলেন। রাজ-কন্যার চরিত্র-মাধুর্য্যে, জামাতা পূর্ব্ব-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া, পরোপকার ও বিদ্যানুশীলনে কালযাপন করিতে লাগিলেন; বন্ধুর পবিত্র স্মৃতি ইষ্টদেবতার নামের ন্যায়, তাঁহার অন্তঃকরণে আজীবন জাগরূক রহিল।

অতঃপর, অভিজ্ঞ বন্ধুর কাহিনী বর্ণিত হইতেছে ঃ—

" তিনি স্বর্ণকার, বৈষ্ণবী ও জমিদার সম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধানের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন; প্রথমতঃ স্বর্ণকার সমাজে উপনীত হইয়া, নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। যথা,—

বন্ধুগণ, তোমরা কবি ও শিল্পী; এক এক খানা অলঙ্কারে, তোমাদের কবিত্ব ও শিল্প-নৈপুণ্য অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত। দেখ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট, এক একটি রমণী, এক এক-খানা "কাব্য"; বিধাতা তাহার রচয়িতা; আবার, এক এক খানা অলঙ্কারও এক এক খানা "কাব্য": তোমরাই সেই কাব্যের রচয়িতা; পক্ষান্তরে আবার, অলঙ্কার-শোভিতা-রমণী এক "মহা-কাব্য"; মানব-শিল্পীর সহায়তায়, বিশ্ব-শিল্পী, অধিকতর গৌরবা-ন্বিত। ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে, ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! অতএব, কবি কালিদাস, ভবভূতি ও ভারবী প্রভৃতির ন্যায়, তোমাদের আসনও অতি উচ্চ। তবে, ভাই!

বিশ্বাস-ঘাতকতা ও চৌর্য্য, এই দুটি অপরাধ তোমাদের সমাজে আরোপিত হয় কেন? উচ্চতার অভ্যন্তরে, এরূপ ঘৃণিত নীচতা লুক্কায়িত কেন! ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অপরের কথা দূরে থাকুক, তোমরা মায়ের কাণের সোণা পর্য্যন্তও চুরি কর! ভাই, যাহাতে এই সামাজিক দুর্ণাম সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয়, তদ্বিষয়ে বদ্ধ-পরিকর হও; কবি ও শিল্পী-সমাজে, তোমাদের মর্য্যাদার বৃদ্ধি হউক; গুণীর কলঙ্ক-কাহিনী, মানব-সমাজ হইতে উঠিয়া যাউক।

অভিজ্ঞের উপদেশ শ্রবণে, বিভিন্ন দেশবাসী, শত শত সুবোধ স্বর্ণকারের আত্ম-জ্ঞান জন্মিল; তাঁহারা জাতীয় কলঙ্ক-মোচনের জন্য, এই সঙ্কল্প করিলেন যে, অধিকতর মজুরী গ্রহণ পূর্ব্বক, আপন আপন অভাব পূর্ণ করিবেন, প্রাণান্তেও এক কণিকা স্বর্ণ চুরি করিবেন না। অভিজ্ঞের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তিনি আহ্লাদিত মনে স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর তিনি, বৈষ্ণব-সমাজে উপনীত হইয়া, সমবেত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন :—

ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! তোমাদের আবরণটি বেশ পরিপাটী, কিন্তু অভ্যন্তর কলুষিত। যখন বিলাস ও ব্যভিচার, তোমাদের জীবনের ব্রত, তখন মহাপ্রভুর পবিত্র সীমায় পদার্পণ কেন! কপট বৈষ্ণব সাজিবার উদ্দেশ্য কি? প্রকাশ্য পাপ অপেক্ষা, প্রচ্ছন্ন পাপ, অধিকতর ঘৃণিত ও ভয়াবহ। তোমরা অনেকেই কুলাঙ্গার অথবা কুলটা; তোমাদের অনেকেরই, কি ইন্দ্রিয়-

নিগ্রহ, কি আত্ম-সংযম, কি ক্রমিক আত্মোন্নতির প্রয়াস, কিছুই নাই! এই পবিত্র ধর্ম্মের আবরণ, কেবল, স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় মাত্র! এ দিকে তোমরা বৈষ্ণব অথবা, বৈষ্ণবী বলিয়া পরিচয় দাও, অন্যদিকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, ব্যভিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছ। দেখ, মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া, ছোট হরিদাস, বৃদ্ধা তপস্বিনী ও পরম বৈষ্ণবী মাধবী দেবীর নিকট হইতে তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন ; ইহাই তাঁহার অপরাধ ; এই অপরাধে, মহাপ্রভু, ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন যে, "ছোট হরিদাসকে আর গৃহে প্রবেশ করিতে দিও না ; তাহার মুখ আমি দেখিব না"।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ, ৭১।৭২।৭৩ পৃষ্ঠা)

"মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু, ভোজনে বসিলা,
শাল্যন্ন দেখি, প্রভু, আচার্য্যে পুছিলা।
উত্তম অন্ন, এ তণ্ডুল কাহাতে পাইলা ?
আচার্য্য কহে, মাধবী-পাশ, মাগিয়া আনিলা।
প্রভু কহে, কোন্ যাই, মাগিয়া আনিল ?
ছোট হরিদাসের নাম, আচার্য্য কহিল।
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু, ভোজন করিলা,
নিজ গৃহে আসি, গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা :—
'আজি হৈতে, আমার এই আজ্ঞা পালিবা,
ছোট হরিদাসে, ইহা আসিতে না দিবা'।"

* * * *

"প্রভু কহে, বৈরাগী করে, প্রকৃতি-সম্ভাষণ,
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে, বিষয় গ্রহণ,—
দারু-প্রকৃতি হরে, মুনেরপি মন।"

* * * *

"প্রভু কহে মোর বশ, নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন।
নিজ কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা,
পুন কহ যদি, আমা না দেখিবে এথা।"—

অর্থাৎ, মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে আসিয়া, ভোজনে বসিলেন; শালিধান্যের অন্ন দেখিয়া, আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ উত্তম অন্নের তণ্ডুল, কোথায় প্রাপ্ত হইলে? আচার্য্য কহিলেন, "মাধবীর নিকট ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যাইয়া, ভিক্ষা করিয়া, আনয়ন করিল?" আচার্য্য, ছোট হরিদাসের নাম উল্লেখ করিলেন। মহাপ্রভু অন্ন প্রশংসা করিয়া ভোজন করিলেন; পরে, নিজ-গৃহে আগমন করিয়া, গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন, "আজি হইতে, আমার এই আদেশ প্রতিপালন করিবে যে, ছোট হরিদাসকে এ স্থানে আর আসিতে দিবে না।"

এই দারুণ আদেশ শ্রবণে, হরিদাস নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তিন দিবস উপবাস করিলেন; তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ, মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! কি অপরাধে হরিদাসকে পরিত্যাগ করিলেন?"

মহাপ্রভু কহিলেন, "যে ব্যক্তি বৈরাগী হইয়া, প্রকৃতির (স্ত্রীলোকের) সহিত আলাপ করে, আমি তাহার মুখ দেখিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বার (দুর্দ্দমনীয়); তাহারা সকল বিষয় গ্রহণ করে; কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রকৃতিও (স্ত্রীও), মুনিজনের মনকে হরণ করিয়া থাকে।"

অন্য এক দিন, সকলে মিলিত হইয়া, প্রভুর পাদপদ্মে এই নিবেদন করিলেন, "প্রভো! এ অপরাধ সামান্য; এখন প্রসন্ন হউন; এক্ষণে শিক্ষা হইল; হরিদাস, আর কখনও এরূপ করিবে না।"

মহাপ্রভু কহিলেন, "মন আমার বশীভূত নয়; যে প্রকৃতি-সম্ভাষি-বৈরাগী, অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহে, আমার মন তাহাকে দর্শন করে না। তোমরা নিজ নিজ কার্য্যে যাও; বৃথা কথা পরিত্যাগ কর; পুনরায় যদি এরূপ বল, তবে এস্থানে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।"

এই ত হইল, মহাপ্রভুর মত! আর তোমরা কি করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? পবিত্র বৈষ্ণব-ভবন, আজ বেশ্যালয়ে পরিণত! ধর্ম্মের আসন, আজ পাপের প্রিয় নিকেতন! অভিজ্ঞের উপদেশ শ্রবণে, সাধু বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণ, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রেম, ভক্তি ও সংযম-বর্জ্জিত বৈষ্ণব যে, বৈষ্ণবই নহে, তাঁহাদের এই জ্ঞান জন্মিল।

অভিজ্ঞের উপদেশ-প্রভাবে, শত শত বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীর সংশ্রব, আর শত শত বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবের আশ্রয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক

প্রকৃত ধর্ম্ম-পথের পথিক হইলেন। অভিজ্ঞের অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইল; তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

অনন্তর, অভিজ্ঞ রাজ ও জমিদার-ভবনে উপনীত হইয়া, আশ্রম-স্বামীর আদিষ্ট শেষ কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্নবান্ হইলেন; মধুরস্বরে ও মুক্তকণ্ঠে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন :—

ভ্রাতৃগণ, তোমরা যোগ-ভ্রষ্ট মহাপুরুষ; এই হেতু, ভগবান্, প্রকৃতি-পুঞ্জের রক্ষণের ভার, তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও প্রজার মনোরঞ্জন, রাজ-ধর্ম্ম; দস্যু-দানবের ন্যায়, নিরীহ প্রজার শ্রম-লব্ধ-অর্থ-শোষণ, আর অত্যাচার ও উৎপীড়ন, কোন ক্রমেই ন্যায়-সঙ্গত নহে। ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পূর্ণ অবৈধ। প্রজার নিকট হইতে ন্যায়ানুমোদিত রাজস্ব-গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা শান্তি-রক্ষা, কূপ-খনন ও বৃক্ষ-রোপণ এবং বিদ্যালয় ও পান্থ-নিবাস স্থাপন করিবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়; কিন্তু তাহা, মদ্য-পান, বিলাস ও বেশ্যা-সেবায় ব্যয়িত হইবে, ইহা কখনও ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। ভ্রাতৃগণ, তোমরা সমাজের রক্ষক; দেশের মেরু-দণ্ড; কেহ রাজা, কেহ জমিদার; সুস্থচিত্তে ও শান্ত-মনে বাস করিতেছ; তবে দেশে দুর্ভিক্ষ কেন! হাহাকার কেন! দুঃখ ও দারিদ্র্য কেন! অভাব ও অশান্তির অনল, হুহু করিয়া জ্বলিতেছে কেন! লক্ষ লক্ষ লোক, প্রতি বৎসর অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ করে কেন! ইহার

কি কোন উপায় নাই! পন্থা নাই! বিধি নাই! ব্যবস্থা নাই! প্রজার অর্থে উদরপূর্ণ, আর প্রজা করে, হা অন্ন! হা অন্ন!

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, সমাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "সর্ব্বদ্রব্যং পরিত্যজ্য ধান্যস্যকুশলং বদ", অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে ধান্যের কুশল কি, তাহাই বল; কিন্তু হায়! আজ অনেকেই ধান্যের কুশল জানিতে অভিলাষী নহে, প্রায় সকলেই, পাটের কুশলের জন্য ব্যাকুল। "ধান্য-ক্ষেত্র," লক্ষ্মীর-ভাণ্ডার, ধান্যহীন দেশ অলক্ষ্মীর আবাস-ভূমি; অতএব, স্ব স্ব প্রজাগণকে আদেশ কর, যেন তাঁহারা সর্ব্ব-প্রযত্নে ধান্যের চাসে মনোনিবেশ করে; তাহা হইলে বিতাড়িত লক্ষ্মী, আবার ফিরিয়া আসিবেন; দেশের সুজলা ও সুফলা ও শস্য-শ্যামলা মূর্ত্তি নিশ্চয়ই পুনঃ প্রকটিত হইবে।

ভ্রাতৃগণ! আরও একটি কথা এই,—শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি-বিধানে, স্ব স্ব শক্তি ও অর্থ-নিয়োগ কর এবং ধর্ম্ম-গোলা স্থাপন-পূর্ব্বক, দরিদ্র প্রজাগণকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে রক্ষা কর।

দস্যু-দানবের ন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন দ্বারা রাজস্ব আদায় যেন তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়।

"বালোঽপি নাব মন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ,
মহতী দেবতাহ্যেষা নর-রূপেণ তিষ্ঠতি।

অর্থাৎ বালক হইলেও ভূম্যধিকারীকে সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না, কারণ, তিনি বস্তুতঃ মনুষ্য নহেন; মনুষ্যরূপে বিদ্যমান প্রধান দেবতা বিশেষ";—এই কথাটি সার্থক হউক;

অত্যাচারী রাজা ও জমিদার, "দস্যু", এই কলঙ্ক-কাহিনী, পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাউক।"

অভিজ্ঞের উপদেশ প্রভাবে, বহু ভূম্যধিকারীর আত্ম-গ্লানি জন্মিল; তাঁহারা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন; প্রজাগণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীভূত হইল; দেশে সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিতে লাগিল; তাহারা বুঝিল,—ভূম্যধিকারী প্রকৃতপক্ষেই যোগ-ভ্রষ্ট মহাপুরুষ।

অভিজ্ঞ, এইরূপে স্বর্ণকার, বৈষ্ণবী ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধান-পূর্ব্বক, সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিলেন।

অতঃপর সূক্ষ্মদর্শী বন্ধুর কাহিনী বর্ণিত হইতেছে :—

তিনি আশ্রম-স্বামীর প্রশ্ন দ্বয়ের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; ভ্রমণ করিতে করিতে, এক বাজারে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, প্রায় সকলেই স্ব স্ব আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে; অত্যল্প লোকই ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত; এমন সময় একজন লোক ম্লান-গম্ভীরভাবে আসিয়া এক সের খেসারির ডাইল, এক পয়সার তেঁতুল, কতকগুলি পোকড়া বেগুন, শুক্‌নো সিম, পক্ক লাউ, কুম্‌ড়ো শাক ক্রয় করিল। সূক্ষ্মদর্শী ভাবিলেন, "এ ব্যক্তি ভয়ানক কৃপণ; সুলভ সামগ্রী ক্রয়ের আশায়, অসময়ে আসিয়াছে।" কৃপণ; সামগ্রী-সম্ভার লইয়া মহাবিপদে পড়িল;

তখন সূক্ষ্মদর্শী বলিলেন, "মহাশয়! লাউ ও সিম-বেগুন, আমার নিকট দিন্; আমি আপনার বাটীতে পঁহুছাইয়া দিব"। কৃপণ উত্তর করিল, "চল, পয়সা-কড়ি, কিছুই দিতে পারিব না"। "না, কিছুই দিতে হইবে না," এই বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী, সামগ্রীসহ তাহার অনুগমন করিলেন। ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, কৃপণ পথিক-সহ গৃহে পঁহুছিল; অনন্তর অন্তঃ-পুরে প্রবেশপূর্ব্বক, রন্ধনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, তামাক খাইতে খাইতে পুনরায় বহির্বাটীতে আগমন করিল। সূক্ষ্মদর্শী, কৃপণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার কোন ভৃত্যের প্রয়োজন আছে কি? আমি বিনা-বেতনে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি"। তাহার একজন ভৃত্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, কাজেই সে এ প্রস্তাবে, আহ্লাদের সহিত সম্মতি দান করিল। সূক্ষ্মদর্শী, অভীষ্ট-সিদ্ধির আশায়, কৃপণের দাসত্ব গ্রহণ করিলেন; তাঁহার আচার-ব্যবহার, কার্য্যকলাপ ও বুদ্ধির প্রখরতা-দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন,—কৃপণ, একজন প্রসিদ্ধ ধনশালী; দেশের বহু রাজা-জমিদার, তাহার নিকট ঋণী; সে কোন সদ্ব্যয়ের ধার ধারে না; তাহার গৃহে কখনও দেব-সেবা, গো–সেবা ও অতিথি-সেবা হয় না; ভিক্ষার্থী, কখনও এক মুষ্টি চাউল, অথবা এক আধটি পয়সা ভিক্ষা পায় না; বাজারের যত নিকৃষ্ট চাউল, আর অবিক্রীত শাক্-সব্জী, তাহার গৃহে প্রবেশ করে; পুত্র-কন্যাগণ অযত্নে প্রতিপালিত; তাহারা অন্য

বালক বালিকাগণকে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইতে ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। তাহার মনে, দয়া-মায়া, কি ভয়-ভক্তি নাই; সে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার কোন ধার ধারে না; কোনও দেবতার পূজা, কিম্বা দেবালয়ে মস্তক অবনত করে না; কেবল অর্থ! কেবল অর্থ! কেবল অর্থ-সঞ্চয়ই একমাত্র লক্ষ্য!

একদিন কৃপণের স্ত্রী, স্বামীর অজ্ঞাতসারে, গৃহাগত জনৈক "মেছুনী" হইতে চারি পয়সার মৎস্য ক্রয় করিয়াছিলেন; কৃপণ রাত্রিকালে ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে প্রহারপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিল; স্ত্রী, মর্ম্ম-পীড়িতা ও অনন্যোপায় হইয়া, এক মান-কচু বৃক্ষের বিস্তৃত পত্রের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "হা ভগবন্! চারিটি পয়সার বিষয়! এ জন্য কি এত কষ্ট দিতে হয়! এত অর্থ! অর্থে কি হয়! কিছুই ত দেখি না! দান নাই! দক্ষিণা নাই! খাওয়া নাই! পরা নাই! ভিখারী, এক মুষ্টি চা'লও পায় না! তবে এত অর্থের কি প্রয়োজন!" সূক্ষ্মদর্শী, অলক্ষ্যে তাঁহার অশ্রুপাত-দর্শন ও করুণবাক্য শ্রবণ-করিতেছিলেন; তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর; এমন সময় একজন চোর, এ গৃহে প্রবেশ করিল; চুপি চুপি অগ্রসর হওয়ার কালে, একটি স্ত্রীলোকের করুণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া মনে করিল, "এটি কৃপণের স্ত্রী"। "মোটেই ত চারিটি পয়সা; তাহারই জন্য এত! বাপ্‌রে বাপ্! যাহার এত অর্থ! এত ধন! এত দৌলত! তাহারই স্ত্রীর

এরূপ দুর্দ্দশা! এ ত ভয়ানক লোক! না, এ গৃহে চুরি করিব না! এরূপ ঘৃণিত অর্থ, আমি চাহি না", এই বলিয়া চোর স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। চোরের কথাগুলিও সূক্ষ্মদর্শীর কর্ণে পঁহুছিল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে! কৃপণের অর্থ, এতই ঘৃণিত যে, চোরেও চুরি করিল না!" রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি গৃহ-স্বামিনীকে অনেক প্রবোধ দিলেন; তিনি শান্ত হইয়া, গৃহ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সূক্ষ্মদর্শী, কৃপণকে, রাত্রির যাবতীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন; পাষণ্ডের মুখ-মণ্ডল শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইল; সে কত কি ভাবিতে লাগিল।

"মহাশয়! আমায় বিদায় দিন; এতদিন জানিতাম, কৃপণের ধন, চোরে চুরি করে ও আগুনে পোড়ে; কিন্তু এক্ষণে দেখিলাম, ইহা চোরেরও অস্পৃশ্য। আপনার মুখ-দর্শন ও অন্ন-ভক্ষণ, উভয়ই মহাপাপ। যে চারিটি পয়সার জন্য প্রাণ-প্রতিমা সহধর্ম্মিণীকে এরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কোনও কাজ নাই। কৃপণের ধন সর্ব্বাপেক্ষা "ঘৃণিত", এই সত্য, লোক-সমাজে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই, আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, আজ তাহা সিদ্ধ হইল; মহাশয়! আমি চলিলাম, আপনি পথে আসুন," এই বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী প্রফুল্লমনে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

রাত্রির কাহিনী শ্রবণে, আর ভৃত্যের প্রস্থান ও তিরস্কারে, কৃপণের মনে এক অভিনব ভাব আনয়ন করিল; সে অশ্রু-পূর্ণ

লোচনে, গৃহিণী-সমীপে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিতে লাগিল, "প্রিয়ে! এই ধন-দৌলত তোমায় অর্পণ করিলাম; তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর"। পুণ্যশীলা রমণী, সর্ব্বাগ্রে স্বামীর উত্তম আহারের বন্দোবস্ত করিলেন; দেব-সেবা, অতিথি-সেবা ও দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। সূক্ষ্মদর্শীর উপদেশ প্রভাবে, নরক আজ স্বর্গে পরিণত হইল!

অনন্তর, সূক্ষ্মদর্শী আশ্রম-স্বামীর আদিষ্ট দ্বিতীয় প্রশ্নের সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য, ভৃত্যবেশে, এক রাজ-ভবনে আশ্রয় লইলেন। এখানেও তিনি বিশ্বাস-ভাজন ও সর্ব্বজন-প্রিয় হইয়া উঠিলেন। রাজার শয়ন-কক্ষের সংলগ্ন এক কুঠরীতে তাঁহার শয়ন-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এক ঘোর অন্ধকার-ময়ী অমাবস্যার রজনীতে, জনৈক প্রসিদ্ধ চতুর চোর, রাজার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল; উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল; রাজা-রাণী গভীর নিদ্রায় বিভোর ছিলেন; শব্দ শুনিয়া, সূক্ষ্মদর্শীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; তিনি উঁকি মারিয়া অলক্ষ্যে দেখিলেন, এক কৃষ্ণবর্ণ, পিচ্ছিল-শরীর, ভীষণাকৃতি চোর, দণ্ডায়মান; কিয়ৎ-কাল পর, সে দুটি ক্যাস-বাক্সসহ বহির্গমনে উদ্যত হইল; তখন দৈব-ক্রমে রাজ-দম্পতীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল; এই সময় চোরের কার্য্য-দর্শনে সূক্ষ্মদর্শী চমৎকৃত হইলেন;—এক ভীষণ বিষধর রাণীর সুদীর্ঘ দোলায়মান কেশরাশি অবলম্বন করিয়া পালঙ্কোপরি উঠিতেছিল; তখন সে বাক্সদুটি নিঃশব্দে ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক জীবন বিপদাপন্ন করিয়া, অসম সাহসিকতার

সহিত সজোরে ইহার গলদেশ ধরিল; পরে নিজের শাণিত অস্ত্রদ্বারা ইহা দ্বিখণ্ড করিল। অনন্তর, সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "ভগবন্! আজ আমার জীবন সফল! আমি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও, রাজা-রাণীর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম! তাঁহারা আমার পুত্র-কন্যা সদৃশ! আমি কি করিয়া তাঁহাদের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিব! যাঁহাদের জীবন রক্ষা করিলাম, তাঁহাদের ধন-রত্নও অবশ্য রক্ষা করিব! অতএব, এ গৃহে চুরি করা হইবে না। অতঃপর, সে বাক্সদুটি যথাস্থানে রাখিয়া, অৰ্দ্ধ-খণ্ড সর্পসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সূক্ষ্মদর্শী, সমস্ত বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন! তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, "ভগবন্! আশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়", এই সত্য এ স্থানে প্রত্যক্ষ করিলাম!

সূক্ষ্মদর্শী, রাজার শয়ন-গৃহ সমস্ত রাত্রি চৌকি দিলেন; রাত্রি প্রভাত হইলে, রাজ-দম্পতী-সমীপে, যাবতীয় ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর, রাজা-রাণী তাঁহাদের জীবন-দাতার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে রাজ-ভবনে আনয়নপূর্ব্বক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার, আর বার্ষিক সহস্র মুদ্রা আয়ের এক জায়গীর প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। সে চৌর্য্য-বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

এ দিকে, সূক্ষ্মদর্শী রাজ-দম্পতী-সমীপে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। "মহারাজ! মহারাণি! 'আশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে

রক্ষণীয়', এই সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি ; আপনাদের গৃহে তাহা সিদ্ধ হইল ; আমায় বিদায় দিন্ ; আমি চলিলাম," এই বলিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাজা-রাণী তাঁহাকে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার দিলেন।

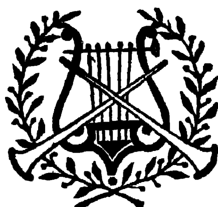
এইরূপে বন্ধু-চতুষ্টয়, আশ্রম-স্বামীর আদেশ সাতিশয় যোগ্যতার সহিত প্রতিপালন করিয়া, বিংশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার শেষ দিবস লাসার বন্দরে উপস্থিত ; পরে, পার্ব্বত্য দুর্গম পথের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, পঞ্চদশ দিবস পদব্রজে ভ্রমণের পর, পুনরায় সিদ্ধাশ্রমের দ্বারদেশে পঁহুছিলেন। আশ্রম-স্বামী তাহাদিগকে সাদরে অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন,— "বৎসগণ! যোগবলে আমি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি ; তোমাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধির প্রখরতা-দর্শনে আমি মুগ্ধ হইলাম ; তোমরা যে এরূপ দৃঢ়তার সহিত আমার আদেশ-পালনে সমর্থ হইবে, তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। তোমাদের ন্যায়, দৃঢ়চেতা ও কঠোর-কর্ম্মা মানব, অতি অল্পই দৃষ্ট হয় ; আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা ব্রহ্মলাভের যোগ্য হও। তোমাদিগকে এক্ষণে সিদ্ধাশ্রমের সেবকরূপে গ্রহণ করিলাম। দ্বিতীয় বর্ষে, শিষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথম প্রদেশে আসনপ্রাপ্ত হইবে ; পরে জ্ঞান ও কর্ম্মোন্নতির, সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে—দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রদেশে প্রবেশের যোগ্য হইবে। এই সপ্তম প্রদেশেই অশ্বত্থামা প্রভৃতি সপ্তচিরজীবীর

বাস; বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্রও, সে স্থানেই সুরক্ষিত। সপ্তম প্রদেশের ঋষিগণই ব্রহ্মলাভের যোগ্য!" বন্ধু-চতুষ্টয়, স্বামী-জীকে প্রণাম পূর্ব্বক,—স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধনে ব্রতী হইলেন।*

অনন্তর, তাঁহারা বহুবর্ষ কঠোর তপস্যা-প্রভাবে, ব্রহ্ম-লাভ করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল।

"জগজ্জিতং কেন?
মনোজিতং যেন।"

অর্থাৎ "মনোজেতা-বিশ্ব-বিজয়ী," এই সত্য সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল।



* বলি ও বিশ্বামিত্র, এ আশ্রমে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য ইহার নাম "সিদ্ধাশ্রম"।



এক ধর্ম্ম-নিষ্ঠ নৃপতির কথা।

(ধর্ম্মের বল)।



র্ব্ব কালে গঙ্গাতীরে "শ্রীকৃষ্ণপুর" নামে এক রাজ্য ছিল। মহাত্মা লক্ষ্মীপ্রসাদ সেই সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; রাধা-নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। যেরূপ কাশ্মীর "ভূ-স্বর্গ" নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ এ নগরও "দেব-নিবাস" নামে অভিহিত হইত; কারণ, ইহা যেমন প্রকৃতি-দেবীর প্রিয়-নিকেতন, আবার তেমনই, দেবোপম নর-নারীর আবাস-ভূমি। এ স্থানে জ্ঞানী জ্ঞানদ্বারা, ধনী ধনদ্বারা, আর বক্তা বাক্যদ্বারা সমাজের উন্নতি-সাধন করিতেন; ত্রিতলবাসী ক্রোড়পতিও কুটীরবাসী দীনহীন ব্যক্তিকে ঘৃণা না করিয়া আপন সৌভাগ্যের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতেন; এ স্থানে হিন্দু-মুসলমান দুটি

সহোদর ভ্রাতার ন্যায় বাস করিতেন এবং জন্মভূমির উন্নতি-বিধানে উভয়েই সমভাবে বদ্ধ-পরিকর থাকিতেন; এ স্থানে প্রজাগণ রাজাকে দেবতা বলিয়া মনে করিত; রাজা-রাণীর সুদীর্ঘ শান্তিময় জীবন কামনা না করিয়া, দৈনিক অন্ন গ্রহণ করিত না। রাজা লক্ষ্মীপ্রসাদও যাবতীয় সদনুষ্ঠানে মুক্ত-হস্ত ছিলেন; বিশেষতঃ, "অন্ন-দানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি" অর্থাৎ অন্ন-দানের ন্যায় দান কখনও ছিল না, আর কখন হবেও না, এই বাক্যটির মর্ম্ম তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার একটি "অন্ন-ছত্র" ছিল; তাহাতে দৈনিক পঞ্চসহস্র লোক অন্ন গ্রহণ করিত; সহরবাসী অথবা বিদেশাগত যাবতীয় অন্ধ-আতুর, দীন-দুঃখী, ধনী-নির্ধন, ভদ্রাভদ্র, সকল শ্রেণীর লোকই সাদরে গৃহীত হইত।

প্রাকৃতিক শোভা-দর্শনের জন্য, এ নগরে বহু দূরদেশাগত পান্থগণের সমাগম হইত। কোথায়ও পর্ব্বত-মালা, কোথায়ও বিচিত্র বৃক্ষশ্রেণী, কোথায়ও শ্যামল প্রান্তর, কোথায়ও বা ক্ষীণ-তোয়া বা গভীর সলিলা তরঙ্গিণী পান্থগণের মন-প্রাণ আকর্ষণ করিত। অনেক পর্য্যটক, রাজার উদারতা, আর রাধানগরের সৌন্দর্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, এ স্থানের অধিবাসী হইলেন; ক্রমে ক্রমে, ইহা একটি বহুজনাকীর্ণ নগর হইয়া উঠিল।

দীর্ঘকাল বহু লোকের ব্যয়-ভার-বহনে কোষাগার প্রায় শূন্য দেখিয়া, বিচক্ষণ রাজা, অর্থ রক্ষা ও পুরবাসিগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রাজধানীর

সন্নিকটে একটি বন্দর ছিল ; ঐ বন্দরে প্রতিদিন "বাজার," আর সপ্তাহে দুইবার "হাট" বসিত। রাজা ঘোষণা করিলেন, "রাজ্য-মধ্যে শ্রমশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, রাজ সরকার রাজকীয় "অন্ন-ছত্রে" কেবল অন্ধ-আতুর, রুগ্ন ও বৃদ্ধ-দিগকেই অন্নদান করিবেন, সবল দরিদ্র ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনার্থ সরকার হইতে উপযুক্ত মূলধন প্রাপ্ত হইবে এবং ক্ষুদ্র দোকানদারগণের যাবতীয় অবিক্রীত দ্রব্য সরকার পক্ষ যথোচিত মূল্যে প্রত্যহ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবেন"। এই ঘোষণাবলে, হাট ও বাজার-মধ্যে বিবিধ দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল ; শ্রমশীল লোকের অভাবজনিত কোনও কষ্ট রহিল না। রাজ-সরকার ঘোষণার অনুরূপ কার্য্যে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা রাজ্য-মধ্যে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি-সাধন এবং অর্থ-বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে দশ বৎসর অতীত হইল। রাধানগরের বন্দর, একটি প্রধান ব্যবসায় স্থান হইয়া উঠিল।

সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালে কুত্রাপি হিংসক লোকের অভাব হয় না ; তাহাদের শঠতার সুদর্শন-চক্রে ও প্রতারণার নিদারুণ নাগ-পাশে আবদ্ধ না হন, এরূপ ভাগ্যবান্ লোক অতি বিরল। মহামতি লক্ষ্মীপ্রসাদকেও এরূপ হিংসকের চক্রে কিয়ৎকাল বিড়ম্বিত হইতে হইল।

শ্রীকৃষ্ণপুর রাজ্যের উন্নতি-দর্শনে, প্রতিবেশী জনৈক রাজা, হিংসাপরবশ হইয়া, লক্ষ্মী-প্রসাদের অনিষ্ট-সাধনে ব্রতী হইলেন।

লোকে বলে,—

নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ,
পক্ষী-ধূর্ত্তশ্চ বায়সঃ,
পশুনাং জাম্বুকী ধূর্ত্তঃ
দেব-ধূর্ত্তশ্চ নারদঃ।

মনুষ্য-সমাজে নাপিত ধূর্ত্ত, পক্ষী মধ্যে কাক, পশু মধ্যে শৃগাল, আর দেবতা মধ্যে ধূর্ত্ত নারদ।

এরূপ একজন ধূর্ত্ত নাপিত, উক্ত হিংসা-পরায়ণ রাজার নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির প্রলোভনে, তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় হইল। বন্দরে যে কোন দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেই মূল্য মিলে, ইহা দেখিয়া, উক্ত দুষ্ট নাপিত, এক বীভৎসাকৃতি অলক্ষ্মী-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। অনন্তর, একদিন প্রাতঃকালে, ইহা বিক্রয়ের জন্য বন্দরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল, তথাপি কেহ তাহার ছায়াও স্পর্শ করিল না। অতঃপর, ধূর্ত্ত সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজ-কছারীতে গমন করিয়া বিক্রয়াপ্রার্থী হইল। অমাত্যগণ বলিলেন, “আমরা ইহা ক্রয় করিব না, এটি অলক্ষ্মী-মূর্ত্তি”। মহারাজ, উত্তর করিলেন, “না, তা নয়; আমি সত্যে আবদ্ধ; ইহা ক্রয় করিতেই হইবে; ধর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন”। অমাত্যগণ রাজাদেশক্রমে উক্ত মূর্ত্তি এক টাকা মূল্যে ক্রয় করিলেন। নাপিত, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পরশ্রী-কাতর রাজার নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করিল। এদিকে, অলক্ষ্মী প্রবেশের দিন হইতেই, রাজ-লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন।

রাজ্য-মধ্যে অগ্নি-ভয়, দস্যু-ভয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। প্রজাগণ, "ত্রাহি মাং মধুসূদন-ধ্বনি," করিতে লাগিল, পক্ষান্তরে মহারাজ, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ", এই মূল-মন্ত্র স্মরণ করিয়া, নীরব ও নিশ্চল রহিলেন।

একদিন নিশীথ-সময়ে মহারাজ, একাকী উদ্যানে উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, "ভগবন্! আমায় রক্ষা কর; তুমিই আমার বল, তুমিই আমার ভরসা"। এমন সময়, রাজ-লক্ষ্মী ম্লান-মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, আমি কৃষ্ণপুর রাজ্যের লক্ষ্মী; আমায় বিদায় দিন্'। মহারাজ, মা লক্ষ্মীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া, সাতিশয় বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "মা! তোমায় বিদায় দিতে পারিব না; তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর"।

"কি করি, মহারাজ, অলক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস করিতে পারি না", এই বলিয়া, দেবী ম্লান-গম্ভীর ভাবে প্রস্থান করিলেন।

রাজ-লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানের পর, "রাজ-গৃহের শোচনীয়াবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। অমাত্য, পাইক, বরকন্দাজ, সব ম্রিয়মাণ; আফিস-আদালত জন-শূন্য; রাজস্ব-আদায় বন্ধ; দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর উৎপীড়নে, নগর হাহাকারপূর্ণ; কোলাহল-পূর্ণ বন্দর ও রাজ-পথ, শ্মশান-ক্ষেত্রের ন্যায় নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "মাহারাজ অলক্ষ্মী ক্রয় করিয়াই, এই বিপদ আনয়ন করিয়াছেন"।

সংসারে সমভাবাপন্ন স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন দুর্লভ হইলেও, এ রাজ-ভবনে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। রাজা যেমন ধর্ম্মশীল, রাণীও তেমনই ধর্ম্মশীলা; পতি-গত-প্রাণা মহারাণী, এ বিপৎকালে মহারাজকে চক্ষের অন্তরাল হইতে দিতেন না; সর্ব্বদা অন্তঃপুরে রাখিয়া সান্ত্বনা ও সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

কবি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন ঃ—

পতিব্রতার হাসিতে মুক্তা ঝরে! বচনে অমৃত ক্ষরে! প্রতি পাদক্ষেপে, এক একটী "পীঠ" স্থানের সৃষ্টি হয়! প্রভাবে অভাব নষ্ট হয়! বাস-স্থানে দেবগণ পুষ্প-বর্ষণ করেন! সেস্থানে সুখের উৎস ও শান্তির প্রস্রবণ চিরবিরাজমান!

মহারাণীর চরিত্র-মাধুর্য্যে মহারাজের সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল এবং মানসিক সজীবতাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

একদিন রাত্রিকালে মহারাজ ও মহারাণী, উভয়ে একস্থানে বসিয়া আকুল-হৃদয়ে ভগবানের উপাসনা করিতেছিলেন, এমন সময় এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি ধর্ম্ম; লক্ষ্মী ও আমি, উভয়ে একস্থানেই অবস্থিতি করি; লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন,—আমাকেও বিদায় দিন্"। রাজা ও রাণী ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্ম-দেবতার পদ-ধূলি লইলেন। অনন্তর, মহারাজ, অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে ও বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, "প্রভো! সে কি কথা! আপনার জন্যই আমাদের এ সর্ব্বনাশ! দেব! বলুন, আপনি কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন! মহারাণীও

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! সব ছাড়িতে পারি, তোমাকে ছাড়িতে পারিব না! তুমি থাকিলেই, আমাদের সব থাকিবে"। ধর্ম্ম উত্তর করিলেন, "মা! তোমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ! আর ভয় নাই। মা গো!

যে করে আমার আশ,
আমি করি, তার সর্ব্বনাশ!
তথাপি যে না ছাড়ে, আমার পাশ,
তার হই আমি, দাসের দাস!

মা! তোমরা, দুর্ভাগ্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াও, যখন আমাকে পরিত্যাগ কর নাই,—তখন আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না।

মহারাজ! আপনার গৃহেই রহিলাম। যিনি আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, আমিই তাহাকে রক্ষা করি; আমারই প্রভাবে, অধঃপতিত জীবন ও জাতির উত্থান হয়; আমারই প্রভাবে,—নিরাশ্রয়া বালবিধবার অনাথ বালক, কালে, মনুষ্য-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হয়; আমারই প্রভাবে, কলির প্রসার প্রতিহত থাকে। মহারাজ! আপনার এক এক বিন্দু অশ্রু-পাতে এক একটি শত্রু-নিপাত হইয়াছে। আপনার রাজ্যে সুখ-শান্তি, পুনঃ-স্থাপিত হইবে এবং আপনি মেঘ-মুক্ত দিবাকরের ন্যায় প্রফুল্ল-ভাবে কালযাপন করিবেন," এই বলিয়া ধর্ম্ম অদৃশ্য হইলেন।

ধর্ম্ম রহিলেন; কাজেই, লক্ষ্মীও ফিরিয়া আসিলেন। মা লক্ষ্মীর কৃপায়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহ দূরীভূত হইল;

রাজ্য-মধ্যে পুনঃ সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিতে লাগিল; ভগবানের চক্রে, হিংসাপরায়ণ, দুষ্ট রাজার রাজ্য, মহাত্মা লক্ষ্মীপ্রসাদের অধিকারে আসিল; আপন পাপ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, ধূর্ত্ত নাপিতও অনুতপ্ত হইয়া, মহারাজের শরণাপন্ন হইল। সর্ব্বত্র সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিল :—

"বাস্তবিক মিথ্যা নয়,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়!
আর যত হিংসা তত ক্ষয়"!





পৌরাণিক হিত-কথা ও কাহিনী

(স্ত্রী-ধর্ম্ম ।)



দেবী পার্ব্বতী মহাদেবের অনুরোধে স্ত্রী-ধর্ম্ম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যথা ঃ—"হে দেব মহেশ্বর !

১। যে সু-স্বভাবা, সু-বচনা, সুশীলা ও সুখ-দর্শনা সীমন্তিনী, পতির মুখ পুত্র-মুখ-সদৃশ নিরীক্ষণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম চারিণী হন।

২। শুভ দম্পতী-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, যে নারী ধর্ম্ম-পরায়ণা হন এবং পতির তুল্য ব্রতাচরণ করেন, সেই পতিব্রতা সতত পতিকে দেববৎ দর্শন করেন।

৩। যিনি দেবতুল্য পতির শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করেন, পতির বশীভূতা হইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে সুমনা, সুব্রতা ও সুখ-দর্শনা হন এবং যে নারী অনন্যচিত্তা ও সুবদনা, তিনিই ধর্ম্ম-চারিণী হইয়া থাকেন।

৪। পতি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে এবং ক্রুদ্ধ-লোচনে নিরীক্ষণ করিলেও, যে নারী স্বামীর সম্মুখে সুপ্রসন্নমুখে অবস্থিতি করেন, তিনিই পতিব্রতা।

৫। যে নারী দরিদ্র, ব্যাধিত, দীন ও পথ-শ্রান্ত পতিকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন, তিনিই ধর্ম্ম-চারিণী হন।

৬। যে নারী প্রযতা ও দক্ষা এবং যিনি পুত্রবতী, পতিব্রতা ও পতি-প্রাণা, তিনিই ধর্ম্ম-চারিণী হন।

৭। যে নারী সুপ্রীতা, বিনয়-বতী ও অনন্যমনা হইয়া সতত পতির পরিচর্য্যা করেন, তিনিই ধর্ম্ম-ভাগিনী।

৮। যিনি নিত্য অন্ন-দানে কুটুম্বগণকে প্রতিপালন করেন, যিনি পতির প্রতি যেরূপ অনুরাগ-সম্পন্না, কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখে সেইরূপ অনুরাগিণী নহেন, সেই নারীই ধর্ম্ম-ভাগিনী।

৯। যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন এবং গৃহ সমূহ সুন্দররূপে মার্জ্জনা ও গোময়দ্বারা লেপন করেন; যিনি নিয়ত কার্য্য-তৎপরা এবং পতির সহিত দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে যথাবিধি দান করিয়া শেষান্ন ভোজন করেন, যাহার পরিজনগণ সতত পরিতুষ্ট রহে, সেই নারীই ধর্ম্ম-ভাগিনী হন।

১০। যে গুণবতী সতী, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ-বন্দনা করেন এবং মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমতী থাকেন, তিনিই ধর্ম্ম-ভাগিনী।

১১। যে নারী, ব্রাহ্মণ, দুর্ব্বল, অনাথ, দীন, অন্ধ ও কৃপা পাত্রগণকে অন্নদানে প্রতিপালন করেন, তিনিই ধর্ম্ম-ভাগিনী হন।

১২। যিনি পতি-গত-প্রাণা ও পতি-হিতকারিণী, তিনিই পতিব্রত-ভাগিনী।

১৩। যে নারী পতিকে পরম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তিনিই পতিব্রতা। সেই পতি-সেবাই তাঁহার পুণ্য, পতি-সেবাই তাঁহার তপস্যা এবং পতি-সেবাই তাঁহার সনাতন স্বর্গ।

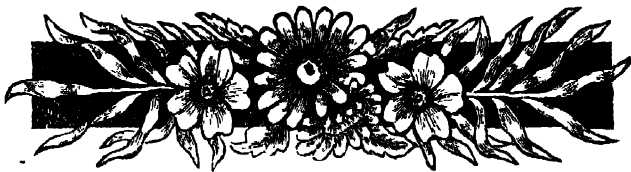
১৪। নারীগণের পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গতি; পতির প্রসন্নতার ন্যায় স্বর্গবাসও সুখদায়ক নহে।

হে দেব মহেশ্বর! তুমি প্রসন্ন থাকিলে, আমি স্বর্গবাসও অভিলাষ করি না।

হে দেব! এইত আমি স্ত্রী-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

যে নারী এইরূপ হইবেন, তিনিই পতিব্রতা।"





বক-ঋষি ও ইন্দ্রের কথোপকথন



ভীষণ দেবাসুর-সংগ্রাম নিষ্পন্ন হইলে, ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলেন। মেঘসকল যথাসময়ে বারি-বর্ষণ করিতে লাগিল; প্রজাগণ শস্য-সম্পন্ন, সচ্চরিত্র, নিরাময় ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইল; লোকসকল আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। দেবরাজ, প্রজামণ্ডলীকে উৎফুল্ল দেখিয়া, ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক বিচিত্র আশ্রম, নানাবিধ নদ-নদী, গ্রাম, সমৃদ্ধিশালী নগর, জন-পদ, ধার্ম্মিক রাজগণের রাজধানী, বাপী, তড়াগ ও সরোবর সকল, আহ্লাদিত চিত্তে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া, পরম রমণীয় বক-ঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। বক-ঋষিও দেব-রাজকে দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফল-মূল দানে তাঁহার পূজা করিলেন। ইন্দ্র বক-ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে

ব্রাহ্মণ! আপনি শত সহস্র বৎসর যাবৎ জীবিত আছেন; অতএব চিরজীবিগণের সুখ ও দুঃখের বিষয় আমার নিকট বর্ণনা করুন।" বক-ঋষি ইন্দ্রের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। যথা:—

চিরজীবিগণের সুখ।

১। হে ইন্দ্র! কুমিত্রকে আশ্রয় না করিয়া, যিনি দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশভাগেও স্বগৃহে শাক মাত্র পাক করিয়া, জীবন-ধারণ করেন, তাঁহা হইতে আর অধিকতর সুখী কে?

২। হে ইন্দ্র! যাঁহার নিমিত্ত দিন গণিত হয় না, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ঔদরিক বলেন না; স্বগৃহে শাক পাককারী এবম্বিধ ব্যক্তিগণই সুখী।

৩। কাহারও আশ্রয় ব্যতিরেকে, স্ব ক্ষমতায় উপার্জ্জিত ফল বা শাকান্ন গ্রহণও বহুগুণে শ্রেয়ঃ। প্রত্যহ পর-গৃহে পলান্ন-ভোজনও কুকুর অথবা রাক্ষস-বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়।

৪। যে ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ, অতিথি ও ভৃত্যগণকে অন্ন ভোজন করাইয়া, অবশিষ্ট নিজে ভোজন করেন, তাহা হইতে অধিক সুখী কে? অতএব হে দেবরাজ! এরূপ অন্নই সুসম্পন্ন ও সুপবিত্র অন্ন বলিয়া গণ্য হয়। সেই অতিথি প্রভৃতির অন্ন-দাতা, যত সংখ্যক অন্ন-পিণ্ড-ভক্ষণ করেন, তত সংখ্যক গো-দানের ফল প্রাপ্ত হন এবং তাহার যৌবনকালের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়।

৫। যিনি স্ব-গৃহে স্বোপার্জ্জিত অন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, তাঁহাদিগকে দক্ষিণা-দান পূর্ব্বক, স্বয়ং জল দ্বারা তাঁহাদের হস্ত ধৌত করিয়া দেন, তিনি যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত হন। হে ইন্দ্র! এবম্বিধ ব্যক্তিগণই সুখী।

চিরজীবিগণের দুঃখ।

১। হে দেবরাজ! অপ্রিয়ের সহিত বাস, প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ও অসৎ ব্যক্তির সহিত সংযোগ নিতান্ত দুঃখপ্রদ।

২। পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্‌গণের বিনাশ এবং অন্যের অধীনতা-জনিত যে কষ্ট, তাহা একান্ত মর্ম্মভেদী।

৩। অর্থ-হীন পুরুষ যে অন্য হইতে অবজ্ঞা ও পরাভব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে আর অধিকতর দুঃখের বিষয় কি?

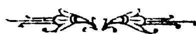
৪। সদ্‌বংশজাত ব্যক্তিগণ যে নীচবংশীয়দের বশবর্ত্তী হইয়া, ক্লেশ প্রাপ্ত হন এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা যে ধনী হইতে অবজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, ইহা হইতেও আর অধিকতর দুঃখজনক কি আছে?

৫। জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ সুখ-ভোগ করেন, আর পণ্ডিতগণ ক্লেশ প্রাপ্ত হন, এ দৃশ্যও নিতান্ত দুঃখজনক।

হে ইন্দ্র! চিরজীবিগণ এবম্বিধ অনেক দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন।

দেবরাজ, এই সমস্ত বহুল বিষয় অবগত হইয়া, বক-ঋষিকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, স্বর্গ-ধামে যাত্রা করিলেন।

দেব-বালকের অমিয়-ভোগ।



কপোত ও কপোতীর উপাখ্যান। *

দাম্পত্য প্রেম

ও

শরণাগতের সংরক্ষণে স্বর্গলাভ।

কোনও বনে এক পক্ষি-ঘাতক ব্যাধ বাস করিত; পক্ষি-মাংস বিক্রয়ই তাহার জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। একদিন রাত্রিকালে, সেই পাষণ্ড পক্ষী ধরিবার মানসে, যষ্টি, শলাকা, জাল ও পিঞ্জরসহ বন-ভ্রমণ করিয়া, একটি পক্ষী লাভেও সমর্থ হইল না। ইতিমধ্যে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল; দেখিতে দেখিতে নক্ষত্রসমূহ অদৃশ্য হইয়া গেল; কিয়ৎ-কাল পরে প্রচুর বারিবর্ষণ ও প্রবল বায়ুসঞ্চরণ আরম্ভ হইল; ক্ষণকাল মধ্যে বৃক্ষ সকল সমুৎপাটিত ও বন-ভূমি জল-পূর্ণ হইয়া গেল; পশু সকল উচ্চভূমি আশ্রয় করিল এবং বিহঙ্গমগণ

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

হত অথবা অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া রহিল। এমন সময়, সেই ব্যাধ শীতার্ত্তশরীরে গমন করিতে করিতে একটি ভূ-পতিতা ও শীতবিহ্বলা কপোতী দেখিতে পাইল। সেই পাপাত্মা স্বয়ং বিপন্ন হইলেও, বিপন্ন পক্ষীটির প্রতি কোনও দয়া-প্রদর্শন না করিয়া, তাহাকে নিজ পিঞ্জরমধ্যে বদ্ধ করিয়া লইল।

অনন্তর আকাশমণ্ডল নির্ম্মল হইলে, সেই ব্যাধ রাত্রি যাপন উদ্দেশ্যে, কম্পিতকলেবরে, এক বিশাল বট-বৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই বৃক্ষের শাখায় এক বিচিত্র কপোত পক্ষী বাস করিত। তাহার ভার্য্যা প্রাতঃকালে আহার অন্বেষণ করিতে বনান্তরে গমন করিয়াছিল। রাত্রি দ্বি-প্রহর হইল, তথাপি সে গৃহে প্রত্যাগমন করিল না, ইহা দেখিয়া, সেই পক্ষী সন্তপ্তহৃদয়ে বলিতে লাগিল, "ইতিপূর্ব্বে প্রবল ঝড় ও প্রচুর বারি-বর্ষণ হইয়া গিয়াছে; আমার প্রেয়সী এখনও গৃহে আসিলেন না কেন? বন-মধ্যে তাঁহার ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? প্রিয়া-বিরহে আমার কুটীর শূন্য বোধ হইতেছে। ভার্য্যাহীন লোকের গৃহ, ধন-জনপরিপূর্ণ হইলেও, শূন্য বোধ হইয়া থাকে; পণ্ডিতেরা গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন। গৃহিণী-বিহীন গৃহ অরণ্যসদৃশ। হায়! আমার সেই আরক্তনয়না, বিচিত্রাঙ্গী, মধুরভাষিণী সহধর্ম্মিণী যদি প্রত্যাগমন না করেন, তবে আমার জীবনের আর প্রয়োজন কি? যে পতিব্রতা, আমি অভুক্ত থাকিলে, ভোজন করেন

না; অস্নাত থাকিলে, স্নান করেন না; উপবিষ্ট না হইলে, উপবেশন করেন না; শয়ন না করিলে, শয়ন করেন না; আমি তুষ্ট হইলে, যিনি তুষ্টা; দুঃখিত হইলে, দুঃখিতা হন; আমি প্রবাসে গমন করিলে, যাঁহার মুখমণ্ডল ম্লান হয়, এবং ক্রুদ্ধ হইলে, যিনি প্রিয়কথা বলেন, আমার সেই পতি-গতপ্রাণা প্রেয়সী কোথায় গেলেন! ভূলোকে যাহার এরূপ ভার্য্যা আছে সেই পুরুষই ধন্য! আহা! সেই অনুরক্তা, সুস্থিরা, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, ভক্তি-শালিনী, যশস্বিনী তপস্বিনী, আমি শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইলেই জানিতে পারেন। যাহার প্রিয়তমা ভার্য্যা আছে, সে যদি বৃক্ষমূলেও বাস করে, তাহাই তাহার গৃহস্বরূপ; আর প্রিয়াহীন লোকের প্রাসাদও দুর্গম অরণ্যতুল্য বোধ হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যাই পুরুষের পরম প্রয়োজন সাধন করে; সহায়-হীন পুরুষের লোক-যাত্রা নির্ব্বাহপক্ষে, ভার্য্যাই সহায় হয়। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধের ন্যায়, চিররুগ্ন ও চিরক্লিষ্ট মানবের পক্ষে, ভার্য্যার সমান আর কেহই নাই। ভার্য্যার সমান বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আশ্রয় নাই এবং জনসমাজে ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়েও ভার্য্যার সমান সহায় আর কেহই নহে। যাহার গৃহে পতিব্রতা ও প্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে গমনই শ্রেয়ঃ; তাহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য, উভয়ই সমান।”

কপোত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল। নিষাদের হস্ত-গতা কপোতী পতির করুণবাক্য শ্রবণে, সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া বলিল, “আহা! আমি নিতান্ত ভাগ্যবতী। আমার পতি

কি প্রিয়-বাদী! আমার গুণ থাক্ বা না থাক্, তিনি ইহার কতই না প্রশংসা করিলেন! আমি ত তাঁহার দাসী হওয়ারও যোগ্যা নহি! নারায়ণ! আমার স্বামীকে দীর্ঘজীবী কর। প্রভু! সাত জন্ম যেন এমন স্বামী হয়। আহা! যে নারীর প্রতি পতি সন্তুষ্ট, তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। পতি সন্তুষ্ট থাকিলে, সকল দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন। অবলাগণের পতিই পরম দেবতা। পুষ্প-স্তবক-শালিনী লতা যেমন দাবানল দ্বারা দগ্ধ হয়, স্বামী অসন্তুষ্ট থাকিলে, স্ত্রীও সেইরূপ দগ্ধীভূতা হইয়া থাকেন।" ব্যাধ-হস্ত-গতা, দুঃখার্ত্তা কপোতী তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিয়া, শোকাকুল পতিকে বলিল, "নাথ! আমি তোমাকে একটি কল্যাণের কথা বলিতেছি; তদনুরূপ কার্য্য কর। নাথ! তোমার আশ্রমে সমাগত ব্যক্তিকে বিশেষরূপ যত্ন কর; তিনি শীতার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন; ব্যাধ হইলেও, তিনি আজ তোমার গৃহে অতিথি; অতিথি পরম দেবতা; অতএব তাঁহার সৎকার কর। নাথ! যে গৃহস্থ যথাশক্তি অতিথিসৎকার করেন, শুনিয়াছি, তিনি পরকালে অক্ষয় লোক লাভ করেন। নাথ! তুমি এক্ষণে পুত্র কন্যার মুখ-দর্শন করিয়াছ; অতএব স্বকীয় দেহের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক, যেরূপেই হউক, ইহাকে সন্তুষ্ট কর। নাথ! আমার জন্য সন্তাপ করিও না; আমি পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়াও তোমার গুণ কীর্ত্তন করিব। নাথ! যদি তুমি জীবিত থাক, তবে, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত, অন্য পত্নী গ্রহণ করিও; এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিও।"

কপোত নিজ পত্নীর ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক, অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে যথাবিধি ব্যাধের সৎকার করিয়া বলিল, "দেব, আপনি সন্তপ্ত হইবেন না ; বিবেচনা করুন, যেন আপনি নিজ গৃহেই রহিয়াছেন। এক্ষণে বলুন দেখি আপনার কি প্রয়োজন ?" ব্যাধ কপোতের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বলিল, "আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি ; আমার জীবন যায় ; আমাকে রক্ষা কর।"

কপোত, ধরাতলে কতকগুলি শুষ্ক পত্র বিস্তীর্ণ করিয়া, অঙ্গারশালায় গমনপূর্ব্বক অগ্নি লইয়া আসিল ; পরিশেষে অগ্নি প্রদীপ্ত করিল। ব্যাধ, অগ্নিতাপে জীবনলাভ করিয়া, কপোতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "বিহঙ্গম ! তোমার দয়ার সীমা নাই। আমাকে শীত হইতে রক্ষা করিলে, এক্ষণে কিছু আহার প্রদান কর ; আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি।" "দেব ! আমার এমন কোনও খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত নাই যে, তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারি। প্রতিদিন যাহা, আহরণ করি, তাহাই আহার করি ; কিছুই সঞ্চিত রাখিতে পারি না," এই বলিয়া, কপোত, বিপন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া, কি করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিতে লাগিল। অতঃপর, সে কিছু সুস্থ হইয়া, ব্যাধকে বলিল, "দেব, কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন ; আমি আপনাকে পরিতৃপ্ত করিব।" অনন্তর, কপোত, শুষ্ক পর্ণরাশি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে ব্যাধকে বলিল, "দেব ! আমি, দেবগণ, পিতৃগণ ও মহানুভব ঋষিগণের

নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিপূজনে অতিশয় ধর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব, হে প্রিয়দর্শন! আমার দগ্ধ মাংসভক্ষণে আপনি পরিতৃপ্ত হউন।"

এই বলিয়া, মহামতি কপোত "নারায়ণ" "নারায়ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে, হাসি-হাসি মুখে তিনবার সেই অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিল। ব্যাধ, কপোতের কার্য্যদর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া, কপোতীকে মুক্ত করিয়া দিল এবং স্বীয় বৃত্তি ও জীবনের নিন্দা করিতে করিতে, স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

ব্যাধ প্রস্থান করিলে, কপোত-বনিতা নিতান্ত দুঃখিতা ও শোকার্ত্তা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "নাথ! তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিলে, এরূপ মনে হয় না; বহুপুত্রবতী নারীও বিধবা হইলে, শোকাকুলা হইয়া থাকেন। পতিহীনা দুঃখিনী নারী, বন্ধুগণেরও অনাদরের সামগ্রী। নাথ! তুমি সর্ব্বদা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ; মধুর ও মনোহর বচনে আমার মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি কর নাই। শৈল-কন্দরে, নদীনির্ঝরে ও রমণীয় তরুশিখরে আমি তোমার সহিত বিহার করিয়াছি; আকাশগমনকালেও আমি তোমার সহিত সুখে সঞ্চরণ করিয়াছি। হে নাথ! আমি পূর্ব্বে তোমার সহিত যে সকল সুখভোগ করিয়াছি, অদ্য তাহার কিছুই নাই। মাতা-পিতা ও পুত্রগণ পরিমিত সুখ প্রদান করে। অপরিমিত সুখদাতা স্বামীকে কে না পূজা করিয়া থাকেন! পতির সমান নাথ



অতিথি-পরায়ণ কপোতের অগ্নিতে

আত্ম-বিসর্জ্জন।

নাই ; পতির সমান সুখের সামগ্রী নাই ; অতএব, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক, অবলাগণের একমাত্র পতিই অবলম্বনীয়। হে নাথ! তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবনের কোনও প্রয়োজন নাই। কোন্ সাধ্বী সীমন্তিনী পতিহীনা হইলে, জীবন দুর্ব্বহ বোধ না করেন!" শোকার্ত্তা, পতিব্রতা কপোতী, করুণ স্বরে এইরূপ বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া, প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিল। অনন্তর কপোতবনিতা, বিচিত্র মালা ও বসনভূষণে বিভূষিত, বিমানস্থ পতিকে পুণ্যাত্মগণ পূজা করিতেছেন, দেখিতে পাইল। কপোত স্বর্গলোকে গমন করিয়া নিজ কর্ম্মানুযায়া সুখ-শান্তিতে প্রিয়ার সহিত বিহার করিতে লাগিল। এইরূপে শরণাগতের জীবনরক্ষণে কপোত-কপোতীর স্বর্গলাভ হইল।

সুমনা ও শাণ্ডিলীর উপাখ্যান। *

পতি-সেবাই সতীর স্বর্গলাভের উপায়।

কেকয়রাজতনয়া সুমনা, দেবলোকে সর্ব্বজ্ঞ ও মনস্বিনী শাণ্ডিলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কল্যাণি! তুমি কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এ দেবপুরে আগমন করিয়াছ? তুমি স্বকীয় তেজে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছ! দেবি! আমায় বল,

* মহাভারত— অনুশাসন পর্ব্ব।

তুমি কিরূপ দান, ধ্যান, জপ, তপ ও ব্রত-নিয়মের বলে, এ দুর্লভ লোকের অধিবাসিনী হইলে?" চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমধুর বাক্যে উত্তর করিলেন, "ভগিনি! আমি কষায়বসনা অথবা বল্কলধারিণী নহি; আমি জপ, তপ, দান, ব্রত কিছুই জানি না; আমি মুণ্ডা (১) অথবা জটিলা (২) হইয়া, দেবত্ব প্রাপ্ত হই নাই। পতি-সেবাই আমার দান, পতিসেবাই আমার দক্ষিণা; পতি-সেবাই আমার জপ, পতি-সেবাই আমার তপ। আমি কখনও পতির অপ্রিয় ও অহিতাচরণ করি নাই; দারুণ বাক্যবাণে কখনও পতির মন বিদ্ধ করি নাই। দেবি! আমি দেবদ্বিজ ও অতিথি সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম; শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষায় কখনও অবহেলা করিতাম না; নিষ্ঠুরাচরণ, বৃথাভাষণ, দ্বারদেশে অবস্থান ও পরকুৎসা-কীর্ত্তন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতাম। বহুক্ষণ কাহারও সহিত আলাপ করিতাম না; পতি গৃহাগত হইলে, তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া, পূজা করিতাম। পতির অপ্রিয় খাদ্য, আমারও অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইত; আশ্রিত ও আগন্তুক ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য যত্ন করিতাম। গৃহসমূহ পরিষ্কৃত ও গৃহসামগ্রী সুশৃঙ্খল রাখিতাম। পতি বিদেশে গমন করিলে কেশরচনা, মাল্যধারণ ও অনুলেপন পরিবর্জ্জন করিতাম; পতি, সুখে শয়িত থাকিলে, কার্য্য থাকিলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম না।

(১) কেশরহিতা; নেড়ী। (২) জটাযুক্তা।

স্বামীকে কোন প্রকারেই সন্তপ্ত, বিরক্ত ও বিপন্ন করিতাম না। যাবতীয় গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখিতাম, এবং সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিতাম। দেবি! ইহাই আমার মন্ত্রতন্ত্র, ইহাই আমার সাধনা, ইহাই আমার তপস্যা এবং এই তপস্যা-প্রভাবেই, আমি দেবত্বলাভ করিয়াছি।" তপস্বিনী শাণ্ডিলী, সুমনাকে এইরূপ বলিয়া, অদৃশ্যা হইলেন।

লক্ষ্মীর বাসস্থান। *

একদিন রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণসমীপে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি! তুমি কিরূপ স্ত্রী-পুরুষে সতত বসতি কর এবং কিরূপ স্থান অথবা নরনারী তোমার অপ্রীতিভাজন?"

১। লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, "ভগিনি! আমি প্রতিভা-সম্পন্ন, অনলস, কার্য্যদক্ষ, অক্রোধন, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষের নিকট সতত বসতি করিয়া থাকি।

২। যে পুরুষ কর্ম্মক্ষম নহে, নাস্তিক, বর্ণসঙ্করকারী, কৃতঘ্ন, নষ্টচরিত্র, কর্কশভাষী, চৌর ও গুরুদ্বেষী, আমি তাহাদের নিকট কখনও বাস করি না।

৩। যাহারা এক বিষয় চিন্তা করিয়া, বিষয়ান্তরে দৃষ্টি করে, আমি কখনও তাহাদের নিকট স্থির থাকিতে পারি না।

* মহাভারত—অনুশাসন পর্ব্ব।

৪। যে ব্যক্তি কোনও উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে না, এবং যাহার আত্মা স্বভাবতঃ অবসন্ন, সেই অল্প সন্তোষপর মানবগণের নিকট আমি সম্যক্‌রূপে বসতি করি না।

৫। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধ-সেবা-নিরত, দান্ত, কৃতাত্মা, ক্ষমাশীল ও সমর্থ পুরুষের নিকট এবং ক্ষমাশীলা, দান্ত, সত্যস্বভাবা, সরলা, পতিব্রতা, প্রিয়ংবদা ও দেব-দ্বিজ-পূজনশীলা অবলায় আমি সতত বসতি করি।

৬। যে অবলার গৃহসামগ্রীসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং যে অপরিণাম-দর্শিনী, লজ্জাহীনা, পতির প্রতিকূল-বাদিনী ও সতত পর-গৃহ-বাসে অনুরক্তা, এরূপ রমণীকে আমি পরিবর্জ্জন করিয়া থাকি।

৭। যে রমণী পতিব্রতা, সত্য-বাদিনী, কল্যাণশীলা, বিভূষিতা, প্রিয়দর্শনা, সৌভাগ্য-যুক্তা ও গুণান্বিতা, আমি তাহার নিকট নিয়ত বসতি করি; আর নির্দ্দয়া, অপবিত্রা, ক্রোধনা, ধৈর্য্যহীনা, কলহপ্রিয়া, নিদ্রালু ও সতত শয়ানা রমণীকে আমি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

৮। সর্ব্ববিধ যানে, কন্যাগণে, বিভূষণে, যজ্ঞস্থলে, বৃষ্টি-বিশিষ্ট মেঘ-মণ্ডলে, প্রফুল্ল-নলিনী-দলে, শারদীয় নক্ষত্র-নিকরে, গজ-যূথে, গোষ্ঠে, আসনে, এবং বিকসিত কমলে ও কমল-শোভিত সরোবর সকলে, অধিক কি সমস্ত রমণীয় বস্তুতেই আমি বসতি করি।

৯। হংস-স্বননিনাদিত, বিকীর্ণ তটস্থিত তরুরাজিবিরা-

ভিত, তপস্বি-সিদ্ধ ও দ্বিজগণ-নিষেবিত, বহুল সলিলশালী সরিৎ সকলে আমি সতত বসতি করি।

১০। মত্তগজে, গোবৃষভে, নরেন্দ্রে, সিংহাসনে ও সৎ-পুরুষে এবং যে স্থানে লোক হুতাশনে হোম করে অথবা গো ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করে, সময়ানুসারে পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা পূজা করে, সেইস্থানে আমি নিয়ত বসতি করি।

১১। সতত অধ্যয়ননিরত দ্বিজে, ধর্ম্ম-রত ক্ষত্রিয়ে, কৃষি-কার্য্যানুরক্ত বৈশ্যে এবং শুশ্রূষারত শূদ্রে আমি বসতি করি।

১২। আমি নারায়ণের নিকট একমনা মূর্ত্তিমতী হইয়া বাস করি, অন্য কোথায়ও এরূপভাবে বাস করি না। আমি যে পুরুষের নিকট আদরের সহিত বাস করি, সে, ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ লাভ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

লক্ষ্মী ও ইন্দ্রের কথোপকথন। *

(সামাজিক উন্নতি ও অবনতির পূর্ব্বলক্ষণ।)

একদিন প্রাতঃকালে দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদ স্বর্গ-গঙ্গা মন্দাকিনী-তীরে উপবেশনপূর্ব্বক, পুণ্যকর্ম্মা দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ-কথিত কথা সকল আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়, কমল-দল-বাসিনী কমলা, দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, বিমান-

* মহাভারত—শান্তি পর্ব্ব।

পথে তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেবীর সন্নিহিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক, পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে চারুহাসিনি! তুমি কে? কি হেতু এবং কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছ? দেবি! তোমার গন্তব্য স্থানই বা কোথায়?" দেবী উত্তর করিলেন, "হে দেব-রাজ! এই ত্রিলোকমধ্যে সকলেই পরম সমাদরে আমাকে যত্ন করে। আমি সর্ব্বজীবের সমৃদ্ধির নিমিত্ত, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা, প্রস্ফুটিত পঙ্কজমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাকে সকলে পদ্মা, শ্রী ও পদ্ম-মালিনা বলিয়া থাকে। আমিই লক্ষ্মী, আমিই সম্পত্তি; আমিই শ্রী, আমিই শ্রদ্ধা, মেধা, উন্নতি, বিজয় ও স্থিতি; আমিই ধৃতি, সিদ্ধি ও ভূতি (১); আমিই স্বাহা, স্বধা, সন্নতি (২), নিয়তি ও স্মৃতি। হে শচীনাথ! আমি বিজয়ী রাজ-গণের সৈন্যের অগ্রভাগে ও ধ্বজ-সমূহে, ধর্ম্মশীল মানবগণের রাজ্য, নগর ও নিবাসে এবং জয়-লক্ষণ-সম্পন্ন নৃপতির সন্নিধানে সতত বসতি করিয়া থাকি। ধর্ম্ম-নিরত, মহামতি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, বিনয়ী ও দানশীল মানব আমার প্রিয়-নিকেতন। পূর্ব্বে আমি সত্য-ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া, অসুরালয়ে বাস করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহাদের ভাবান্তর দর্শনে ব্যথিত হইয়া, তোমার আশ্রয়ে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" ইন্দ্র বলিলেন, "হে বরাননে! তুমি দৈত্য-দানবের কি গুণ-মুগ্ধ হইয়া, তাহাদের

---

(১) ঐশ্বর্য্য। (২) নম্রতা, প্রণতি।

আলয়ে বাস করিতে, আর এক্ষণেই বা কিরূপ ভাবদর্শনে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ ?”

লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, “হে ইন্দ্র! যাহারা স্বধর্ম্মানুরক্ত, ধৈর্য্যশীল ও স্বর্গগমনাভিলাষী, তাহারা আমার প্রীতিভাজন; আর যাহারা দান, অধ্যয়ন, যাগ ও যজ্ঞ, এবং পিতৃলোক, গুরু ও অতিথি পূজা করে, আমি সেই সকল মহাপুরুষের নিকট নিয়ত বসতি করি।

পূর্ব্বে দানব-ভবন পরিষ্কৃত ছিল; তাহারা স্ত্রীগণকে বশীভূত রাখিত; অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত; গুরুসেবা ও ইন্দ্রিয় বিজয়ে নিরত থাকিত; তাহারা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, সত্যবাদী, জিতক্রোধ ও দান-শীল ছিল; কাহাকেও নিন্দা করিত না। তাহারা পত্নী, পুত্র ও অমাত্যগণের ভরণ-পোষণ করিত; পরস্পর পরস্পরের সহিত বৈরাচরণ করিত না; তাহারা ধীর, স্থির ও সহিষ্ণু ছিল; অন্যের সুখ-সৌভাগ্য-দর্শনে, কখনও কাতর হইত না। তাহারা রাজাকে দেবতা বলিয়া মনে করিত এবং রাজ-কার্য্য পরিচালনায় সহায় হইত। তাহারা সকলেই আর্য্য-চরিত-সম্পন্ন, দাতা, সঞ্চয়ী, দীনে দয়ালু, অনুগ্রাহক, সরল-স্বভাব, দৃঢ়ভক্ত, ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। তাহাদিগের ভৃত্য ও অমাত্য সকল সন্তুষ্ট থাকিত; তাহারা কৃতজ্ঞ ও প্রিয়ভাষী ছিল; সকলেই লজ্জাশীল ও দৃঢ়-ব্রত ছিল; যাহার যেরূপ সম্মান, তদনুসারে তাহাকে অর্থদান করিত। তাঁহারা সুন্দররূপে অনু-লিপ্ত ও অলঙ্কৃত থাকিত; উপবাস ও তপস্যা-রত এবং বিশ্বস্ত

ও ব্রহ্মবাদী ছিল। তাহারা কেহই প্রত্যূষ সময়ে শয়ন করিয়া থাকিত না; সকলেই রাত্রিকালে দধি ও শক্তু (১) ভোজন পরিবর্জ্জন করিত; প্রভাতে পরমব্রহ্ম-চিন্তনে নিয়ত থাকিত; মঙ্গলকর বস্তু সকল বিলোকন করিত; ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিতে বিরত হইত না। যাহারা নিয়ত ধর্ম্ম-বাদী, অপ্রতি-গ্রাহী, অর্দ্ধরাত্রশায়ী, তাহাদিগকে এবং দীন, হীন, অনাথ, আতুর, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, অবলা ও অনুমোদনকারী জনগণকে নিয়ত দয়া ও দান করিত; ত্রস্ত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ভয়ার্ত্ত, ব্যাধিত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণকে, তাহারা সতত আশ্বাস প্রদান করিত। তাহারা ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিত; পরস্পর কেহ কাহারও হিংসা করিত না; সর্ব্ববিধ শুভ কার্য্যেই সাহায্য ও সহানুভূতি করিত; তাহারা বৃদ্ধ ও গুরু-জনের সেবা এবং দেবগণ, পিতৃগণ ও অতিথিগণকে যথাবিধি পূজা করিত, সুসম্পন্ন অন্ন কখনও একাকী ভোজন করিত না; পরনারীর অঙ্গ স্পর্শ করাও মহাপাপ বলিয়া জানিত; আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবে দয়া করিত। হে দেবরাজ! নিয়ত দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, পরম সুহৃদ্ ভাব, ক্ষমা, সত্য, তপস্যা, শৌচ করুণা প্রভৃতি গুণরাজি তাহাদের হৃদয়ে বিরাজ করিত; নিদ্রা, তন্দ্রা, বিষাদ, অপ্রীতি ও পরনিন্দা প্রভৃতি দোষসমূহ তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত না। হে দেবরাজ! এইরূপ গুণসম্পন্ন

(১) ছাতু; যব-চূর্ণ।

দানবগণের সন্নিধানে, আমি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই বাস করিতাম।

অনন্তর কালক্রমে দানবগণের প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটিল। তাঁহারা কামক্রোধের বশীভূত হইলে, দেখিলাম, ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন; তাহারা সামাজিক, সাধু ও বৃদ্ধগণের কথা লইয়া, আন্দোলন করিতে লাগিল; অপকৃষ্ট ব্যক্তিগণ প্রাচীন জনগণকে উপহাস ও নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল; সমাসীন যুবকেরা, অভ্যাগত, সাধু ও বৃদ্ধগণকে পূর্ব্বের ন্যায় অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মান করিল না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব করিতে লাগিল; যাহারা কখনও ভৃত্যতা স্বীকার করে নাই, তাহারাও নির্লজ্জের ন্যায় দাসত্ব স্বীকার করিল; অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের ন্যায় দানবগণও অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। পুত্রগণ পিতার প্রতি এবং পত্নীগণ পতির উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল; তাহারা বৃদ্ধ মাতা-পিতা, আচার্য্য, অতিথি ও গুরুজনকে অভিনন্দন করিল না; সমাজে স্বেচ্ছাচার ও একাকার আরম্ভ হইল; অভক্ষ্য ভক্ষণে কেহই দ্বিধা বোধ করিল না। তাহাদের বিস্তীর্ণ ধান্যাদি কাক ও মূষিকে ভক্ষণ করিতে লাগিল; পানীয় জল-কলস অনাবৃত রহিল; কুদ্দাল দাত্র, (১) পেটিকা (২) ও কাংস্য পাত্র প্রভৃতি গৃহসামগ্রী সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও, দানব-গৃহিণীগণ তাহা অবলোকন

(১) দাও। (২) পেটেরা, ঝাঁপি।

করিল না। গৃহাদি ভগ্ন হইলেও, দানবগণ তাহার সংস্কার করিতে যত্নবান্ হইল না; পশু সকলকে বদ্ধ রাখিয়া, তৃণ-জলদ্বারা তাহাদিগের সমাদর করিল না; বিলোকনকারী বালক-গণকে অনাদরপূর্ব্বক, স্বয়ং ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিল; তাহারা বৃথা মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল; ভৃত্যগণকে পরিতৃপ্ত না করিয়া, স্বয়ং পলান্ন, মিষ্টান্ন, পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের পর সকলে শয়িত রহিল; প্রতিগৃহে দিবারাত্র কলহ হইতে লাগিল; শৌচাচাব লুপ্ত হইল; বেদ-বিৎ, আর বেদানভিজ্ঞ, এই উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য রহিল না; পরিচারকগণ আভরণ ও বেশ-বিন্যাস আছে কি গিয়াছে, তাহাই দেখিতে লাগিল;—তাহারা স্ব স্ব প্রভুকে বঞ্চনা করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

রমণীগণ পুরুষবেশ এবং পুরুষগণ, স্ত্রীবেশ ধারণ করিল। পিতৃ পিতামহগণ অন্যকে যে সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তাহার অনুবর্ত্তন করিতে অসম্মত হইতে লাগিল; কোনও অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে, কেশাগ্র মাত্র স্বার্থ থাকিলেও, মিত্রগণ মিত্রের অর্থ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। উৎকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে অনেকেই পরস্ব গ্রহণে অভিলাষ করিল; শিষ্য গুরুর শুশ্রূষা করিল না; কোনও গুরু শিষ্যের সখা হইলেন; জনক জননী অসন্তুষ্ট ও উৎসববিহীন হইতে লাগি-লেন; বৃদ্ধ মাতা-পিতার প্রভুত্ব থাকিল না; তাঁহারা পুত্র-গণের নিকট অন্ন-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; বেদবিৎ বিজ্ঞ-

ব্যক্তিগণ কৃষি-কার্য্য প্রভৃতি জীবনোপায়ে আসক্ত হইলেন; মূর্খগণ শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতে লাগিল; প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিষ্যগণ স্বাস্থ্য-জিজ্ঞাসার্থ, গুরুর নিকট কোন দূত প্রেরণ করিল না; পক্ষান্তরে, গুরুগণই স্বয়ং স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসাজন্য, শিষ্য-ভবনে গমন করিতে লাগিলেন; শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষে বধূগণ দাস-দাসীকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং স্বামীকে আহ্বান-পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিল; পিতা যত্ন সহকারে পুত্রের মন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত দুঃখে অবস্থানপূর্ব্বক যদি পুত্র ক্রুদ্ধ হয়, এই ভয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অগ্নিদাহ, চৌর ও রাজগণকর্ত্তৃক কাহারও ধন হৃত হইলে, বন্ধুগণও উপহাস করিতে লাগিল; রোদনপরায়ণ পতি-পুত্র-গণের মধ্য হইতে, রোদনকারিণী রমণী হৃত হইতে লাগিল। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও হাহাকার আরম্ভ হইল; প্রজা-বৃন্দ, এমন কি ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্তও অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে ইন্দ্র! দানব-সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে, আমি আর তাহাদের ভবনে বাস করিতে পারিলাম না। হে শচীনাথ! আমি স্বয়ং তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি; আমাকে অভিনন্দন কর। আমি যে স্থানে অবস্থিতি করি, তথায় আমার প্রিয়তমা, আমাপেক্ষাও বিশিষ্টতমা, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজয়া, উন্নতি, ক্ষমা ও জয়া— এই অষ্ট দেবীও অষ্টবিধরূপে বাস করিতে অভিলাষ করেন।”

কমলার দানবসমাজ পরিত্যাগের কথা শ্রবণে, দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত সুরসমাজ দেবীকে অভিনন্দন এবং পরমানন্দে সুরলোকে বসতি করিতে আহ্বান করিলেন। কমলার শুভাগমনে, দ্যুলোক অমৃতবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; ব্রহ্মার ভবনে দুন্দুভি সকল, আহত না হইলেও, ধ্বনিত হইতে লাগিল; দেবরাজ শস্যের উপর ঋতু অনুসারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কেহই ধর্ম্ম-মার্গ হইতে বিচলিত হইলেন না; অমর, নর, কিন্নর, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রশস্তচিত্ত হইল; পুষ্প ও ফল সকল সমীরণ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়াও, কখনও বৃক্ষ হইতে পতিত হইল না; রস-প্রদ ধেনুগণ কামদুঘ হইল; কাহারও মুখ হইতে দারুণ বাক্য নির্গত হইল না; সুগন্ধ সমীরণ নিয়ত প্রবাহিত হইতে লাগিল!

হে ভারতীয় বালক-বালিকাগণ! দানবসমাজের যেরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে, লক্ষ্মী তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমরাও ত সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াই, কমলার কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইয়াছ। অতএব বিতাড়িতা লক্ষ্মীকে পুনরায় আহ্বান কর; লক্ষ্মী আসিলে, তদীয়া সহচরী, আশা-শ্রদ্ধা প্রভৃতি অষ্টদেবীও শুভাগমন করিবেন; দুর্লভ দেবত্ব-লাভও, তোমাদের পক্ষে অতি সুলভ হইবে।

এক ব্রাহ্মণ ও রাক্ষসের কাহিনী।*

(সুমধুর ও সান্ত্বনাবাক্যের অসীম শক্তি।)

কোনও বনে এক বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ, এক ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ, নিষ্ঠুর নিশাচরের নিদারুণ মূর্ত্তি ও আস্ফালন-দর্শনে ভীত না হইয়া, তাহাকে সুমিষ্ট কথায় বলিলেন, "নিশাচর! আমাকে বধ করিও না; আমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ; আমাকে মুক্ত করিয়া দাও।" রাক্ষস উত্তর করিল, "ঠাকুর, আমি কি জন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছি, এ কথার উত্তর দিতে পারিলে, এক্ষণেই আপনাকে মুক্ত করিয়া দিব।" অনন্তর, কিয়ৎকাল চিন্তার পর, ব্রাহ্মণ সুস্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "নিশাচর, তোমার পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হওয়ার কারণ শ্রবণ কর। যথা—

১। হে রাক্ষসরাজ! তোমার মিত্রগণ, বন্ধুভাবে সেবা করিলেও, বোধ হয়, মনে মনে তোমার অনিষ্ট চিন্তা করেন. এই জন্যই, তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

২। তুমি গুণবান্ হইয়া, বোধ হয়, মাননীয় মানবগণকে "নির্গুণ" নিরীক্ষণ করিতেছ, এবং তুমি বিনীত ও প্রাজ্ঞ হইয়াও অন্যকে "অজ্ঞ" মনে করিতেছ; এইজন্যই, তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

---

* মহাভারত,—অনুশাসন-পর্ব্ব।

৩। তোমাপেক্ষা অধিকতর ধনশালী, অথচ অবোধ ব্যক্তি-গণ, বোধ হয়, তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে, এই জন্যই, তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

৪। যে সকল লোক কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বিপথ-গামী হইতেছে, আমার বোধ হয়, তুমি তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করিতেছ, এই জন্যই, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

৫। তুমি জ্ঞানী হইলেও, বোধ হয়, অবোধের সংসর্গে দিন যাপন করিতেছ এবং দুষ্ট লোকেরাও তোমাকে নিন্দা করিয়া থাকে, এই নিমিত্তই, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

৬। কোনও মিত্রমুখ-শত্রু, বোধ হয়, তোমার প্রতি সাধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া, তোমাকে বঞ্চনা করিয়া গিয়াছে, এই নিমিত্তই, তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

৭। তুমি রহস্যকুশল ও কৃতী হইয়াও, বোধ হয়, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছ না, এই নিমিত্তই, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

৮। তুমি অসৎ ব্যক্তিগণের নিকট সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিলেও, বোধ হয়, তোমার গুণ-গ্রামের বিকাশ হয় নাই, তন্নিবন্ধন পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

৯। তুমি ধন, বুদ্ধি ও শাস্ত্র-জ্ঞানশূন্য হইয়াও, বোধ হয়, কেবল স্বকীয় শারীরিক বল-প্রভাবেই, উচ্চপদ প্রার্থনা করিতেছ, তন্নিবন্ধন পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

১০। তোমার বন্ধুগণ তোমাকে অভিনন্দন করেন না;

পক্ষান্তরে, তপস্যাপ্রভাবে আমি ত তোমাকে স্বর্গ-গমন-যোগ্য ও ইহলোকের মুক্ত পুরুষ জ্ঞান করিতেছি, বোধ হয়, এইজন্যই, তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

১১। তুমি ভার্য্যাকে সাতিশয় ভালবাস; পক্ষান্তরে, তাহার মন প্রতিবেশী জনৈক সুন্দর যুবা পুরুষের দিকে ধাবিত হয়, এইজন্যই, বোধ হয়, তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

১২। ধনবান্ ব্যক্তিগণের নিকট, বোধ হয়, তোমার উপদেশপূর্ণ বাক্য আদৃত হয় না; অথবা, তুমি হৃদয়প্রিয় কোনও কুপিত মূর্খকে অনুনয় করিতে সমর্থ হও নাই, এই নিমিত্তই, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

১৩। তুমি অবিদ্বান্ ও ভীরু হইয়া, অল্প অর্থে বিদ্যা, বিশ্রাম ও দানজন্য যশ প্রার্থনা করিতেছ, বোধ হয়, তজ্জন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

১৪। তুমি কোন চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্ত হও নাই এবং অন্যব্যক্তি তোমার অনিষ্ট করিয়াছে, বোধ হয়, এই সকল চিন্তায়, তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

১৫। তুমি অতিশয় অর্থহীন ও গুণহীন বলিয়া, কোনও সুহৃৎ ও বিপন্ন লোকের দুঃখ ও ক্লেশ দূর কর নাই, বোধ হয়, এই নিমিত্তই, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।

১৬। তুমি পাপীর উন্নতি, আর, পুণ্যাত্মার ক্লেশ-দর্শনে, হয়ত, ব্যথিত হইয়া থাকিবে, এজন্যই পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ।”

ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণে, রাক্ষস সাতিশয় আনন্দ লাভ করিল এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া, প্রশংসা করিতে করিতে মুক্ত করিয়া দিল।

দ্বিজ কৌশিক ও পল্লিবাসিনী জনৈক পতিব্রতার উপাখ্যান।*

(পতি-সেবায় দিব্য জ্ঞান-লাভ।)

একদা কৌশিক নামে এক বেদবিৎ ও ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ, কোনও বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক, বেদ-পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়, সেই বৃক্ষস্থিতা এক বকী, তাঁহার গাত্রে মল ত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণের রোষকষায়িত আরক্ত দৃষ্টিতে বলাকা অচেতন হইয়া ভূপতিতা হইল এবং কিয়ৎকাল পরে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল ; ব্রাহ্মণের শোকের সীমা রহিল না।

"আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, কি কুকার্য্য করিলাম," এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর, তিনি পল্লিবাসী, পূর্ব্বপরিচিত কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন।

* মহাভারত—বনপর্ব্ব।



গৃহস্বামিনী, তাঁহাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা ও উপবেশন করিতে বলিয়া, ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। এমন সময়, তাঁহার স্বামী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে, সহসা গৃহাগত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিপরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

সেই পতি-ব্রতা রমণী পতিকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন; প্রতিদিন তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন; পতি-ভিন্ন অন্য দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইত না; তিনি কায়মনোবাক্যে পতির হিত-সাধন করিতেন, পক্ষান্তরে, কুটুম্ব-গণেরও হিতৈষিণী ছিলেন এবং সতত সংযত থাকিয়া, দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন।

এদিকে তাঁহার স্বামী স্নান ও আহার সম্পন্ন করিয়া, শয়ন করিলেন; পতিব্রতা তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের কথা তাঁহার মনে পড়িল; তিনি নিতান্ত দুঃখিতা ও লজ্জিতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভিক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক বহি-র্বাটীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা! তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলে কিন্তু, আর প্রত্যাগমন করিলে না!" সাধ্বী ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ ও সন্তপ্ত দেখিয়া, মধুর বচনে বলিলেন, "দেব! আমায় ক্ষমা করুন। দেখুন, স্বামী আমার পরম দেবতা; তিনিও আপনার ন্যায় ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া গৃহাগত হওয়ায়, আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলাম। দেব! বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে;

অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ মধ্যাহ্নকৃত্য এখানেই সমাপন করুন।” ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিলেন, “রে দাম্ভিকে! তুমি কি জান না যে, ব্রাহ্মণ অগ্নিসদৃশ। সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, তোমার স্বামীই কি অধিকতর শ্রেষ্ঠ হইলেন? ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত পৃথিবীকেও যে দগ্ধ করিতে পারেন, ইহা কি কখনও শ্রবণ কর নাই?” পতিব্রতা ধীরে ধীরে, সুমধুর বচনে উত্তর করিলেন, “দেব! ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমি ব্রাহ্মণের প্রভাব বিশেষরূপে অবগত আছি। সাগরের জল লবণাক্ত, ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে; দুরাত্মা মহাসুর বাতাপি, অগস্ত্য মুনির উদরস্থ হইয়া, জীর্ণ হইয়া ছিল, তাহাও ব্রহ্ম-তেজেরই প্রভাবে। অতএব, হে দেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি ব্রাহ্মণকে নিত্য পূজা করি,—ধ্যান করি,—কখনও অবজ্ঞা করি না। যদি আমার অনুনয় বিনয়েও আপনার ক্রোধ প্রশমিত না হয়, তাহা হইলেও আমার কোনও ক্ষতি নাই; কারণ, আমি বকী নহি; আপনার ক্রোধে আমার কিছুই করিতে পারিবে না। নারীগণের পতি-সেবাই পরম ধর্ম্ম। আপনার ক্রোধানলে যে বলাকা দগ্ধ হইয়াছে, আমি কেবল পতি-সেবার বলেই, তাহা জানিতে পারিয়াছি। দেব! ক্রোধ পদার্থটি মনুষ্যদিগের শরীরস্থিত শত্রু; এই শত্রু নাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেব! ব্রাহ্মণের লক্ষণ, আমার নিকট শ্রবণ করুন্। যথা:—

(১) যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

(২) যিনি সত্য কথা বলেন ও গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

(৩) যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, বেদাধ্যয়ন-নিরত ও বিশুদ্ধ-চরিত্র এবং কাম-ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

৪। সর্ব্বধর্ম্মে বিচরণকারী যে মনস্বী পুরুষ, লোকমাত্রকে আত্মসদৃশ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

৫। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

৬। যিনি ব্রহ্মচারী হইয়া, সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং বেদ-পাঠে অপ্রমত্ত থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

৭। হে দ্বিজ! বেদাধ্যয়ন, দম, সরলতা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই কয়েকটি বিষয়ই, ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ মানবেরা সত্য ও সরলতাকে পরম ধর্ম্ম বলেন। শাশ্বত ধর্ম্মটি দুর্জ্ঞেয়,—তাহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম। হে বিপ্র! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, বেদাধ্যয়ননিরত ও পবিত্রচরিত্র, সন্দেহ নাই, কিন্তু, আমার বিবেচনায়, ধর্ম্মের মর্ম্ম যথার্থরূপে জানিতে পারেন নাই। হে দ্বিজ! যদি আপনি পরম ধর্ম্ম না

জানেন, তবে মিথিলানগরবাসী ধর্ম্মব্যাধের নিকট তাহা শিক্ষা করুন। তিনি মাতা-পিতার শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তিনিই আপনাকে ধর্ম্মের মর্ম্ম শিক্ষা দিবেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে শোভনে! তোমার কল্যাণ হউক; আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; আমার ক্রোধও প্রশমিত হইয়াছে। দেবি! তোমার তিরস্কার, আমি পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিলাম; কারণ, ইহা, আমার প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিবে। আমি অবিলম্বে ধর্ম্মব্যাধের নিকট নিশ্চয়ই গমন করিব।"

অনন্তর, ব্রাহ্মণ, সেই পতিব্রতার গৃহে স্নান ও আহার সমাপন করিয়া, আপনাকে নিন্দা করিতে করিতে, নিজগৃহে গমন করিলেন।

স্বর্গ ও নিরয়গামি-মানব। *

(স্বর্গগামী মানব।)

১। যে সমস্ত মানব, দান, তপস্যা ও ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা স্বর্গ-গামী হইয়া থাকেন।

২। যে সকল, মনুষ্য গুরু-শুশ্রূষা ও তপস্যা দ্বারা বিদ্যা-উপার্জ্জনপূর্ব্বক, প্রতিগ্রহ (১) করিতে নিবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন।

* মহাভারত,—অনুশাসন-পর্ব্ব। (১) দান-গ্রহণ।

৩। যাঁহারা অন্যকে ভয়, পাপ, সঙ্কট, দারিদ্র্য ও ব্যাধি-পীড়ন হইতে বিমুক্ত করেন, তাঁহারা স্বর্গ-গামী হন।

৪। ক্ষমাবন্ত, ধীর, সর্ব্ব-শুভকার্য্যে উৎসাহশীল ও মঙ্গলাচারসম্পন্ন পুরুষগণ স্বর্গগামী হন।

৫। যাঁহারা মধু, মাংস, পরদার ও মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৬। যাঁহারা আশ্রম সকলের পালনকর্ত্তা, এবং কুল, দেশ ও নগরসমুদয়ের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৭। যাঁহারা বসনভূষণ ও অন্ন-দান করেন এবং কুটুম্ব-গণের প্রতিপালক, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৮। যে সকল লোক সহিষ্ণু, হিংসা-মুক্ত ও সকলের আশ্রয়, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৯। যে সকল লোক জিতেন্দ্রিয়, পিতৃ-মাতৃ-সেবারত ও ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহশীল, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

১০। যে সকল মানব ধনী, বলবান্ ও যৌবনসম্পন্ন হইয়াও, বীর ও জিতেন্দ্রিয় হন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন।

১১। যাঁহারা সহস্র লোককে পরিবেশন, সহস্র লোককে দান ও সহস্র লোককে ত্রাণ করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

১২। যে সকল লোক সুবর্ণ, যান-বাহন ও গোদান করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

১৩। যাঁহারা বৈবাহিক দ্রব্য, আভরণ, দাস-দাসী ও বস্ত্র দান করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

১৪। যাঁহারা বিহার-স্থান, আশ্রম, উদ্যান, কূপ, আরাম, সভা, পানীয়শালা, পান্থশালা ও ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন, সেই সকল লোক স্বর্গগামী হন।

১৫। যে সকল লোক, বাসগৃহ, ভূমি ও প্রার্থিত বিষয় দান করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

১৬। যে সকল লোক, দুগ্ধ, বীজ ও ধান্য স্বয়ং উৎপাদন-পূর্ব্বক, দান করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

স্বর্গ-গামি-মানব।

(২)

১। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও বীতরাগ ; যাঁহারা বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা কাহাকেও হিংসা না করেন ; জিতেন্দ্রিয়, আসক্তিহীন ও বন্ধন-মুক্ত ; যাঁহারা শীলবন্ত ও দয়ান্বিত এবং এবং দ্বেষ্য ও প্রিয়জনে সমভাবাপন্ন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

২। যাঁহারা পরধন ও পরদার বর্জ্জন করেন এবং নিয়ত ধর্ম্মলব্ধ অন্নভোজনে জীবনযাপন করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৩। যে সকল লোক পরনারীর প্রতি নিয়ত মাতৃবৎ, স্বসৃবৎ ও দুহিতৃবৎ ব্যবহার করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৪। যাঁহারা চৌর্য্যবিরত, স্বধনতুষ্ট ও স্বভাগ্যোপজীবী, এবং সচ্চরিত্র, দয়ালু ও তপস্যানিরত, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৫। আপনার নিমিত্ত অথবা পরের জন্য কিংবা পরিহাস-চ্ছলেও, যাঁহারা মিথ্যা কথা বলেন না, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৬। যাঁহারা নিষ্ঠুর ও কর্কশ বাক্য পরিহারপূর্ব্বক, নিয়ত মধুর, প্রিয় ও দোষশূন্য বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৭। যে সকল লোক পরুষবাক্য ও পরদ্রোহ পরিহার করেন এবং শান্ত, দান্ত ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৮। যে সকল লোক মিত্র-ভেদকর খল বাক্য ব্যবহার না করেন এবং সতত সত্য ও হিতকর বাক্য বলেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

৯। জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে পরধন নয়নপথে নিপতিত হইলে, যিনি তাহা হরণ করিতে মনেও কামনা না করেন, তিনি স্বর্গগামী হন।

১০। যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্ এবং নির্জ্জনস্থিতা পরপত্নীকে মনেও কামনা না করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

নিরয়-গামি-মানব।

(১)

১। গুরুর নিমিত্ত অথবা অন্যকে অভয়-দান-হেতু মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন যাহারা অন্য প্রয়োজনে মিথ্যা কহে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

২। যাহারা পরপত্নী হরণ করে, অথবা পর-স্ত্রী বিষয়ক চিন্তা করে, কিংবা পরনারী হরণের সহায়তা বা প্রস্তাব করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

৩। যাহারা পরস্বাপহারা, অথবা পরস্ব নাশ করে, কিংবা পরের দোষ সূচনা করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

৪। যে সমস্ত মানব পানীয়শালা, সভা, সেতু ও গৃহনাশ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

৫। যে সকল লোক অনাথা, বালা, বর্ষীয়সী, ভীতা ও দুঃখিনী রমণীকে বঞ্চনা করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

৬। যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারচ্ছেদ, মিত্রচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

৭। যাহারা রাজার গুপ্তনীতি অন্যের নিকট প্রকাশ করে, অথবা আর্য্যগণের মর্য্যাদা ভঙ্গ করে, কিংবা মিত্রগণের নিকট অকৃতজ্ঞ হয়, তাহারা নিরয়গামী হয়।

৮। যাহারা ধর্ম্ম ও সাধুর নিন্দা করে এবং পাষণ্ড ও বেদবিরোধী, তাহারা নিরয়গামী হয়।

৯। যাহারা প্রাণিহিংসা করে এবং আশাগ্রস্ত, কৃতনির্দ্দেশ, কৃত-বেতন ও কৃত-শ্রম ব্যক্তিবর্গকে প্রভুর নিকট হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহারা নরকে গমন করে।

১০। যাহারা পত্নী, অগ্নি, ভৃত্য ও অতিথিগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহাদের পিতৃপূজা ও দেবার্চ্চনা উৎসন্ন হইয়াছে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

১১। যে সকল লোক আশ্রমচতুষ্টয় ও শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া, বিরুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা জীবন যাপন করে, তাহারা নিরয়ে গমন করে।

১২। যাহারা কেশ, বিষ, সুরা ও ক্ষীর, বিক্রয় করে, তাহারা নিরয়-গামী হয়।

১৩। যাহারা ব্রাহ্মণ, গো ও কন্যাগণের কার্য্য বিষয়ে অন্তরায় হয়, তাহারা নিরয়গামী হয়।

১৪। যাহারা শস্ত্র, শল্য ও ধনুঃ নির্ম্মাণ কিংবা বিক্রয় করে এবং যাহারা শিলা, শঙ্কু * ও গর্ত্তদ্বারা পথ রোধ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

১৫। যে সকল মানব উপাধ্যায়, ভৃত্য, ভক্ত ও সাধ্বী পত্নীকে পরিত্যাগ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

১৬। যাহারা ধনশালী হইয়াও দান না করে এবং কার্য্য-

* শল্য, অস্ত্র, শেল।

ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিয়া, ধার্ম্মিক পুরাতন বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।

১৭। যে সকল লোক বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে অন্নদান না করিয়া, স্বয়ং অগ্রে ভোজন করে, তাহারা নিরয়গামী হয়।



সমাপ্ত।



দেব-বালকের অমিয়-ভোগ।

প্রথম ভাগ।



পরিশিষ্ট।



পরিশিষ্টের সূচী-পত্র।

দেব-বালকের অমিয়-ভোগ।

প্রথম ভাগ।



পরিশিষ্ট।

(ক)

পতিব্রতা-ধর্ম্ম ও মাহাত্ম্য।

সিদ্ধাশ্রমে বন্ধু-চতুষ্টয়।

(প্রেমিকের স্ত্রীর কার্য্য)

প্রেমিকের স্ত্রী মহিলা-সমাজে বলিতে লাগিলেন,—

"প্রিয় ভগিনীগণ! 'পতিব্রতা-ধর্ম্ম' ও
'মাহাত্ম্য' শ্রবণ কর ঃ—

১। আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে,
প্রোষিতে মলিনা-কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ,
সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

পতি-সুখ-শান্তি হেরে,
আনন্দ ধরে না যাঁর,

অশান্তিতে অশ্রু ঝরে,
জাগে দুঃখ-পারাবার।

মুখ যাঁর হয় ম্লান,
পতির বিদেশ-বাসে ;
পতি-শোকে ত্যজে প্রাণ,
"পতি-ব্রতা" তাঁরে ভাষে॥

২। কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ম্
দরিদ্রং রোগিণং জড়ম্।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ
কান্তং পশ্যতি সন্ততম্॥

কুৎসিত-দরিদ্র-মূঢ়, পতিত-পামর,
অবোধ-অসুস্থ পতি, যদিও বা হয়,
তবু তিনি রমণীর প্রাণের ঈশ্বর,
পূজ্য নারায়ণতুল্য, সর্ব্বদেবময়।

৩। যস্যা নাস্তি প্রিয়-প্রেম
তস্যা জন্ম নিরর্থকম্।
তৎ কিং পুত্রে ধনে রূপে,
সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা।
যদ্‌ভক্তির্নাস্তি কান্তে চ,
সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে।
সাঽশুচির্ধর্ম্মহীনা চ,
সর্ব্ব কর্ম্মবিবর্জ্জিতা॥

পতি-প্রেম-বিহীনার বিফল জীবন,
বৃথা তার রূপ, পুত্র সম্পত্তি-যৌবন।
প্রিয়তম পতিপ্রতি, ভক্তি নাহি যার,
ধর্ম্ম-কর্ম্মহীনা সেই, অশুচি-আগার।

৪। নিত্যং ভর্ত্তুর্য্যৎসুকয়া
তৎ পাদোদকমীপ্সিতম্।
ভক্তি-ভাবেন সততং
ভোক্তব্যং তদনুজ্ঞয়া ॥

স্বামি-পাদোদকে, সতীর আশ,
ভক্তি-ভাবে সেবে, বারটি মাস।

৫। ব্রতং তপস্যাং দেবার্চ্চাং
পরিত্যজ্য প্রযত্নতঃ।
কুর্য্যাচ্চরণ-সেবাঞ্চ
স্তবনং পতি-তারণম্ ॥
তদাজ্ঞা-রহিতং কর্ম্ম
ন কুর্য্যাদ্বৈরতঃ সতী।
নারায়ণাৎ পরং কান্তং
ধ্যায়তে সততং সতী ॥

দেবর্চ্চনা-ব্রত নিত্য পরিহরি,
স্বামি-পদ সেবে, সুশীলা সুন্দরী,
শত্রুভাবে কর্ম্ম, না করে কখন,
ভাবে, স্বামী শ্রেষ্ঠ, হ'তে নারায়ণ।

৬। পর-পুংসাং পুরশ্চৈব
সুবেশং পুরুষং পরম্।
যাত্রা-মহোৎসবং নিত্যং
নর্ত্তকং গায়নং ব্রজং। *
পর-ক্রীড়াঞ্চ সততং
ন হি পশ্যতি সুব্রতা॥
যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনো নিত্যং
তদেবমপি যোষিতঃ॥

পুরুষ-ভবনে অন্য, না করে গমন,
সুবেশ-নরের পানে, না মেলে নয়ন;
যাত্রা-মহোৎসব-নৃত্য, নিত্য পরিহরি,
ভুঞ্জে পতি-প্রিয়ভক্ষ্য, পতি-ব্রতা নারী।

৭। নহি ত্যজেত্তু তৎসঙ্গং
ক্ষণমেব চ সুব্রতা।
উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ
স্বামিনশ্চ কদাচন॥
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা
তাড়নাচ্চাপি কোপতঃ।
ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং
দদ্যাৎ পানঞ্চ তোষণে॥

সতী নাহি ত্যজে পতি, ক্ষণেকের তরে,
তাঁর বাক্যে ক্রোধভরে, উত্তর না করে;

---

* ব্রজ= বহু লোকের গমন-পথ।

যদিও কখন তিনি, করেন তাড়ন,
তবু অন্ন-জলে শান্ত, করে তাঁর মন ।

৮ ন বোধয়েৎ তং নিদ্রালুং
প্রেরয়ত্যেব কর্ম্মসু ।
পুত্রাণাঞ্চ শতগুণং
স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং সতী ॥
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা
দৈবতং কুল-যোষিতঃ ।
শুভং দৃষ্ট্বা সুধাতুল্যম্
কান্তং পশ্যতি সুন্দরী ॥

সুপ্ত পতি, কর্ম্মে সতী, না করে প্রেরণ,
শত পুত্র-স্নেহ তাঁরে, করে বিতরণ ।
পতিই সতীর গতি, বিধির বিধান,
শুভ-নেত্রে হের তাঁরে, সুধার সমান ।

৯ । সস্মিতং বদনং কৃত্বা
ভক্তি-ভাবেন যত্নতঃ ।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ
সতী স্ত্রী চ সমুদ্ধরেৎ ॥
পতিঃ পতি-ব্রতানাঞ্চ
মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ।
নাস্তি তেষাং কর্ম্ম-ভোগঃ,
সতীনাং ব্রত-তেজসা ॥
সহস্র পুরুষে সতী, সদা ভক্তিভাবে,
উদ্ধারিবে আপনার অসীম প্রভাবে ;

সর্ব্ব পাপ হ'তে তাঁর, পতি ত্রাণ পায়,
কর্ম্মভোগ-বিমুক্ত সে, সতী-মহিমায়।

১০। তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মী
মোদতে হরি-মন্দিরে।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি
সতী-পাদেষু তান্যপি॥
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাম্
মুনীনাঞ্চ সতীষু চ।
তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং
ব্রতিনাং যৎ ফলং ব্রজেৎ।
দানে ফলং যদ্দাতৃণাং
তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্॥

হৃষ্টে করে তুষ্ট সতী, গৃহে দেবতার,
বিরাজিত তীর্থ-রাজি, চরণে তাঁহার।
দেবর্ষির যত তেজ, সতীতে বিরাজে,
তপস্বীর তপোবল, তাঁর হৃদে সাজে,
দাতার দানের ফল, পতিব্রতা পায়
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, নিত্য পূজে তাঁয়।

১১। সুরাঃ সর্ব্বে সুমুনয়ো-
ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্।
সতীনাং পাদ-রজসা
সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতি-ব্রতাং নমস্কৃত্য
মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥

১২। ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং
ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্ব-তেজসা সমর্থা সা
মহা পুণ্যবতী সদা॥

১৩। সতীনাঞ্চ পতিঃ সাধ্বি!
পুত্র-নিঃশঙ্ক এব চ।
তয়োর্নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ
দেবেভ্যশ্চ যমাদপি।
শত-জন্ম-পুণ্যবতাম্
গৃহে জাতা পতিব্রতা॥

সতী-তেজে ভীত হন, দেবতা-নিচয়,
সতী-পাদ-রজে ধরা, সদ্যঃ পূতা হয়।
ক্ষণে ভস্মীভূতা মহী, করিতে সে পারে,
সর্ব্ব পাপে তরে নর, সতী-নমস্কারে।
আত্ম-বলে বলী সতী, মহাপুণ্যবতী,
পতি-পুত্র তাঁর, পায় ভয়ে অব্যাহতি।
শঙ্কা নাহি করে তাঁরা, যম কি দেবতা,
শত-জন্ম পুণ্যে জন্মে, গৃহে পতিব্রতা।

১৪। পতিব্রতা-প্রসূঃ পূতা,
জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা।
দেবানামপি সা পূজ্যা,
গৃহ-লক্ষ্মী-স্বরূপিণী॥

দেবেরো পূজিতা সতী, কমলা-রূপিণী,
জীবন্মুক্ত পিতা তাঁর, পবিত্রা জননী।

প্রিয় ভগিনীগণ! পতিব্রতা-রমণী প্রতিদিন নিম্নলিখিত স্বামি-স্তোত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন,—তোমরাও তাহাই করিবে। যথা :—

পতি-ব্রতা-কর্ত্তৃক স্বামি-স্তোত্র।

ওঁ নমঃ কান্তায় শাস্ত্রে চ, *
শিব-চন্দ্র-স্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায়
সর্ব্ব-দেবাশ্রয়ায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায়,
হৃদাধারায় তে নমঃ।
পঞ্চ-প্রাণাধিদেবায়,
চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাম্
পরমানন্দরূপিণে।
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ
পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারঃ,
ব্রহ্ম-রূপ নমোঽস্তুতে।
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
পত্নী-বন্ধো! দয়া-সিন্ধো!
দাসী-দোষং ক্ষমস্ব চ।

---

* শাস্ ধাতু তৃন্, ১মার একবচন শাস্তা (শাসনকর্ত্তা), ৪র্থীর একবচনে শাস্ত্রে।

শিব-চন্দ্র-রূপী, হে কান্ত! আমার,
করে নমস্কার, এদাসী তোমার।
তুমি শান্তদান্ত, দেবের আশ্রয়,
তুমি ব্রহ্মরূপী, সতী-প্রাণময়।
তুমি নম্য, পূজ্য, হৃদয়-আধার,
এ দাসী তোমায় করে নমস্কার।
তুমি পঞ্চপ্রাণ, নয়নের মণি,
জ্ঞানের আধার, আনন্দের খনি।
তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
দাসী-দোষ, প্রভু, সদা ক্ষমা কর।
নির্গুণ-আধার, তুমি ব্রহ্মরূপী,
আশা-ভাষা তুমি, তুমি বিশ্ব-ব্যাপী,
দাসীর বান্ধব, দয়ার সাগর,
পাপে তাপে মোরে, সদা রক্ষা কর।
জ্ঞানাজ্ঞানে যত, করি অপরাধ,
ক্ষমা কর দেব! এই মম সাধ।

প্রিয় ভগিনি! উপসংহারে আমার বক্তব্য এই,—দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় যেন, তোমাদের স্বামি-হৃদয় কখনও সন্তপ্ত না হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। ভগিনি! স্ব স্ব গৃহ দেব-বালা-রূপে অলঙ্কৃত কর এবং স্বর্গের প্রীতি, ভক্তি ও ভালবাসা, সম্মোহন-মন্ত্রবলে, মর্ত্ত্যে টানিয়া আন।”

প্রেমিকের কার্য্য।

ভার্য্যার গৌরব-গাথা।

প্রেমিক, পুরুষ-সমাজে বলিতে লাগিলেন :-

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ! "ভার্য্যার গৌরব-গাথা" শ্রবণ কর

১। যস্য নাস্তি সতী ভার্য্যা,
গৃহে চ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যম্
যথারণ্যং তথা গৃহম্।

নাহি গৃহে ভার্য্যা যার,
পতি-ব্রতা, প্রিয়-ভাষী,
অরণ্যেই সুখ তার,
হ'ক্ সেই, বন-বাসী।

২। সুশীলা-সুন্দরী-শান্তা,
গতা যস্য গৃহোদরাৎ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যম্
যথারণ্যং তথা গৃহম্।

সুশীলা-সুন্দরী-সতী,
শূন্য যার দগ্ধ-গৃহ।
অরণ্যই তার গতি,
যথারণ্য তথাগৃহ।

৩। ভাবানুরক্তা বনিতা,
হৃতা যস্য চ শক্রণা।
অরণ্যং তেন গন্তব্যম্
যথারণ্যং তথা গৃহম্।

শত্রুতে হ'রেছে যার,
অনুগতা সতী-প্রিয়া।
অরণ্যেই সুখ তার,
থাক্ সেই, বনে গিয়া।

৪। দৈবেনাপহৃতা যস্য
পতি-সাধ্যা, পতি-ব্রতা।
অরণ্যং তেন গন্তব্যম্
যথারণ্যং তথা গৃহম্।

পতি-প্রাণা ভার্য্যা যার,
ত্যজিয়াছে ধরা-ধাম।
অরণ্যেই সুখ তার,
গেছে তার, গৃহী নাম।

৫। মাতা যস্য গৃহে নাস্তি,
ভার্য্যা চাপ্রিয়-বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যম্,
যথারণ্যং তথা গৃহম্।

মা তৃশূন্য গৃহ যার,
ভার্য্যা যার, কটু ভাষী।

অরণ্যেই সুখ তার,
হ'ক সেই, বন-বাসী।

৬। প্রিয়া-শূন্যং গৃহং যস্য
পূর্ণং স্ত্রীধন-বন্ধুভিঃ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যম্,
যথারণ্যং তথা গৃহম্।

প্রিয়া-শূন্য গৃহ যার,
পূরিত স্ত্রীধন-রাশি।
অরণ্যেই সুখ তার,
হ'ক্ সেই, বন-বাসী।

৭। ভার্য্যা-শূন্যা বন-সমাঃ
সভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ।
গৃহিণীঞ্চ গৃহং প্রোক্তং,
ন গৃহং গৃহমুচ্যতে।

ভার্য্যা-শূন্য গৃহ-চয়, বন-সম মনে লয়,
ভার্য্যাযুক্ত গৃহকেই, সবে গৃহ কহে।
গৃহিণীই গৃহ হয়, গৃহ কিন্তু গৃহ নয়,
যাঁহার প্রভাবে গৃহে, সুখ-শান্তি রহে।

৮। অশুচিঃ স্ত্রী-বিহীনশ্চ
দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম
ন তস্য ফল-ভাগ্ ভবেৎ।

ভার্য্যাহীন নরে, অশুচি বিরাজে,
পিতৃ-দেবতার কাজে।
ফল-প্রাপ্তি তার ঘটে না কখন,
মনোদুঃখ মনে মজে।

৯। দাহিকা-শক্তি-হীনশ্চ
যথা মন্দো হুতাশনঃ।
প্রভাহীনো যথা সূর্য্যঃ,
শোভাহীনো যথা শশী।
শক্তি-হীনো যথা জীবো-
যথাত্মা চ তনুং বিনা।
বিনাধারং যথাধেয়ঃ,
যথেশঃ প্রকৃতিং বিনা।
ন চ শক্তো যথা যজ্ঞঃ
ফলদো দক্ষিণাং বিনা।
কর্ম্মিণে চ ফলং দাতুং
সামগ্রী-মূলমেব চ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ
যথাশক্তঃ স্বকর্ম্মণি।
যথাশক্তঃ কুলালশ্চ,
মৃত্তিকাঞ্চ বিনা দ্বিজাঃ!
তথা গৃহী ন শক্তশ্চ,
সন্তুতং সর্ব্বকর্ম্মণি॥

যথা হুতাশন, লুপ্ত দাহিকা-শকতি,
প্রভা-শূন্য সূর্য্য, আর, শশী হীন-জ্যোতিঃ ;
শক্তি-বিনা জীব, আর, আত্মা বিনা দেহ,
পুরুষ প্রকৃতি-বিনা, দ্রব্য-শূন্য গেহ।
যজ্ঞ-পূর্ণ নাহি হয়, দক্ষিণা না দিলে,
সামগ্রী-সম্ভারে কিন্তু, ফল নাহি মিলে ;
স্বর্ণশূন্য-স্বর্ণকার, যথা কর্ম্ম-হীন,
যথা, দ্বিজ ! কুম্ভকার, মৃত্তিকা-বিহীন,
সেরূপ গৃহীর যদি, ভার্য্যা নাহি থাকে,
সর্ব্ব কর্ম্ম-হীন, মরে পড়িয়া বিপাকে।

১০। ভার্য্যা-মূলাশ্চ পুত্রাশ্চ
ভার্য্যা-মূলা গৃহাস্তথা।
ভার্য্যা-মূলং সুখং শশ্বদ্
গৃহস্থানাং গৃহে সদা।
ভার্য্যা-মূলং সদা হর্ষং
ভার্য্যা-মূলঞ্চ মঙ্গলম্।
ভার্য্যা-মূলশ্চ সংসারো-
ভার্য্যা-মূলঞ্চ সৌরতম্।

ভার্য্যাই পুত্রের হেতু, গৃহ-সুখ-মূল,
সর্ব্ব সুখ-সার, নাহি তাঁর সমতুল।
ভার্য্যাই হর্ষের মুল, মঙ্গল-নিদান,
প্রেম-ময়ী, বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।

১১। যথা রথশ্চ রথিনাং
গৃহিণাঞ্চ তথা গৃহম্‌।
সারথিস্তু যথা তেষাং
গৃহস্থানাং তথা প্রিয়া।

রথি-গণে রথ যথা,-সারথিই সার,
গৃহিগণে গৃহ তথা, রাজত্ব প্রিয়ার।

১২। যথা জলং বিনা পদ্মং
পদ্মং শোভাং বিনা যথা।
তথৈব চ গৃহং শশ্বদ্‌
গৃহিণাং গৃহিণীং বিনা।

যথা জল বিনা পদ্ম, পদ্ম শোভাহীন,
তথা গৃহ শোভা-শূন্য, গৃহিণী-বিহীন।

১৩। সর্ব্বরত্নপ্রধানা চ,
স্ত্রী-রত্নং দুষ্কুলাদপি।
সা গৃহীতা গৃহস্থেন,
ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।

সর্ব্ব-রত্ন-সার-ভার্য্যা, রমণী-রতন,
দুষ্কুল হতেও তাঁরে, করিবে গ্রহণ।
ভার্য্যা-যুক্ত নরে, ভ্রাতঃ, সবে গৃহী কয়,
বিধির বচন ইহা, জানিও নিশ্চয়॥

১৪। তোষয়েৎ সততং ভার্য্যাম্
বিধিবৎ পাণি-পীড়িতাম্।
তাসাং তুষ্ট্যা তু কল্যাণম্
অকল্যাণমতোঽন্যথা।

তোষিবে সতত ভার্য্যা, বিবিধ প্রকারে,
পড়িবে কল্যাণ ধারা, তব শির'পরে।
যদি এই নীতি-কথা, না কর গ্রহণ,
অশান্তি-অনলে, তব জ্বলিবে জীবন॥

১৫। সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা,
ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেতৎ কুলে নিত্যং
কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।

যত্র পতি তুষ্ট হন, ভার্য্যার ব্যভারে,
ভার্য্যাও সন্তুষ্টা রহে, স্বামি-রত্ন'পরে।
সেকুলে কল্যাণ নিত্য, জানিও নিশ্চয়,
লক্ষ্মীর আলয় ইহা, মঙ্গল-নিলয়।

১৬। ভার্য্যাধীনং সুখং পুংসাং,
ভার্য্যাধীনো ধনাগমঃ।
ভার্য্যাধীনা সুখোৎপত্তিঃ,
ভার্য্যাধীনঃ সুখোদয়ঃ॥
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র,
ভার্য্যাধীনং গৃহে বসেৎ।
ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাৎ,
ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী॥

ভার্য্যাধীন সুখ-শান্তি, ভার্য্যাধীন ধনাগম,
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,
সুখের আধার ভার্য্যা, ভার্য্যার প্রভাবে হয়,
সর্ব্ব সুখোদয়।
ভার্য্যা যথা, গৃহ তথা, গৃহে বাস কর, ভ্রাতঃ,
ভার্য্যার অধীনে,
তবেই গৃহস্থ তুমি ; রমণী-রতনে হেন,
রাখিও যতনে।

১৭। নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুঃ
নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে
সহায়ো ধর্ম্ম-সংগ্রহে।

ভার্য্যা-সম বন্ধু নাই, সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে,
ভার্য্যা-সম গতি নাই, এ ভব-মণ্ডলে।
নাহিকো সহায় কেহ, ভার্য্যার মতন,
এ হেন রতনে সদা, করিও যতন।"

পরিশিষ্ট (ক) সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

(খ)

ঈশ্বরের প্রিয় মানব।

(১)

শ্রীভগবানুবাচ—*

১। যো দয়ালুঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ !
সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অহঙ্কারেণ হীনশ্চ
তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন :—

সর্ব্ব জীবে দয়া যার, নাহি অহঙ্কার,
প্রাণের অধিক প্রিয়, সেজন আমার।

২। কর্ম্ম কুর্য্যাৎ মদর্থং যো-
ধর্ম্ম-ভক্তি-সমন্বিতঃ।
ব্রূতে যথার্থং পৃচ্ছন্তং
তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা।

আমার প্রীতির তরে, সব কাজ করে,
সদা সত্য বলে যেবা, প্রশ্নের উত্তরে।

---

* ক্রিয়াযোগসার,—১৮শ অধ্যায়।

ধর্ম্ম-ভক্তি-সমন্বিত, হৃদয় যাহার,
প্রাণের অধিক প্রিয়, সে জন আমার॥

৩। মিষ্টং বস্তু সমাসাদ্য
দত্ত্বা মে যোঽত্তি মানবঃ।
মানাপমানসদৃশঃ
তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা॥

যদি কভু কেহ কোন, মিষ্ট দ্রব্য পায়,
নিবেদন করি মোরে, পরে নিজে খায়।
মান-অপমান-জ্ঞান, সমান যাহার,
প্রাণের অধিক প্রিয়, সেজন আমার॥

৪। সর্ব্বভূত-শরীরস্থং
যো মাং জানাতি মানবঃ।
পর-হিংসা বিহীনো যঃ,
তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা॥

সর্ব্ব জীবে আছি আমি, এই যার জ্ঞান,
এক মনে যেবা মোরে, নিত্য করে ধ্যান।
পর-হিংসা-লেশ নাহি, হৃদয়ে যাহার,
প্রাণের অধিক প্রিয়, সেজন আমার॥

৫। কর্ম্মাণি
সুবিচ
গো-ত্র
[illegible]

পুনঃ পুনঃ বিচারিয়া, কাজ যেই করে,
হৃদয়ে প্রবল বল, যেবা সদা ধরে।
গো-ব্রাহ্মণ-হিতে রত, মন প্রাণ যার,
প্রাণের অধিক প্রিয়, সেজন আমার ॥

৬। স্বয়ং নিরুক্তং বচনং
যত্নাৎ যঃ পরিপালয়েৎ।
প্রপন্নং পাতি যত্নাচ্চ
তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা ॥

দুঃসাধ্য যদিও হয়, আপন বচন,
তবু যত্নে যেবা তাহা, করেন পালন।
আশ্রিত জীবের প্রতি, সদা যত্ন যাঁর,
প্রাণের অধিক প্রিয়, সেজন আমার ॥

৭। দানান্যনুপকারিভ্যো-
যো দদাতি দ্বিজোত্তম!
ময়ি চিত্তং সদা যস্য
তস্য তুষ্টোঽস্ম্যহং সদা ॥

দান,
জ্ঞান।

(২)

শ্রীভগবানুবাচ—*

১। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং
মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ
সম দুঃখ-সুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী
যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনো বুদ্ধিঃ,
যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

উত্তম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ-শূন্য, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, এমন কি সকল প্রাণীরই অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, লাভ কি অলাভে সুপ্রসন্ন-চিত্ত, প্রমাদশূন্য, সংযতস্বভাব এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এইরূপ মদ্ভক্ত ব্যক্তি, আমার প্রিয়।

২। যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ
লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ
মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন না হয়, যিনি [illegible] উদ্বিগ্ন না হন,এবং যিনি স্বকীয় ইষ্ট লাভে উৎসাহ, অন্যের ইষ্ট লাভে অসহিষ্ণুতা, ত্রাস ও ভয়াদি নিমিত্তক চিত্ত-ক্ষোভ, এ সকল হইতে বিমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—১২শ অধ্যায়।

৩। অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ
উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী
যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্তর্বাহে শৌচসম্পন্ন, নিরলস, পক্ষপাতরহিত, ব্যাধিশূন্য, এবং দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উদ্যমত্যাগী, এইরূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়।

৪। যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী
ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যিনি প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট না হন, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে দ্বেষ, ইষ্টবিষয় বিনাশে শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন, তিনিই আমার প্রিয়।

৫। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ,
তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখেষু
সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তু[illegible]নিন্দাস্তুতি মৌনী,
[illegible] যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ
ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

যিনি, শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, কিছুতেই আসক্ত নহেন, স্তুতি-নিন্দায় তুল্য ভাব, সংযতবাক্ এবং যিনি কোনরূপে যথালাভে সন্তুষ্ট, নিয়ত-বাসশূন্য, ও ব্যবস্থিত চিত্ত, এইরূপ ভক্তিমান্ যে মনুষ্য, তিনিই আমার প্রিয়।

ঈশ্বরের অপ্রিয় মানব

শ্রীভগবানুবাচ—*

১। পর-হিংসা-রতো যস্তু
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বজন্তুষু।
অহংযুঃ সর্ব্বদা ক্রুদ্ধঃ,
স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥

পরহিংসা-রত যেই, দয়া-মায়া-হীন,
অহঙ্কারী, ক্রোধশীল, পাপ-কর্ম্মে লীন।
অতীব দুর্জন যেবা, অতীব দুর্জন,
মম শত্রু চিরদিন, সেই অভাজন॥

২। অসত্যভাষী, ক্রূরশ্চ,
পর-নিন্দাপরস্তু যঃ।
পর-বর্ত্তনবিধ্বংসী,
স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥

* ক্রিয়া-যোগসারে—১৮শ অধ্যায়।

মিথ্যাবাদী, দুষ্টমতি, নিন্দাকরে পরে,
পরের জীবিকা সদা, অকারণ হরে।
এমন দুর্জ্জন যেই, এমন দুর্জ্জন,
মম শত্রু চিরদিন, সেই অভাজন॥

৩। অদৃষ্ট-দোষৌ পিতরৌ
স্ত্রী-ভ্রাতৃ-ভগিনীস্তথা।
মোহাৎ ত্যজতি মূঢ়ো যঃ
স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥

মাতা পিতা, সাধ্বী পত্নী, ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
মোহ-বশে যেই মূঢ়, করেছে বর্জ্জন।
ভক্তি-প্রীতি-দয়া নাহি হৃদয়ে যাহার,
নিদারুণ শত্রু-শেল, সেই ত আমার॥

৪। পিতৃনির্ভৎ'সনং যস্তু
কুরুতে মূঢ়ধী র্নরঃ।
গুর্ব্ববজ্ঞাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র!
স মাং নয়তি শত্রুতাম্॥

পিতাকে ব্যথিত করে, দারুণ ভৎ'সনে,
কিম্বা অবহেলে সদা, পূজ্য গুরুজনে।
এমন দুর্জ্জন যেই, এমন দুর্জ্জন,
মম শত্রু নিদারুণ, সেই অভাজন॥